সূত্রপিটকে

দীর্ঘ-নিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভিক্ষু শীলভদ্র

অনূদিত

সূ চি প ত্র

১৪। মহাপদান সূত্রান্ত ৩
১৫। মহানিদান সূত্রান্ত ৩৯
১৬। মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত (মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত) ৫১
১৭। (মহাসুদস্সন সুত্তন্ত) মহাসুদর্শন সূত্রান্ত ১১৫
১৮। জনবসভ সুত্তন্ত ১৩৪
১৯। মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত.. ১৪৪
২০। মহাসময় সুত্তন্ত.. ১৬২
২১। সক্কপঞ্হ সুত্তন্ত ১৬৯
২২। মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত.. ১৮৬
২৩। পাযাসি সুত্তন্ত.. ২০১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্রপিটকে

দীর্ঘ-নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

[মহাবর্গ]

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

১৪। মহাপদান সূত্রান্ত

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরস্থ জেতবন নামক অনাথপিণ্ডিকের আরামে করেরি-কুটিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারান্তে করেরি-মণ্ডলমালে[১] একত্রিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মালোচনা আরম্ভ হইল ঃ– "ইহাই পূর্বজন্ম, ইহাই পূর্বজন্ম" ইত্যাদি।

২। ভগবান স্বীয় দিব্য, বিশুদ্ধ ও অলৌকিক শ্রুতি দ্বারা ভিক্ষুদিগের বাক্যালাপ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া করেরি-মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?'

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

'ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারান্তে মণ্ডলমালে একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে আমাদের মধ্যে পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মালোচনা উঠিয়াছিল ঃ– "ইহাই পূর্বজন্ম, ইহাই পূর্বজন্ম।" আমরা এই কথায় নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময়

---

[১]। সূক্ষ্মাগ্র আচ্ছাদন সম্পন্ন বৃত্তাকার কক্ষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান উপস্থিত হইলেন।’

৩। ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছা কর?’

‘হে ভগবান, হে সুগত! ভগবান পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা কহিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।’

‘তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিব।’

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, ‘ভন্তে, উত্তম।’ ভগবান কহিলেন ঃ

৪। ‘ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবতি কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান বিপস্‌সী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন হইতে একত্রিংশ কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান শিখী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ একত্রিংশ কল্পেই অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান বেস্‌সভূ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান ককুসন্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কোণাগমন জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কস্‌সপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে এক্ষণে আমি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি।

৫। ভিক্ষুগণ! অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান শিখী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বেস্‌সভূ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন ছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান কস্‌সপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ! এক্ষণে আমি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছি।

৬। ‘ভিক্ষুগণ, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিন্য) গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান শিখী এবং ভগবান বেস্‌সভূ কোণ্ডঞ্ঞ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কস্‌সপ কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে আমি গৌতম গোত্রীয়।’

৭। ভগবান বিপস্‌সীর আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান শিখীর আয়ুষ্কাল সপ্ততি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান বেস্‌সভূর আয়ুষ্কাল ষষ্টি সহস্র বৎসর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিল। ভগবান ককুসন্ধের আয়ুষ্কাল চত্বারিংশ সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কোণাগমনের আয়ুষ্কাল ত্রিশ-সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কস্‌সপের আয়ুষ্কাল বিংশতি-সহস্র বৎসর ছিল। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আমার আয়ু নগণ্য এবং অল্পকাল স্থায়ী, এক্ষণে যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ুপরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর।

৮। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী পাটলীবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান শিখী পুণ্ডরীকের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূ শালবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ শিরীষবৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কোণাগমন উডুম্বরবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কস্‌সপ নিগ্রোধবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়ে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমি অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছি।'

৯। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান শিখীর অভিভূ এবং সম্ভব নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর সোণ এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধের বিধূর এবং সঞ্জীব নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কোণাগমনের ভিয্যোস এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কস্‌সপের তিস্‌স এবং ভরদ্বাজ নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে আমার সারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লায়ন নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক আছেন।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টিলক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি-সহস্র ভিক্ষু মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের ঐরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

'ভগবান শিখীর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি-সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিকে সপ্ততি-সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান শিখীর শ্রাবকগণের ঐরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

'ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অশীতি-সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, একটিতে সপ্ততি-সহস্র ভিক্ষু এবং একটিতে ষষ্টিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবকগণের ঐরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভগবান ককুসন্ধের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে চত্বারিংশ-সহস্র ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান ককুসন্ধের শ্রাবকগণের ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

'ভগবান কোণাগমনের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে ত্রিংশ-সহস্র ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান কোণাগমনের শ্রাবকগণের ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

'ভগবান কস্‌সপের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে বিংশতি-সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকদিগের ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

'বর্তমানে আমার শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে একসহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণের ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।'

১১। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। ভগবান শিখীর ক্ষেমঙ্কর নামক ভিক্ষু, ভগবান বেস্‌সভূর উপসন্নক নামক ভিক্ষু, ভগবান ককুসন্ধের বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কোণাগমনের সোত্থিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কস্‌সপের সব্বমিত্ত নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বর্তমানে আমার আনন্দ নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচারক।'

১২। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর পিতার নাম রাজা বন্ধুমা, মাতার নাম বন্ধুমতী। বন্ধুমতী নামক নগর রাজা বন্ধুমার রাজধানী ছিল।'

'ভগবান শিখীর পিতার নাম রাজা অরুণ, মাতার নাম প্রভাবতী। অরুণবতী নামক নগর রাজা অরুণের রাজধানী ছিল।'

'ভগবান বেস্‌সভূর পিতার নাম রাজা সুপ্রতীত, মাতার নাম যশবতী। অনোপম নামক নগর রাজা সুপ্রতীতের রাজধানী ছিল।'

'অগ্নিদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান ককুসন্ধের পিতা ছিলেন, বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে ক্ষেম নামে এক রাজা ছিলেন, ক্ষেমবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'যজ্ঞদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কোণাগমনের পিতা ছিলেন, উত্তরা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে সোভ নামে এক রাজা ছিলেন। সোভবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'ব্রহ্মদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কস্‌সপের পিতা ছিলেন, ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে কিকী নামে এক রাজা ছিলেন। বারাণসী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'বর্তমানে আমার পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কপিলবস্তু নগর রাজধানী।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। তৎপরে সুগত আসন হইতে উত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

১৩। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল ঃ–

'বন্ধুগণ, তথাগতের কি আশ্চর্য মহিমা, কি আশ্চর্য মহানুভবতা! যেহেতু তথাগত অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্ত রূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" বন্ধুগণ, ইহা কি তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?" অথবা দেবতাগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?"

ভিক্ষুগণের এই আলোচনার মীমাংসা হইল না।

১৪। অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উত্থান করিয়া করেরি-মণ্ডলমালে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, তোমরা এক্ষণে এইস্থানে কি কথায় নিযুক্ত ছিলে, তোমাদের কোন্

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?'

এইরূপ কথিত হইলে ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন ঃ

ভগবান এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল ঃ– "বন্ধুগণ, তথাগতের কি আশ্চর্য মহিমা, কি আশ্চর্য মহানুভবতা! যেহেতু তথাগত অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্ত রূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" বন্ধুগণ, ইহা কি তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?" অথবা দেবতাগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত"?

'আমাদের এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে ভগবান আসিলেন।'

১৫। 'ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীত বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন– "ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।"

'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা অধিকতররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?'

'হে ভগবান, হে সুগত! ভগবান পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা কহিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।'

'তাহা হইলে ভিক্ষুগণ শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিব।'

'প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, 'ভন্তে, উত্তম।' ভগবান কহিলেন ঃ

১৬। 'ভিক্ষুগণ, আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলী বৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টিলক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের এই তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। মিলিত ভিক্ষুগণের সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বন্ধুমা নামে রাজা তাঁহার পিতা ছিলেন। রাজ্ঞী বন্ধুমতী তাঁহার মাতা ছিলেন। রাজা বন্ধুমার বন্ধুমতী নামক নগর রাজধানী ছিল।

১৭। 'ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণকালে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয়,–

'যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করেন, তখন দেবলোক, মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আলোকের প্রকাশ হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয়– যেস্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়। যে সকল প্রাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ঐ আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয় ঃ– "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দশ সহস্র জগৎসম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয়।

'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহার রক্ষার জন্য চারি দেবপুত্র চারিদিকে গমন করেন ঃ– "মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয় মাতার অনিষ্ট-সাধন করিতে না পারে।" ইহা বিশ্বধর্ম।

১৮। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা স্বভাবতঃই শীলবতী হন; প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, সুরামেরয়াদি মদ্যপানরূপ স্খলন হইতে বিরত হন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

১৯। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পুরুষের প্রতি রাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করেন না, তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২০। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিরূপ সুখের অধিকারিণী হন, ঐ সুখের উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তুসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত হইয়া বিহার করেন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২১। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোনপ্রকার রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন।'

'ভিক্ষুগণ, মনে কর একখণ্ড শুভ্র উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বাবয়বসম্পন্ন বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেন ঃ– "এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভূক্ত, অষ্টমুখ সুকর্তিত স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বায়বসম্পন্ন বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।" ভিক্ষুগণ, এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২২। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, বোধিসত্ত্বের জন্মের পর সপ্তাহকাল অতীত হইলে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন, এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৩। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ নয় অথবা দশমাস গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব করেন না, পূর্ণ দশমাস বোধিসত্ত্ব-মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করেন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৪। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন না, তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৫। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করেন, পরে মনুষ্যগণ। ইহা বিশ্বধর্ম।'

২৬। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শে আনীত হন না, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন ঃ– "দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৭। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি সুনির্মল,– জল, শ্লেষ্মা, রুধির অথবা অপর কোনপ্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন। তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক।

'ভিক্ষুগণ, যেরূপ মণি-রত্ন কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না– কি হেতু? উভয়েরই শুদ্ধতার নিমিত্ত– এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন তখন তিনি সুনির্মল; জল, শ্লেষ্মা রুধির অথবা অপর কোনপ্রকার অশুচির দ্বারা লিপ্ত নহেন, তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৮। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি জলধারা নির্গত হয়– একটি শীত অপরটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার মাতার প্রক্ষালন কার্য সম্পন্ন হয়। ইহা বিশ্বধর্ম।

২৯। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরিস্থিত এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্তপদ গমন করেন, মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্বদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক এই মহত্ত্বব্যঞ্জক বাক্য ঘোষণা করেন ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার সর্বশেষ জন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।" ইহা বিশ্বধর্ম।

৩০। 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয়– যে স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। যে সকল প্রাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ঐ আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয় ঃ– "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দশসহস্র জগৎসম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহা বিশ্বধর্ম।

৩১। 'ভিক্ষুগণ, কুমার বিপস্সীর জন্ম হইলে রাজা বন্ধুমার নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল ঃ– "দেব, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে, তাহাকে দর্শন করুন।" ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমারকে দর্শন করিলেন এবং পরে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন ঃ– "আপনারা নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ, কুমারকে দর্শন করুন।" ভিক্ষুগণ, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ কুমারকে দেখিয়া রাজাকে কহিলেন ঃ– "দেব, হৃষ্টমনা হউন, আপনার মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মিয়াছে। মহারাজ, ইহা আপনার পরমলাভ যে আপনার কুলে এরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াছে। দেব, এই কুমার দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত, ঐরূপ লক্ষণ-সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুইগতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হন, ধার্মিক ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হন। সপ্তরত্ন এই,– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে দণ্ড ও শস্ত্রবিনা ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে জগতে মায়াবরণমুক্ত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন।"

৩২। 'দেব, কুমার কোন্ কোন্ দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত, যে সকল লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই? যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবেন। তাঁহার সপ্তরত্ন এই,– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও শস্ত্রে ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করিবেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মায়াবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন।'

"দেব, কুমার সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ। ইহা কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের পাদতলের নিুদেশে সর্বাকার-পরিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র অরযুক্ত চক্র বিদ্যমান। ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার আয়ত-পাষ্ণি, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দীর্ঘাঙ্গুলি বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার মৃদু-তরুণ-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার [১]জাল-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার পাদ-মধ্যবর্তী-গুল্‌ফ[২] যুক্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার এণি-মৃগ-সদৃশ ক্ষিপ্র-পাদ বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দণ্ডায়মান হইয়া অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ এবং পরিমর্দন করণে সক্ষম, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের গুহ্যেন্দ্রিয় কোষরক্ষিত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সুবর্ণবর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ত্বকবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সূক্ষ্মছবি বিশিষ্ট, তজ্জন্য রজ এবং ক্লেদ তাঁহার দেহে লিপ্ত হয়

---

[১] হস্ত ও পদের অঙ্গুলি অলিপ্ত।

[২]। গুল্‌ফ পার্ষ্ণির অব্যবহিত উপরেই অবস্থিত নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার একৈক লোম, তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে এক একটি লোম, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার নীলাঞ্জনবর্ণ, কুণ্ডলীভূত, দক্ষিণাবর্ত, ঊর্ধ্বাগ্র কেশ-বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দিব্য-ঋজু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সপ্ত উৎসেধাঙ্ক[১] বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সিংহ-পূর্বার্দ্ধ-কায়, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের স্কন্ধ-গহ্বর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার নিগ্রোধবৃক্ষের পরিধি বিশিষ্ট,– বয়ঃ প্রমাণ ব্যাম, ব্যাম প্রমাণ বয়ঃ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সমবর্তস্কন্ধ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার শ্রেষ্ঠতম রুচিসম্পন্ন, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সিংহহনু, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার চত্বারিংশ-দন্তবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সমদন্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার অবিবর-দন্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সুশুভ্র দংষ্ট্রাবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দীর্ঘ জিহ্বাবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের

---

[১]। উচ্চতা জ্ঞাপক চিহ্ন। শরীরের সপ্ত স্থানে– হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, অংসদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে উদ্গাতি (উদ্গাত অংশ) মহাপুরুষ-লক্ষণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দিব্য কণ্ঠস্বরসম্পন্ন, করবীকভাষী, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার গাঢ়নীল নেত্রসম্পন্ন, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের ভ্রূ-যুগমধ্যস্থ রোমরাজী অবদাত মৃদুতূলসন্নিভ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার উষ্ণীষ-শীর্ষ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।"

৩৩। "দেব, কুমার এই দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমন্বিত, ঐরূপ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হইবেন। তাঁহার সপ্তরত্ন এই,– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও শস্ত্রে ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করিবেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মায়াবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাদিগের সর্ব বাসনা পূর্ণ করিলেন।'

৩৪। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারের নিমিত্ত ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। কোন ধাত্রী স্তন পান করাইতে লাগিল। কেহ রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কেহ ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। জন্মাবধি কুমারের উপর দিবা-রাত্রি শ্বেতছত্র ধৃত হইত ঃ– "শৈত্য, উষ্ণতা, তৃণ, রজ অথবা তুষার যেন কুমারের পীড়াদায়ক না হয়।" জন্মকাল হইতেই বিপস্‌সী কুমার বহুজনের প্রিয় এবং প্রীতিকর হইলেন। ভিক্ষুগণ, যেরূপ উৎপল অথবা পদ্ম, অথবা পুণ্ডরীক বহুজনের প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ হয়, সেইরূপই বিপস্‌সী কুমার বহুজনের প্রিয় ও প্রীতিকর হইলেন। তিনি অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে ধৃত হইতে লাগিলেন।'

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমার হিমবন্ত-চারিণী কোকিলার ন্যায় মঞ্জুকণ্ঠ, চারুকণ্ঠ, মধুরকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ হইয়াছিলেন।'

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমারের পূর্বজন্ম প্রসূত দিব্যচক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা দ্বারা তিনি দিবা-রাত্রি যোজন পরিমিত স্থান সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন।'

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ন্যায় অনিমেষ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। "কুমার অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করেন," এই হেতু, ভিক্ষুগণ, কুমারের "বিপস্‌সী, বিপস্‌সী" এইরূপ নাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা ধর্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া বিপস্‌সী কুমারকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিচারকার্য করিতেন। বিপস্‌সী কুমারও পিতার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ন্যায়ের সহিত সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। "কুমার ন্যায়ের সহিত সূক্ষ্ম বিচার করেন" এই হেতু, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমারের "বিপস্‌সী, বিপস্‌সী", নাম অধিকতররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল।'

৩৮। তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারের নিমিত্ত তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন– একটি বর্ষাকালের নিমিত্ত, একটি হেমন্তকালের নিমিত্ত, একটি গ্রীষ্মকালের নিমিত্ত এবং সর্ববিধ ভোগ বিলাসের আয়োজন করাইলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বর্ষাকালের প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস দিব্যসঙ্গীত-ধ্বনির মধ্যে অতিবাহিত করিতেন, প্রাসাদের নিতলে অবতরণ করিতেন না।'

জাতি খণ্ড সমাপ্ত।

২। ১। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বহু শত-সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে কহিলেন ঃ–

"মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কর, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল ঃ– "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

২। 'ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে যাইতে দেখিলেন– পুরুষটি-জীর্ণ, গোপানসী বক্র, নত, দণ্ডপরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে কহিলেন ঃ

"হে সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"দেব, ইহা বৃদ্ধপুরুষ।"

"সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কি প্রকার?"

"দেব, ইহাই বৃদ্ধপুরুষ ঃ– পুরুষটি আর অধিককাল জীবিত থাকিবে না।"

"সারথি, আমিও কি জরাধর্ম বিশিষ্ট? ইহা কি আমারও অনিবার্য নিয়তি?"

"দেব, আপনি, আমি এবং সর্বলোক জরাধর্ম বিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য নিয়তি।"

"সারথি, তাহা হইলে আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কর।"

"ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে "দেব, তথাস্তু" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ– "জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।"

৩। 'ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ–

"সারথি, কুমার উদ্যানভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন ত? উদ্যানভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে ত?"

'দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যানভূমি তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই।"

"সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন?"

দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি জীর্ণ, গোপানসী-বক্র, নত, দণ্ডপরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন পুরুষ দেখিয়াছিলেন।' উহা দেখিয়া তিনি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ঃ– "সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।' 'দেব, ইহা বৃদ্ধপুরুষ।' 'সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কি প্রকার? 'দেব, ইহাই বৃদ্ধপুরুষ ঃ পুরুষটি আর অধিককাল জীবিত থাকিবে না।' 'সারথি, আমিও কি জরাধর্ম-বিশিষ্ট? ইহা কি আমার অনিবার্য নিয়তি?" 'দেব আপনি, আমি এবং সর্বলোক জরাধর্ম বিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য নিয়তি।' 'সারথি, তাহা হইলে আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কর।' 'দেব, তথাস্তু' এই কথা বলিয়া আমি কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম। কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।'

৪। 'ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "বিপস্‌সী-কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা-আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্য না হয়।”

‘ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারকে অধিকতর রূপে সর্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্‌সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৫। ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বহুশত-সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে কহিলেন ঃ–

“মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কর, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।”

“দেব, তথাস্তু” এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী-কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল ঃ– “দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।”

‘ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।’

৬। ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যান-ভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিলেন,– পুরুষটি পীড়িত, আর্ত, কঠিন রোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্রকরীষের মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপরের সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ– ‘মিত্র সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে? ইহার চক্ষুও অন্যের চক্ষুর ন্যায় নহে, স্বরও অন্যের স্বরের ন্যায় নহে।”

“দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।”

“সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে?”

“দেব, যে রোগে সে আক্রান্ত, ঐ রোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যল্প।”

“সারথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?”

“দেব! আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমরা ব্যাধির অতীত নহি।”

“তাহা হইলে, মিত্র সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর।”

“দেব, তথাস্তু” এই কথা বলিয়া সারথি প্রত্যাবর্তন করিল। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ– “এই জন্মকে ধিক্! যেহেতু যে জাত সে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।”

৭। ‘ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ–

“সারথি, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন ত? উদ্যানভূমি কুমারের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রীতিকর হইয়াছে ত?"

"দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যানভূমি তাহার প্রীতিকর হয় নাই।"

"সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন?"

"দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিয়াছিলেন,– পুরুষটি পীড়িত, আর্ত, কঠিন রোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্রকরীষের মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপরের সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ– 'সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে? ইহার চক্ষুও অন্যের চক্ষুর ন্যায় নহে।' 'দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।' 'সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে? 'দেব, যে রোগে সে আক্রান্ত, ঐ রোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যল্প।' 'সারথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?' 'দেব! আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমরা ব্যাধির অতীত নহি।' "তাহা হইলে, মিত্র সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই। এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর।' আমি সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ– এই জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।"

৮। 'ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "বিপস্সী-কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন সত্য না হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমারকে অধিকতররূপে সর্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৯। 'অতঃপর ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমার বহুশত-সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে কহিলেন ঃ–

"মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কর, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল ঃ– "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। ‘ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমার উদ্যান-ভূমিতে গমনকালে দেখিলেন সম্মিলিত বৃহৎ জনসজ্ঞ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের দ্বারা চিতা নির্মাণে রত। উহা দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

“সারথি, সম্মিলিত এই বৃহৎ জনসজ্ঞ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রে কি নিমিত্ত চিতা নির্মাণে রত?”

“দেব, যেহেতু এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।”

“তাহা হইলে, সারথি, ঐ মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা কর।”

“তথাস্তু” এই কথা বলিয়া সারথি মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার মৃতদেহ দেখিলেন এবং সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

“সারথি, মৃত কাহাকে বলে?”

“দেব, মৃতের মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সেও মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে আর দেখিতে পাইবে না।”

“সারথি, আমিও কি মরণধর্ম-বিশিষ্ট? আমিও কি মরণের অতীত নহি? আমাকেও কি রাজা, রাণী অথবা অপরাপর জ্ঞাতিবর্গ আর দেখিতে পাইবে না? আমিও কি তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না?”

“দেব, আপনি ও আমি এবং আমরা সকলেই মরণধর্মযুক্ত, মরণের অতীত নহি। আপনাকেও রাজা, রাণী অথবা অপরাপর জ্ঞাতিবর্গ দেখিতে পাইবেন না, আপনিও তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন না।”

“তাহা হইলে, সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর।”

“তথাস্তু” বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিল। বিপস্সী কুমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ– “জন্মে ধিক্, যেহেতু যাহার জন্ম হইয়াছে সে জরা, ব্যাধি ও মরণগ্রস্ত হইবে।”

১১। ১২। ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা সারথিকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় বিপস্সী-কুমারকে অধিকতররূপে সর্ববিধ ভোগ পরিবেষ্টিত করিলেন। এইরূপে বিপস্সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।’

১৩। ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার বহুশত-সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে কহিলেন ঃ–

“মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কর, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল ঃ– "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

১৪। 'ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে এক মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বস্ত্র পরিহিত প্রব্রজিত পুরুষকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ–

"সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে, যাহার জন্য যাহার জন্য তাহার মস্তক অন্যের মস্তকের ন্যায় নহে, বস্ত্রও অন্যের ন্যায় নহে?"

"দেব, পুরুষটি প্রব্রজিত।"

"সারথি, প্রব্রজিত কাহাকে বলে?"

"দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্যা কুশলক্রিয়া পুণ্যকর্ম অহিংসা এবং সর্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

"সারথি, যিনি প্রব্রজিত তিনি সাধু, সাধু ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশলধর্ম, সাধু পুণ্যকর্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা। সারথি, এইবার ঐ প্রব্রজিতের নিকট রথ চালনা কর।

"তথাস্তু" বলিয়া সারথি প্রব্রজিতের নিকট রথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার সেই প্রব্রজিতকে এইরূপে কহিলেন ঃ

"সৌম্য, কি নিমিত্ত আপনার মস্তক অন্যের মস্তকের ন্যায় নহে, বস্ত্রও অন্যের ন্যায় নহে?"

"দেব, আমি প্রব্রজিত।"

"সৌম্য, উহার অর্থ কি?"

"দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্যা, কুশলকর্ম, পুণ্যকর্ম, অহিংসা এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

"সৌম্য, সাধু আপনার ন্যায় প্রব্রজিত, সাধু ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশলকর্ম, সাধু পুণ্যকর্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা।"

১৫। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার সারথিকে কহিলেন ঃ–

"সারথি, রথ লইয়া এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর। আমি এই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।"

"তথাস্তু, দেব" বলিয়া সারথি সেইস্থান হইতে রথ লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিল। বিপস্‌সী কুমারও সেই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। 'ভিক্ষুগণ, রাজধানী বন্ধুমতী নগরের চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য শুনিল ঃ– "বিপস্‌সী কুমার কেশ ও শ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল ঃ– "যে ধর্ম-বিনয়ে বিপস্‌সী কুমার কেশ-শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন ঐ ধর্ম-বিনয় কখনই হীন নহে, ঐ প্রব্রজ্যা কখনই হীন নহে। যখন রাজকুমার বিপস্‌সী এইপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন তাহা না করি?" অনন্তর ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মানব বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের অনুকরণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ, এইরূপে সেই জনসঙ্ঘ পরিবেষ্টিত হইয়া বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব গ্রাম নগর রাজধানীসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৭। 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী যখন নির্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

"বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করা আমার অনুপযুক্ত। আমি জনসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিব।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী বিহার করিতে লাগিলেন। সেই চতুরশীতি সহস্র প্রব্রজিত এক পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অন্যপথ ধরিলেন।

১৮। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী একদিন যখন স্বকীয় বাসস্থানে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল ঃ

"এই জগৎ দুঃখাপন্ন, এইস্থানে জন্ম, জরা ও মৃত্যু, চ্যুতি এবং পুনরুৎপত্তি; অথচ এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কেহই অবগত নয়। এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন্ দিনে উদ্ঘাটিত হইবে?"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের বর্তমানে জরা-মরণ হয়? কোন্ হেতু হইতে উহা উদ্ভূত?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "জাতি বর্তমানে জরা-মরণ, জাতিরূপ হেতু হইতে জরা-মরণের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের বর্তমানে জাতি (জন্ম) হয়? কোন্ হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "ভব বর্তমানে জাতি, ভবরূপ হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের বর্তমানে ভব হয়? কোন্ হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

“উপাদান বর্তমানে ভব, উপাদানরূপ হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে উপাদান হয়? কোন্ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “তৃষ্ণা বর্তমানে উপাদান, তৃষ্ণারূপ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে তৃষ্ণা হয়? কোন্ হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “বেদনা বর্তমানে তৃষ্ণা, বেদনারূপ হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে বেদনা হয়? কোন্ হেতু হইতে বেদনার উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “স্পর্শ বর্তমানে বেদনা, স্পর্শরূপ হেতু হইতে বেদনার উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে স্পর্শ হয়? কোন্ হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “ষড়ায়তন বর্তমানে স্পর্শ, ষড়ায়তনরূপ হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে ষড়ায়তন হয়? কোন্ হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “নাম-রূপ বর্তমানে ষড়ায়তন, নাম-রূপ রূপ হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে নাম-রূপ হয়? কোন্ হেতু হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “বিজ্ঞান বর্তমানে নাম-রূপ, বিজ্ঞানরূপ হেতু হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “কিসের বর্তমানে বিজ্ঞান হয়? কোন্ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– “নাম-রূপ বর্তমানে বিজ্ঞান, নামরূপ রূপ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।”

১৯। ‘ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– “নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের পুনরাবর্তন হয়, উহা নাম-রূপকে অতিক্রম করে না। এইরূপেই জন্ম হয়, বার্ধক্য হয়, মৃত্যু হয় এবং চ্যুতি ও পুনরুৎপত্তি হয়, যথা–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি, নাম-রূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইবে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি। এই রূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, "উদয়, উদয়" এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২০। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে জরা-মরণ থাকে না? কিসের নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "জাতির অবর্তমানে জরা-মরণ হয় না, জাতির নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে জাতি থাকে না? কিসের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "ভবের অবর্তমানে জাতি থাকে না, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়।

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে ভব হয় না? কিসের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "উপাদানের অবর্তমানে ভব হয় না, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে উপাদান হয় না? কিসের নিরোধে উপাদানের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "তৃষ্ণার অবর্তমানে উপাদান হয় না, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে তৃষ্ণা হয় না? কিসের নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়? ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "বেদনার অবর্তমানে তৃষ্ণা হয় না, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবর্তমানে বেদনা হয় না? কিসের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "স্পর্শের অবর্তমানে বেদনা হয় না, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়।"

'অতঃপর ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– 'কিসের অবর্তমানে স্পর্শ হয় না? কিসের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "ষড়ায়তনের অবর্তমানে স্পর্শ হয় না, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে ষড়ায়তন হয় না? কিসের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– 'নাম-রূপের অবর্তমানে ষড়ায়তন হয় না, নাম-রূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে নাম-রূপ হয় না? কিসের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "বিজ্ঞানের অবর্তমানে নাম-রূপ হয় না; বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কিসের অবর্তমানে বিজ্ঞান হয় না? কিসের অবর্তমানে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর, গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ– "নাম রূপের অবর্তমানে বিজ্ঞান হয় না; নাম-রূপের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়।"

২১। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "জ্ঞানালোক প্রাপ্তির নিমিত্ত এই বিপশ্যনা মার্গ আমার অধিগত, উহা এই– নাম-রূপের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ, নাম-রূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধ হইতে জাতি-নিরোধ, জাতি-নিরোধ হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়; এই রূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

'ভিক্ষুগণ, "নিরোধ, নিরোধ" এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২২। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়-দর্শী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন ঃ– "ইহা রূপ; ইহা রূপের উদয়, ইহা রূপের অস্ত; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উদয়, ইহা বেদনার অস্ত; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উদয়, ইহা সংজ্ঞার অস্ত, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উদয়, ইহা সংস্কারের অস্ত; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয়, ইহা বিজ্ঞানের অস্ত।"

'পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিয়া বিহার করিতে করিতে অচিরে তাঁহার চিত্ত আস্রবহীন হইয়া বিমুক্ত হইল।

দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত।

৩। ১। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি ধর্ম প্রচার করিব।"

'তখন, ভিক্ষুগণ, তাঁহার মনে এইরূপ হইল ঃ– "আমার অধিগত ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে "ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়"– রূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইব।"

২। 'ভিক্ষুগণ, সত্যই তন্মুহূর্তে ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সীর মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল ঃ

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা– রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা– বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ভিক্ষুগণ, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সী নিরুৎসাহ হইলেন, ধর্মদেশনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "হায়! এই জগৎ নষ্ট হইবে, বিনষ্ট হইবে, যেহেতু ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসাহ-হীন হইয়া ধর্মদেশনায় প্রবৃত্ত হইতেছে না।”

৩। ‘অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সীর সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া দক্ষিণজানুমণ্ডল ভূমিতে স্থাপন করিয়া ভগবান বিপস্‌সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ

“হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।”

৪। ‘ভিক্ষুগণ, এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে কহিলেন ঃ–

“ব্রহ্মা! আমারও মনে এইরূপ হইয়াছিল ঃ– ‘আমি ধর্মপ্রচার করিব।’ কিন্তু আমি চিন্তা করিলাম ঃ– “আমার অধিগম ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে “ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়”– রূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইবে।” তন্মুহূর্তে আমার মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল ঃ

“আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা– রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা– বুঝিবে না ইহা তারা।”

‘ব্রহ্মা! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্মদেশনায় আমার প্রবৃত্তি হইল না।”

৫। ‘ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয়বার মহাব্রহ্মা বিপস্‌সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

“হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ব্রহ্মা! আমারও মনে এইরূপ হইয়াছিল ঃ– 'আমি ধর্মপ্রচার করিব।' কিন্তু আমি চিন্তা করিলাম ঃ– "আমার অধিগম ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তি-রত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে "ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়"– রূপ প্রত্যতীসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইবে।" তন্মুহূর্তে আমার মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল ঃ

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা– রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা– বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ব্রহ্মা! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্মদেশনায় আমার প্রবৃত্তি হইল না।"

৬। "ভিক্ষুগণ, তৃতীয়বার মহাব্রহ্মা ভগবান বিপস্‌সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ

'হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী ব্রহ্মার অনুরোধ জ্ঞাত হইয়া এবং প্রাণীগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া বুদ্ধ-চক্ষুদ্বারা জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন কাহারও কাহারও চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহারও বা চক্ষু ধূলির তমসায় আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, কেহ দুষ্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পরলোকে কেহ বা গর্হিত আচরণে ভয়দর্শী। যেরূপ উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক সরোবরে কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া, জলে বর্ধিত হইয়া, জলানুগত হইয়া জলে নিমগ্ন হইয়া পুষ্টিলাভ করে; কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া জলে বর্ধিত হইয়া সমোদক হইয়া (জলতলে)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে; কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া জলে বর্ধিত হইয়া জল হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে এবং জলে লিপ্ত হয় না; এইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধচক্ষুদ্বারা জগতকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন কোন কোন প্রাণীর চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহারও বা চক্ষু ধূলির তমসায় আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, কেহ দুষ্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পরলোকে, কেহ বা গর্হিত আচরণে ভয়দর্শী।

৭। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে গাথায় সম্বোধন করিলেন ঃ

"যেরূপ পর্বতচূড়াস্থ শৈলখণ্ডে স্থিত মনুষ্য
চতুর্দিকস্থ জনগণকে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ,
হে সুমেধ! সর্বদর্শী! তুমি ধর্মময় প্রাসাদে
আরোহণপূর্বক, হে শোক-রহিত, শোকাবতীর্ণ
জাতিজরাভিভূত মনুষ্যগণকে নিরীক্ষণ কর;
হে সংগ্রাম-বিজয়ী, সার্থবাহ, অঋণী বীর,
উঠ, জগতে বিচরণ কর, হে ভগবান, ধর্ম
প্রচার কর, বোধশক্তিসম্পন্নগণ দৃষ্ট হইবে।"

'তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে গাথায় সম্বোধন করিলেন ঃ

"যাহাদের কর্ণ আছে, তাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হউক,
অমৃতের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত!
হে ব্রহ্মা ব্যর্থ প্রয়াসের আশঙ্কায় আমি
এই মধুর, উত্তমধর্ম মনুষ্যগণকে কহি নাই।"

'ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা "ভগবান বিপস্‌সীর নিকট ধর্ম প্রচারের প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

৮। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "কাহার নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করিব? কে এই ধর্ম ক্ষিপ্রতার সহিত বুঝিতে সক্ষম হইবে?"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী চিন্তা করিলেন ঃ– "রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌স বন্ধুমতী রাজধানীতে বাস করেন, তাঁহারা পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, বহুদিন হইতে তাঁহাদের চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত। অতএব সর্বপ্রথম আমি তাঁহাদের নিকটই ধর্মপ্রচার করিব, তাঁহারা এই ধর্ম ক্ষিপ্রতার সহিত বুঝিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সক্ষম হইবেন।”

‘তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ভগবান বিপস্‌সী বোধিবৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া বন্ধুমতী রাজধানীর খেম-মৃগদাবে আবির্ভূত হইলেন।

৯। ‘ভিক্ষুগণ, তৎপরে ভগবান বিপস্‌সী উদ্যানপালকে কহিলেন ঃ–

“সৌম্য উদ্যানপাল, তুমি বন্ধুমতী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌সকে এইরূপ বল ঃ– “ভন্তে, ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিপস্‌সী বন্ধুমতী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া খেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনাদিগের দর্শনাভিলাষী।’”

‘ভিক্ষুগণ, উদ্যানপাল “তথাস্তু” বলিয়া রাজধানী বন্ধুমতীতে প্রবেশপূর্বক রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌সের নিকট ঐ সংবাদ বহন করিল।

১০। “ভিক্ষুগণ, তখন তাঁহারা উত্তম উত্তম রথ প্রস্তুতের আদেশ দিয়া উহাতে আরোহণপূর্বক বন্ধুমতী রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া খেম মৃগদাবে গমন করিলেন। যতদূর যান-পথ ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবান বিপস্‌সীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান বিপস্‌সীকে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

১১। ‘ভগবান বিপস্‌সী তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বী কথা কহিলেন, যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্নচিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন– দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেই রূপেই রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিতপুত্র তিস্‌সের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ– “যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।”

১২। ‘যখন তাঁহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিলেন, উহা অধিগত করিলেন, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইলেন, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইলেন, তখন তাঁহারা ভগবান বিপস্‌সীকে কহিলেন ঃ

“অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবা নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। 'ভিক্ষুগণ, রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিতপুত্র তিস্‌স ভগবান বিপস্‌সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট কহিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত আস্রব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

১৪। 'ভিক্ষুগণ, রাজধানী বন্ধুমতীর চতুরশীতি সংখ্যক নাগরিক শুনিতে পাইল যে, ভগবান বিপস্‌সী রাজধানী বন্ধুমতী নগরে আগমনপূর্বক ক্ষেম নামক মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহারা আরও শুনিল যে, রাজপুত্র খণ্ড ও পুরোহিতপুত্র তিস্‌স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা চিন্তা করিলঃ– "যে ধর্ম-বিনয় অবলম্বনে রাজপুত্র খণ্ড ও পুরোহিতপুত্র তিস্‌স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন, ঐ ধর্ম-বিনয়, ঐ প্রব্রজ্যা কখনই হীন নহে। খণ্ড ও তিস্‌স যখন এইরূপ করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন উহা না করি?"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য সমন্বিত সেই বিপুল জনসঙ্ঘ রাজধানী বন্ধুমতী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্‌সীর সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল।

১৫। 'ভগবান বিপস্‌সী তাহাদের নিকট আনুপূর্ব্বী কথা কহিলেন, যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন– দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেই রূপেই সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্যগণের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ– "যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।"

১৬। 'যখন তাহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, উহা অধিগত করিল, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইল, তখন তাহারা ভগবান বিপস্‌সীকে কহিল ঃ

"অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।”

১৭। ‘ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপস্‌সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্ত আস্রব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

১৮। ‘ভিক্ষুগণ, তৎপরে পূর্বের চতুরশীতি সহস্র প্রব্রজিত (যাহারা বিপস্‌সী কুমারের সহিত প্রব্রজিত হইয়াছিল) শুনিল যে ভগবান বিপস্‌সী রাজধানী বন্ধুমতী নগরে আগমনপূর্বক তথায় ক্ষেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন এবং ধর্মের উপদেশ দিতেছেন। অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ঐ প্রব্রজিতগণ বন্ধুমতী নগরে ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্‌সীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল।

১৯। ‘ভগবান বিপস্‌সী তাহাদের নিকট আনুপূর্বী কথা কহিলেন, যথ– দান কথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন চিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন– দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেই রূপেই সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্যগণের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ– “যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।”

২০। ‘যখন তাহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, উহা অধিগত করিল, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইল, তখন তাহারা ভগবান বিপস্‌সীকে কহিল ঃ

“অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।”

২১। ‘ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপস্‌সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্ত আস্রব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

২২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে অষ্টষষ্টিশত সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছিল। তখন একদিন যখন ভগবান বিপস্‌সী নির্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

"এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দেশ দিব ঃ– 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গপূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ কর। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।"

২৩। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংস উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া ভগবান বিপস্‌সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

"হে ভগবান, হে সুগত! আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন; আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন ঃ– 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গপূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ কর। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।' আমরাও ভিক্ষুদিগের ন্যায় প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এইরূপ কহিলেন। ইহা কহিয়া তিনি ভগবান বিপস্‌সীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৪। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, আমি যখন নির্জনে ধ্যানরত ছিলাম, তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– 'এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দেশ দিবঃ– 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গপূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ কর। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।"

২৫। "ভিক্ষুগণ, অতঃপর মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে আমার চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপেই ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে তিনি একাংস উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া আমার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া কহিলেনঃ– 'হে ভগবান, হে সুগত! আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করিতেছেন; আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন ঃ– 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গপূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ কর। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।' আমরাও ভিক্ষুদিগের ন্যায় প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব।' ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এরূপ কহিলেন। এইরূপ কহিয়া তিনি আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৬। 'ভিক্ষুগণ, আমি নির্দেশ দিতেছি বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ কর। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গপূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ কর। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।”

‘তৎপরে, ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ ভিক্ষুই ঐ দিনই জনপদ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

২৭। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জম্বুদ্বীপে চতুরশীতি সহস্র ভিক্ষু নিবাস ছিল। এক বৎসর অতীত হইলে দেবতাগণ ঘোষণা করিলেন ঃ– “বন্ধুগণ, এক বৎসর অতীত হইয়াছে, পাঁচ বৎসর অবশিষ্ট আছে। পাঁচ বৎসর অতীত হইলে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার নিমিত্ত যাইতে হইবে।”

‘প্রতিবৎসরের শেষে এইরূপই করিয়া দেবতাগণ ষষ্ঠ বৎসরের শেষভাগে ঘোষণা করিলেন ঃ– “বন্ধুগণ, ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে যাইবার সময় উপস্থিত।”

‘ভিক্ষুগণ, তখন ঐ সকল ভিক্ষুদিগের কেহ কেহ স্বকীয় ঋদ্ধিবলে কেহ কেহ দেবতাগণের ঋদ্ধিবলে এক দিবসেই রাজধানী বন্ধুমতী নগরে প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তির জন্য উপস্থিত হইলেন।

২৮। ‘তখন ভগবান বিপস্‌সী ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিলেন ঃ

“ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা পরমতপ।
নির্বাণ বুদ্ধগণ কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ
কথিত হয়। যে পরোপঘাতী সে
প্রব্রজিত নহে, যে পরোৎপীড়ক সে
শ্রমণ নহে।
“সর্বপাপ হইতে বিরতি, কুশলের
সম্পাদন, স্বচিত্তের শুদ্ধি– ইহাই
বুদ্ধদিগের উপদেশ।
“উপবাদ ও উপঘাত রহিত্য, প্রাতিমোক্ষের
নিয়মাবলীর পালন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা,
শয়নাসনের নির্জনতা, উচ্চচিন্তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুশীলন– ইহাই বুদ্ধদিগের উপদেশ।”

২৯। ‘ভিক্ষুগণ, এক সময় আমি উক্কট্‌ঠার সুভগবনে শালরাজ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ সময় নির্জনে ধ্যান করিতে করিতে আমার চিত্তে এই বিতর্কের উদয় হইল ঃ– “শুদ্ধাবাস দেবযোনি ব্যতীত অপর কোন যোনি নাই যাহাতে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি জন্ম গ্রহণ করি নাই। অতএব আমি শুদ্ধাবাস দেবলোকে গমন করিব।”

‘তৎপরে, ভিক্ষুগণ, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপেই আমি উক্কট্‌ঠার সুভগবনস্থ শালরাজ বৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া অবিহ দেবলোকে আবির্ভূত হইলাম। ভিক্ষুগণ, ঐ স্থানের দেবতাদিগের মধ্যে অনেক সহস্র দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সেই দেবগণ আমাকে কহিলেন ঃ–

“আয়ুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলীবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্টষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের এই তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। মিলিত ভিক্ষুগণের সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বন্ধুমা নামে রাজা তাঁহার পিতা ছিলেন। রাজ্ঞী বন্ধুমতী তাঁহার মাতা ছিলেন। রাজা বন্ধুমার বন্ধুমতী নামক নগর রাজধানী ছিল। এইরূপে ভগবান বিপস্‌সীর অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান,[১] এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবান বিপস্‌সীর নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”[২]

৩০। ‘ভিক্ষুগণ, ঐ দেব লোকেরই বহুশত, বহুসহস্র দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ

---

[১]। বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত তপ।

[২]। জাতি খণ্ডের ১৫ সং পদচ্ছেদে উক্ত “দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন ঃ

"আয়ুষ্মান! বর্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"

৩১। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ দেবগণের সহিত অতপ্প দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরে, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ এবং অতপ্প দেবগণের সহিত সুদস্স দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ঐ ত্রিবিধ দেবগণের সহিত আমি সুদস্সী দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ঐ সকল দেবগণের সহিত আমি অকনিট্ঠ দেবগণের নিকট গমন করিলাম। ঐ স্থানের দেবগণের অনেক সহস্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে কহিলেন ঃ

"আয়ুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্পপূর্বে ভগবান বিপস্সী অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"

৩২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ দেবলোকেরই অনেক শতসহস্র দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন ঃ

"আয়ুষ্মান! বর্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"

৩৩। 'ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহা বিশ্বধর্ম তাহা তথাগতের এরূপ সুপরিজ্ঞাত যে, তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ সম্পন্ন-ভ্রমণ, ত্রিবর্তের[১] ক্ষয়-সাধন সম্পন্ন এবং সর্বদুঃখমুক্ত,– ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপরিমাণ, শ্রাবকযুগ এবং শ্রাবক সম্মিলন, ঐ সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন ঃ

'ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।"

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিল।

(মহাপদান সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

[১]। কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত এবং বিপাকবর্ত রূপ ত্রিবর্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫। মহানিদান সূত্রান্ত

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

'ভন্তে, আশ্চর্য, অদ্ভুত! এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়; অথচ আমার নিকট উহা অতি সুস্পষ্ট।'

'আনন্দ! এরূপ কহিও না, এরূপ কহিও না। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার অর্থ অবধারণ না করিয়া, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া জনগণ জড়ীভূত গ্রন্থিল সূত্রগুলের ন্যায়, মুঞ্জা বল্বজ তৃণের ন্যায় হইয়া অপায় দুর্গতি বিনিপাতে প্রবেশপূর্বক সংসার অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়।[১]

২। 'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও "জরা-মরণের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "জরা-মরণের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "জাতি-জরা-মরণের হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "জাতির কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে, "আছে"। "জাতির হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে "ভব[২] জাতির হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "ভবের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "ভবের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে 'উপাদান ভবের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "উপাদানের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। উপাদানের হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "তৃষ্ণা উপাদানের হেতু", এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, তৃষ্ণার কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "তৃষ্ণার হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বেদনা তৃষ্ণার হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "বেদনার বিশেষ কোন হেতু আছে কি?"

---

[১]। এই স্থানে বিবিধ দার্শনিক দৃষ্টির জালে আবদ্ধ ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের চিত্তের বিশৃঙ্খলতা উক্ত হইয়াছে।

[২]। কর্মফলরূপ শক্তি যাহার দ্বারা পুনর্জন্ম প্রসূত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বেদনার হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, স্পর্শ বেদনার হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "স্পর্শের বিশেষ কোন হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "স্পর্শের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নাম-রূপ স্পর্শের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "নাম-রূপের বিশেষ কোন হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "নাম-রূপের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বিজ্ঞান নাম-রূপের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, বিজ্ঞানের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বিজ্ঞানের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নাম-রূপ বিজ্ঞানের হেতু" এইরূপ কহিবে।

৩। 'এইরূপে, আনন্দ, নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি, নাম-রূপ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব,[১] ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, জরা-মরণ হইতে শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য, অশান্তির উৎপত্তি হয়। এইরূপে এই সমগ্র দুঃখ স্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৪। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "জাতি হইতে জরা-মরণ উৎপন্ন হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার জন্ম না হয়, যথা দেবগণের দেবরূপে, গন্ধর্বগণের গন্ধর্বরূপে, যক্ষগণের যক্ষরূপে, ভূতগণের ভূতরূপে, মনুষ্যগণের মনুষ্যরূপে, চতুষ্পদগণের চতুষ্পদরূপে, পক্ষীগণের পক্ষীরূপে, সরীসৃপগণের সরীসৃপরূপে, অন্যান্য প্রাণীগণের তাহাদের রূপে জন্ম না হয়, তাহা হইলে সর্বতোভাবে জাতির অভাবে, জাতির নিরোধে, জরা-মরণের আবির্ভাব হইবে কি?"

'ভন্তে, হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই জাতি জরামরণের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৫। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "ভব হইতে জাতির উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– আনন্দ, যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার 'ভব' না হয়, যথা– কাম-ভব,[২] অথবা রূপ-ভব,[৩] অথবা অরূপ-ভব[৪]– তাহা হইলে

---

[১]। পুনর্জন্মের অভিমুখে গতিশীল কর্ম বিপাক।

[২]। পার্থিব অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

[৩]। দেবলোকে সাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

[৪]। নিরাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর্বতোভাবে 'ভবের' অভাবে, 'ভবের' নিরোধে জাতির আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই 'ভব' জাতির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৬। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "উপাদান হইতে ভবের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার উপাদান না হয়, যথা– কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান শীলব্রত-উপাদান অথবা আত্মবাদ-উপাদান,– তাহা হইলে সর্বতোভাবে উপাদানের অভাবে, উপাদানের নিরোধে ভবের আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই উপাদান ভবের হেতু, নিদান, সমুদয়, এবং প্রত্যয়।

৭। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তৃষ্ণা হইতে উপাদানের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার তৃষ্ণা না হয়, যথা– রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম[১]-তৃষ্ণা,– তাহা হইলে সর্বতোভাবে, তৃষ্ণার অভাবে, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা উপাদানের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৮। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপক্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার বেদনা না হয়, যথা– চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মন-সংস্পর্শজ বেদনা,– তাহা হইলে সর্বতোভাবে বেদনার অভাবে বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বেদনা, তৃষ্ণার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৯। 'এইরূপে, আনন্দ, বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা, পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয়,[২] বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগ, ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পরিগ্রহ, পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্য, মাৎসর্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-

---

[১]। চিচ্ছায়া। যেরূপ চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়।

[২]। লাভকে কি প্রকারে নিয়োজিত করিতে হইবে তাহার স্থিরীকরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বন্দ্ব পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়।

১০। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "আরক্ষ হইতে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার আরক্ষ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে আরক্ষের অভাবে আরক্ষের নিরোধে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই আরক্ষ দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১১। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "মাৎসর্য হইতে আরক্ষের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার মাৎসর্য না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে মাৎসর্যের অভাবে মাৎসর্যের নিরোধে আরক্ষের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই মাৎসর্য আরক্ষের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১২। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্যের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার পরিগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে পরিগ্রহের অভাবে পরিগ্রহের নিরোধে মাৎসর্যের আবির্ভাব হইবে কি?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পরিগ্রহ মাৎসর্যের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৩। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "সংসক্তি হইতে পরিগ্রহের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার সংসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে সংসক্তির অভাবে সংসক্তির নিরোধে পরিগ্রহের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই সংসক্তি পরিগ্রহের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৪। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তির উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার ছন্দ-রাগ না থাকে, তাহা হইতে সর্বতোভাবে ছন্দ-রাগের অভাবে ছন্দ-রাগের নিরোধে সংসক্তির আবির্ভাব হইবে কি?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

আনন্দ, সেই জন্যই ছন্দ-রাগ সংসক্তির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৫। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার বিনিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বিনিশ্চয়ের অভাবে বিনিশ্চয়ের নিরোধে ছন্দ-রাগের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বিনিশ্চয় ছন্দ-রাগের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৬। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "লাভ হইতে বিনিশ্চয়ের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার লাভ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে লাভের অভাবে লাভের নিরোধে বিনিশ্চয়ের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই লাভ বিনিশ্চয়ের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৭। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "পর্যেষণা হইতে লাভের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার পর্যেষণা না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে পর্যেষণার অভাবে পর্যেষণার নিরোধে লাভের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পর্যেষণা লাভের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৮। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণার উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে তৃষ্ণার অভাবে তৃষ্ণার নিরোধে পর্যেষণার উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা পর্যেষণার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

'আনন্দ এইরূপে [তৃষ্ণার] এই দুইটি[১] দিক দ্বিত্ব হইতে বেদনার দ্বারা একত্বে পরিণত হয়!'

১৯। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়।" আনন্দ,

---

[১]। প্রথম দিক– আদিম তৃষ্ণা যাহা হইতে পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়, দ্বিতীর দিক– পর্যেষণা ও লাভ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি কাহারও কুত্রাপি কোনপ্রকার স্পর্শ না থাকে, যথা– চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনঃ-সংস্পর্শ,– তাহা হইলে সর্বতোভাবে স্পর্শের অভাবে স্পর্শের নিরোধে বেদনার উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই স্পর্শ বেদনার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২০। 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "নাম-রূপ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কায়ের প্রকাশ হয় ঐ সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে কি রূপ-কায়ে অধিবচন-জ্ঞাত হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে রূপ-কায়ের প্রকাশ হয়, ঐ সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে নাম-কায়ে প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কায় এবং রূপ-কায়ের প্রকাশ হয়, ঐ সকলের অভাবে অধিবচন-সংস্পর্শ অথবা প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-রূপের প্রকাশ হয়, ঐ সকলের অভাবে স্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নাম-রূপ স্পর্শের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২১। 'ইহা কথিত হইয়াছে যে, "বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ না করে, তাহা হইলে কি মাতৃগর্ভে নাম-রূপের প্রতিষ্ঠা হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি পার্থিব অস্তিত্বের নিমিত্ত নাম-রূপের উৎপত্তি হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান শিশুকালে, কুমার অথবা কুমারীকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি নাম-রূপের বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রসারণ হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আনন্দ, সেই জন্যই বিজ্ঞান নাম-রূপের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২২। 'ইহা কথিত হইয়াছে যে, "নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,– যদি নাম-রূপে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ না করে, তাহা হইলে কি ভবিষ্যতে জন্ম, জরা, মরণ-রূপ দুঃখসমূহের উৎপত্তি হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নাম-রূপ বিজ্ঞানের হেতু, নিদান, সমুদয়, প্রত্যয়।

'আনন্দ, জন্ম বার্ধক্য মৃত্যু চ্যুতি উৎপত্তি অধিবচন-প্রণালী, নিরুক্তি প্রণালী, প্রজ্ঞপ্তি-প্রণালী, জ্ঞান-ক্ষেত্র, পার্থিব বর্তের আবর্তন– এই সমস্তই বিজ্ঞানসহ নাম-রূপের জন্য।[১]

২৩। 'আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা করেন, তিনি কিরূপে উহা করেন? আত্মাকে রূপযুক্ত এবং সূক্ষ্ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে রূপী এবং অনন্তরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং অনন্ত।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং অনন্তরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং অনন্ত।"

২৪। 'আনন্দ, যে আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করে, সে বর্তমান জীবনের সম্পর্কে ঐরূপ কহিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে; অথবা তাহার মনে হয়, "ঐরূপ না হইলেও আমি উহাকে ঐরূপে সাজাইব।" এইরূপে আনন্দ, "আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম" এইরূপ অনুদৃষ্টি সে আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, যাহারা আত্মার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অপরাপর মত সমূহ পোষণ করে, তাহারা একই যুক্তির বশবর্তী হইয়া আত্মার সম্বন্ধে আপনাপন অনুদৃষ্টি আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, আত্মার সম্বন্ধে এইরূপে বিবিধ মত ঘোষিত হয়।

২৫। 'আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা করেন না, তিনি কি প্রকারে ঐ ঘোষণা হইতে বিরত হন? আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় নিরত হইয়া তিনি "আমার আত্মা-রূপী ও সূক্ষ্ম" এইরূপ কহেন না; আত্মাকে রূপী ও অনন্তরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি "আমার আত্মা রূপী ও অনন্ত" এইরূপ কহেন না; আত্মাকে অরূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি "আমার আত্মা অরূপী ও সূক্ষ্ম" এইরূপ

---

[১]। সংক্ষেপ অর্থ– বিজ্ঞান, ভাষা ও রূপ এই তিনের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি এবং আত্মপ্রকাশ করি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহেন না, আত্মাকে অরূপী ও অনন্তরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি "আমার আত্মা অরূপী ও অনন্ত" এইরূপ কহেন না।

২৬। 'আনন্দ, যিনি আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় বিরত, তিনি বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পর্কে ঐরূপ ঘোষণা করেন না; অথবা ইহাও তাঁহার মনে হয় না "ঐরূপ না হইলেও আমি উহাকে ঐরূপে সাজাইব।" এইরূপে, আনন্দ, আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম এইরূপ অনুদৃষ্টি তিনি আশ্রয় করেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, যাঁহারা আত্মার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অপরাপর ঘোষণাসমূহে বিরত, তাঁহারা একই যুক্তির বশবর্তী হইয়া ঐ সম্বন্ধে কোনপ্রকার অনুদৃষ্টি আশ্রয় করেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে অনাত্মবাদী আত্মার ঘোষণায় বিরত।

২৭। 'আনন্দ, আত্মবাদী কি কি রূপে আত্মাকে অনুভব করেন? তিনি "বেদনা আমার আত্মা" ইহা কহিয়া বেদনায় আত্মা অনুভব করেন; অথবা "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতি-হীন এইরূপে আত্মাকে দর্শন করেন; অথবা "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা যে অনুভূতিহীন তাহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিসম্পন্ন এবং অনুভূতি তাহার ধর্ম" এইরূপে তিনি আত্মাকে দর্শন করেন।

২৮। 'আনন্দ, যে বলে "বেদনা আমার আত্মা," তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে ঃ– "মহাশয়, বেদনা তিন প্রকার,– সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, না-দুঃখ না-সুখ-বেদনা। এই তিন প্রকার বেদনার মধ্যে কোন্‌টিকে আপনার আত্মারূপে গ্রহণ করেন?"

'আনন্দ, যখন সুখবেদনা অনুভূত হয়, তখন দুঃখবেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময় কেবল মাত্র সুখ-বেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যখন দুঃখবেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখবেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময় কেবল মাত্র দুঃখবেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যে সময় না দুঃখ না সুখবেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখবেদনা অথবা দুঃখবেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময়ে কেবল মাত্র না দুঃখ না সুখবেদনাই অনুভূত হয়।

২৯। 'অধিকন্তু, আনন্দ, সুখবেদনা অনিত্য, কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, দুঃখবেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, না-দুঃখ না সুখবেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্ম বিশিষ্ট। যে সুখবেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ঐ সুখবেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে দুঃখবেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মা," ঐ দুঃখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে না-দুঃখ না-সুখ বেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ঐ না-দুঃখ না-সুখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।"

'এইরূপে যে "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ কহে সে এই জগতে যাহা অনিত্য, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, উৎপাদ-ব্যয়-ধর্মশীল, তাহাকেই আত্মারূপে দর্শন করে। আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩০। 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে এইরূপ কহে, "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন," তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে,– "মহাশয়, যেখানে কোনপ্রকার বেদনার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কি "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি সম্ভব?"

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয়।

'আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন," এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩১। 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে কহে, "বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা বেদনা ধর্মসম্পন্ন," তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, "মহাশয়, যদি সর্বশ্রেণীর সর্বপ্রকার বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বেদনার নিরোধহেতু উহার সম্পূর্ণ অভাবে, "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি কি সম্ভব?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয়।

'সেই জন্য, আনন্দ, "বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা বেদনা ধর্মসম্পন্ন," এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩২। 'আনন্দ, ভিক্ষু যখন বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করেন না, কিম্বা উহাকে অনুভূতিহীন অথবা অনূভূতিসম্পন্ন বেদনা-ধর্ম বিশিষ্টরূপে দর্শন করেন না, তখন ঐরূপ দর্শনসমূহে বিরত হইয়া তিনি কোন পার্থিব বস্তুতে আসক্ত হন না, অনাসক্ত হইয়া তিনি ত্রাসহীন হন, ত্রাসহীন হইয়া তিনি অধ্যাত্ম পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই," তিনি ইহা জানিতে পারেন। আনন্দ, যদি কেহ কহে, ঈদৃশ বিমুক্ত-চিত্ত পুরুষ "মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা; অথবা "মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা; অথবা "মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন এবং থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার কথা মিথ্যা; অথবা মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না এবং বিদ্যমান যে থাকেন না তাহাও নয়" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা। কি কারণে? আনন্দ, যাবতীয় অধিবচন (সংজ্ঞা), যাবতীয় অধিবচন প্রণালী, যাবতীয় নিরুক্তি এবং নিরুক্তি প্রণালী, যাবতীয় প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞপ্তি প্রণালী যাবতীয় প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-পথ, যাবতীয় সংসারবর্ত এবং উহার ভ্রমণ, এই সমস্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ভিক্ষু বিমুক্ত, এইরূপে বিমুক্ত "ভিক্ষু জানেন না, দর্শন করেন না" এইরূপ দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৩। 'আনন্দ, বিজ্ঞানস্থিতি সপ্তবিধ, আয়তন দ্বিবিধ। সপ্তবিধ কি কি? সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা– মনুষ্যগণ, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক (নিরয়বাসী)। ইহাই প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই রূপসংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই, দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা– আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– শুভকৃষ্ণ দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত আয়তন" সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি।

'অসংজ্ঞসত্ত্বায়তন এবং নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন– এই দুই আয়তন।

৩৪। 'আনন্দ! এক্ষণে এই যে প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি, নানা দেহ এবং নানা সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্ব,– যথা মনুষ্য, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক,– যে ঐ স্থিতির জ্ঞানসম্পন্ন, উহার উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহা হইতে মুক্তির উপায়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার পক্ষে উহার অভিনন্দন করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি যুক্ত?

'ভন্তে, যুক্ত নহে।'

'আনন্দ, যে অপর ছয়টি বিজ্ঞানস্থিতি এবং দুইটি আয়তনের জ্ঞানসম্পন্ন, উহাদের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহাদিগের হইতে মুক্তির উপায়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার পক্ষে উহাদের অভিনন্দন করা কি যুক্ত?

'ভন্তে, যুক্ত নহে।'

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই সাত বিজ্ঞানস্থিতি এবং আয়তনদ্বয়ের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং ঐ সকল হইতে মুক্তির উপায় যথাযথরূপে জ্ঞাত ও উপাদান-রহিত হইয়া বিমুক্ত হন, তখন তিনি প্রজ্ঞা বিমুক্ত ভিক্ষু কথিত হন।

৩৫। 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি? রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

'অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

"সুন্দর!" এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

'আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান- অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

'বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

'অকিঞ্চন–আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

'"নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ক্রমানুসারে এবং প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, অনুলোম প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা উহাতে বিলীন হইতে এবং উহা হইতে নির্গত হইতে পারেন, আসবক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহাতে বিহার করেন, তখন তিনি উভয়-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাগ[১]-বিমুক্ত কথিত হন। আনন্দ, এই উভয়-ভাগ-বিমুক্তি অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতর অথবা প্রণীততর উভয়-ভাগ-বিমুক্তি আর নাই।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

(মহানিদান সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

---

[১]। চারিধ্যান (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ) এবং অরূপধ্যান সমূহ উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত (মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত)

প্রথম অধ্যায়

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদিগকে[১] আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন ঃ– 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব; তাহাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ করিব।'

২। অতঃপর তিনি মগধের প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ-বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ– 'ব্রাহ্মণ, ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পাদদেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিয়া তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিবে ঃ– "ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের পাদদেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিতেছেন এবং তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন;" পরে তাঁহাকে ইহাও কহিবে ঃ– "ভন্তে, মগধরাজ বৃজিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অভিলাষী। তিনি এইরূপ কহিয়াছেন ঃ– 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব, তাহাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ করিব।" ভগবান তোমার নিকট যাহা ব্যক্ত করিবেন তাহা উত্তমরূপে ধারণপূর্বক আমার নিকট জ্ঞাপন করিবে; তথাগতগণ অসত্য কহেন না।'

৩। ব্রাহ্মণ বর্ষকার "তথাস্তু" বলিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করাইয়া উত্তম যানে আরোহণ করিয়া ঐ সকল যানসহ রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে গমন করিলেন। তথায় যতদূর যানভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহারা সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে তিনি একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং মগধরাজ কর্তৃক যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন সেইরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন।

৪। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজনে রত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ– "আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে বৃজিগণ প্রায়শঃই জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের আয়োজন করেন?

---

[১]। বৃজি– জাতি বিশেষের নাম। উহারা মগধের নিকটবর্তী স্থানে বাস করিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ উত্তর করিলেন, 'দেব, আমি শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইরূপ জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের আয়োজন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে বৃজিগণ সমগ্র হইয়া একত্রিত হয়, সমগ্রভাবে উত্থান করে, সমগ্র হইয়া বৃজিগণের করণীয় সম্পাদন করে?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ ঐরূপ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ অব্যবস্থিতের ঘোষণা করেন না, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ করেন না, যথাপ্রজ্ঞপ্ত পুরাতন বৃজিধর্ম গ্রহণপূর্বক উহাতে স্থিত হন?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ সাধন না করেন, যথা– প্রজ্ঞপ্ত পুরাতন বৃজিধর্ম গ্রহণপূর্বক উহাতে স্থিত হন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের সৎকার করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের পূজা করেন, তাহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করেন?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণের সৎকার করিবেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত করেন না?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্য সমূহের সৎকার করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদের পূজা করেন, তাহাদের পূর্বদত্ত, পূর্বকৃত ধর্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ হন না?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্য সমূহের সৎকার করিবেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহাদের পূজা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিবেন, তাহাদের পূর্বদত্ত, পূর্বকৃত, ধর্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণের অরহতদিগের ধর্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত, যাহাতে দূরস্থ অরহতগণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অরহতগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিদিগের অরহতগণের ধর্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত থাকিবে, যাহাতে দূরস্থ অরহতগণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অরহতগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

৫। অতঃপর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিলেনঃ–

'ব্রাহ্মণ, এক সময় আমি বৈশালির সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, ঐ সময় আমি বৃজিদিগকে এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম বৃজিগণের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

ব্রাহ্মণ বর্ষকার প্রত্যুত্তরে ভগবানকে এইরূপ কহিলেনঃ–

'হে গৌতম, মাত্র একটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মপালনরত বৃজিগণের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা, সমগ্র সাতটি ধর্মের পালনের ত কথাই নাই। কূটনীতি অথবা মিত্রভেদ অবলম্বন ব্যতীত যুদ্ধে মগধরাজ কর্তৃক বৃজিগণ অপরাজেয়। এক্ষণে, হে গৌতম, আমি যাই, আমার অনেক কর্তব্য আছে।'

'ব্রাহ্মণ, তোমার ইচ্ছা।'

অতঃপর ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদনপূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৬। অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকারের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেনঃ– 'আনন্দ, তুমি যাও এবং রাজগৃহের নিকটে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত কর।'

আনন্দ 'তথাস্তু' বলিয়া রাজগৃহের নিকটস্থ সমস্ত ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায় একত্রিত করিয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; পরে তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ–

'দেব, ভিক্ষুসঙ্ঘ একত্রিত, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।

তৎপরে ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া উপস্থানশালায় গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেনঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, যতদিন ভ্রাতৃবর্গ আপনাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বারম্বার একত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা সমগ্র হইয়া একত্রিত হইবেন, সমগ্র হইয়া উত্থান করিবেন, সমগ্র হইয়া সঙ্ঘনির্দিষ্ট কর্মসমূহের সম্পাদন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করিবেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ না করিবেন, যথাব্যবস্থিত শিক্ষাপদসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞ, বহুপূর্বগ, সঙ্ঘপিতা, সঙ্ঘ-পরিনায়ক, তাঁহাদের সৎকার করিবেন, তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন, তাঁহাদের সম্মান ও পূজা করিবেন, তাহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা উৎপন্ন পুনর্ভবিকা তৃষ্ণার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা নির্জনবাসে প্রীতিলাভ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করিবেন, যাহাতে অনাগত প্রিয়শীল সব্রহ্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে পারেন, এবং যাঁহারা আগত তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৭। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

'ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ–

'যতদিন ভিক্ষুগণ পার্থিব কর্মসমূহে প্রীতিলাভ না করিবেন, ঐরূপ কর্মে রত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা বৃথা বাক্যালাপপ্রিয় না হইবেন, ঐ রূপ বাক্যালাপে রত না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা আলস্যপরায়ণ না হইবেন, আলস্যে প্রীতিলাভ না করিবেন, আলস্যের প্রশ্রয় না দিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা সঙ্গশীলী না হইবেন, সঙ্গপ্রিয় না হইবেন, সঙ্গে প্রীতিলাভ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপেচ্ছাসম্পন্ন না হইবেন, পাপেচ্ছার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপকারীর মিত্র না হইবেন, সহায়ক না হইবেন, পাপকারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অল্পমাত্র সাফল্য লাভ হেতু গন্তব্য পথে ক্ষান্ত না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৮। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মেরও উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ—

'যতদিন ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবান হইবেন, বিনয়ী হইবেন, বিবেকী হইবেন, বহুশ্রুত হইবেন, সংকল্পবদ্ধ হইবেন, স্থিরচিত্ত হইবেন, প্রজ্ঞাবান হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৯। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ—

'যতদিন ভিক্ষুগণ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ–

'যতদিন ভিক্ষুগণ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, আদীনব-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, এবং নিরোধ-সংজ্ঞার ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১১। 'ভিক্ষুগণ, ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ–

'যতদিন ভিক্ষুগণ সব্রহ্মচারীগণের প্রতি, প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, কায়মনোবাক্যে মৈত্রীভাবাপন্ন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা ধর্মানুসঙ্গত ধর্মানুসারে প্রাপ্ত লাভসমূহে– এমন কি ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাত্রে– অপ্রতিবিভক্তভোগী হইয়া শীলবান সব্রহ্মচারীগণের সহিত সাধারণ ভোগী হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অখণ্ড, নির্দোষ, নির্মল, পবিত্র, শুদ্ধ, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীলসমূহে সব্রহ্মচারীগণের সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে স্থিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন ভিক্ষুগণ যে আর্যদৃষ্টি সংসার হইতে মুক্তির প্রদর্শক এবং যাহা উহার অনুসরণকারীকে সম্যক্ দুঃখক্ষয়ে উপনীত করে, সব্রহ্মচারীগণের সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ঐ দৃষ্টিযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১২। রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভগবান ভিক্ষুদিগের নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে– যথা ঃ কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৩। অতঃপর ভগবান রাজগৃহে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ– 'আনন্দ চল, আমরা অম্বলট্‌ঠিকায় গমন করি।'

আনন্দ কহিলেন, 'দেব, 'তথাস্তু'। তদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসজ্ঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকায় গমন করিলেন।

১৪। তথায় ভগবান রাজভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইস্থানেও তিনি ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে– যথা ঃ কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৫। অতঃপর ভগবান অম্বলট্‌ঠিকায় যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, চল, আমরা নালন্দায় গমন করি।'

আনন্দ কহিলেন, 'তথাস্তু'। তৎপরে ভগবান সুবৃহৎ ভিক্ষুসজ্ঘের সহিত নালন্দায় গমন করিলেন। তথায় ভগবান পাবারিক-আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৬। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, আমি ভগবানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে, আমার মতে সম্বোধির সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কখনও ছিল না, হইবে না এবং এখনও নাই।'

'সারিপুত্র! তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা সত্যই গৌরবমণ্ডিত ও সুস্পষ্ট, উহা সত্যই ভাবাবেশের গান। তাহা হইলে, সারিপুত্র, অতীতকালে যাঁহারা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপ ধর্মসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন, কিরূপই বা তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী ছিল এবং তাঁহারা কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন?

'ভন্তে, তাহা নহে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ ধর্মসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেন, কিরূপই বা তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী হইবে এবং তাঁহারা কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্তমানে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমার চিত্ত স্ব-চিত্তে পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ ভগবান কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ ধর্ম ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কিরূপই বা তাঁহার জীবন-যাত্রা প্রণালী এবং তিনি কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'সারিপুত্র, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত তোমার পরিজ্ঞাত নহে, তবে কিরূপে তুমি এরূপ সুমহান ও সুস্পষ্ট উক্তি করিলে? কিরূপে তোমার এরূপ ভাবাবেশ গীত হইল?'

১৭। 'ভন্তে, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমার জ্ঞাত নহে। তবে আমি ন্যায়ানুযায়ী সিদ্ধান্তের উপর দণ্ডায়মান। দেব, মনে করুন কোন রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া দুর্গ প্রাকারের কোথায়ও এমন কোন ছিদ্রাদি হয়ত দেখিতে পাইবেন না যেখান দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটু ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তথাপি তাঁহার মনে এইরূপ হইবে যে, বৃহত্তর প্রাণীগণ, যাহারা নগরে প্রবেশ করিবে কিম্বা নগর ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মাত্র ঐ একটি দ্বার ব্যবহার করিতে হইবে। আমিও সেইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থিত। আমি জানি অতীতের বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞাদুর্বলকারী পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথারূপে অনুশীলনপূর্বক অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহারা সকলেই ঐ একই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমানে ভগবানও ঐ মার্গই অবলম্বন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন।'

১৮। ঐ স্থানেও ভগবান নালন্দায় পাবারিক আম্রবনে অবস্থানকালে ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা কহিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে– যথা ঃ কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্তি হয়।

১৯। অতঃপর ভগবান নালন্দায় ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ– 'এস, আনন্দ, আমরা পাটলিগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু,' আনন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাটলিগ্রামে গমন করিলেন।'

২০। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শ্রবণ করিল যে, ভগবান পাটলিগ্রামে উপনীত হইয়াছেন। তখন ঐ গ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিল। পরে তাহারা ভগবানকে কহিল, 'ভগবান, আমাদের অতিথিশালায় অবস্থান করুন।' ভগবান মৌনভাবের দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২১। তৎপরে উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক অতিথিশালায় গমন করিল। তথায় তাহারা চতুর্দিকে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপনপূর্বক জলাধার এবং তৈলপ্রদীপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে কহিল ঃ–

'দেব, অতিথিশালার সর্বত্র আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছে, আসন স্থাপিত হইয়াছে, জলপাত্র এবং প্রদীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।'

২২। তৎপরে ভগবান পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অতিথিশালায় গমন করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালনপূর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যেস্থিত স্তম্ভ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্বক শালায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া ভগবানকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসকগণও পাদ প্রক্ষালনান্তে অতিথিশালায় প্রবেশপূর্বক পূর্বদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভগবানের সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল।

২৩। তৎপরে ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ– 'গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণের পঞ্চবিধ ক্ষতি; কি কি?

'দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণ প্রমাদহেতু দারুণ দারিদ্র্যে উপনীত হয়, ইহা প্রথম ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহাদের নিন্দা ঘোষিত হয়, ইহা দ্বিতীয় ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহারা যে সমাজেই প্রবেশ করুক– তাহা ক্ষত্রিয়দিগেরই হউক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা ব্রাহ্মণদিগের, অথবা গৃহপতিদিগের, অথবা শ্রমণদিগেরই হউক– তথায় তাহারা সঙ্কুচিত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় ক্ষতি।'

'পুনরায়, মৃত্যুকালে তাহারা উদ্বেগপূর্ণ হয়, ইহা চতুর্থ ক্ষতি।'

'পুনশ্চ, মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংসাবসানে তাহাদের পুনর্জন্ম, দুঃখ-দুর্দশা দুর্গতি পূর্ণ হয়। ইহা পঞ্চম ক্ষতি।'

২৪। 'শীলবানদিগের শীলরক্ষার পঞ্চবিধ ফল,– কি কি?'

'প্রথমতঃ, তাঁহারা অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া মহৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।'

'দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়।'

'তৃতীয়তঃ, তাঁহারা যে সমাজেই প্রবেশ করেন,– তাহা ক্ষত্রিয়দিগের হউক, ব্রাহ্মণদিগের হউক, গৃহপতিদিগের হউক, অথবা শ্রমণদিগেরই হউক,– তথায় তাঁহারা আত্মপ্রত্যয় ও ধৃতি সহকারে প্রবেশ করেন।'

'চতুর্থতঃ, তাঁহারা বিনা উদ্বেগে দেহত্যাগ করেন।'

'সর্বশেষে, মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংসাবসানে তাঁহাদের পুনর্জন্ম সুখময় ও সুগতিসম্পন্ন হয়। শীলবানদিগের শীলরক্ষার এই পঞ্চবিধ লাভ।'

২৫। তৎপরে ভগবান দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ধর্মকথায় উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'গৃহপতিগণ, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।' এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারাও 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিল। ইহার অব্যবহিত পরে ভগবান নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

২৬। ঐ সময়ে সুনীধ এবং বর্ষকার নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছিলেন। বহুসহস্র দেবতাও এ সময়ে তথায় বাস গ্রহণ করিতেছিল। যেস্থানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যেস্থানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন; যেস্থানে নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

২৭। ভগবান দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত ঐ সকল সহস্রাধিক দেবতাগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, পাটলিগ্রামে কে নগর নির্মাণ করিতেছে?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভন্তে, সুনীধ এবং বর্ষকার নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছেন?'

২৮। 'আনন্দ, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় যেন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছেন। আনন্দ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা এই পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত বহুসহস্র দেবতাকে দেখিয়াছি। যেস্থানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যেস্থানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন; যেস্থানে নিুশ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিুশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। আনন্দ, যতদূর আর্যভূমি, যতদূর বণিকদিগের গমনাগমনের পথ, তাহার মধ্যে এই পাটলিপুত্র প্রধান নগর হইবে, ইহা সর্ববিধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইবে। কিন্তু পাটলিপুত্রের ত্রিবিধ অন্তরায় আছে– অগ্নি অথবা জল অথবা মিত্রভেদ।'

২৯। তদনন্তর সুনীধ এবং বর্ষকার, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয়, যেখানে ভগবান সেখানে গমন করিলেন এবং ভগবানের সহিত অভিবাদন এবং শিষ্টাচারের আদান প্রদানপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন ঃ– 'ভগবান অদ্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমাদের গৃহে আহার গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবের দ্বারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।'

৩০। সুনীধ এবং বর্ষকার, মগধের দুই প্রধান অমাত্য, ভগবানের স্বীকৃতি জ্ঞাত হইয়া স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন,– হে গৌতম, আহার প্রস্তুত'।

তখন ভগবান পূর্বাহ্ণে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর হস্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অমাত্যদ্বয়ের গৃহে গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশনপূর্বক তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর অমাত্যদ্বয় ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে নিু আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩১। অমাত্যদ্বয় উপবেশন করিলে ভগবান নিেক্তরূপে দানানুমোদন করিলেন ঃ–

'পণ্ডিত ব্রহ্মচারী যেস্থানে বাস করিয়া শীলবান সংযত পুরুষদিগকে আহার দান করেন, এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন, সেইস্থানে দেবতাগণ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া তাঁহার পূজা ও সম্মান করেন।

মাতা ঔরসপুত্রকে যেরূপ অনুকম্পা করেন, ঐ সকল দেবতাগণ তাঁহাকে সেইরূপ অনুকম্পা করেন; দেবানুকম্পিত পুরুষ সর্বদা মঙ্গল দর্শন করেন।'

অনন্তর ভগবান অমাত্যদ্বয়কে উপরোক্ত রূপে সাধুবাদ দিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

৩২। অমাত্যদ্বয় ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিল এবং বলিতে লাগিল, 'অদ্য ভগবান যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন তাহার নাম হইবে গৌতম দ্বার। যে তীর্থ দিয়া তিনি গঙ্গা নদী পার হইবেন, সেই তীর্থের নাম হইবে গৌতম-তীর্থ।' তৎপরে ভগবান যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ঐ দ্বারের নাম হইল গৌতম-দ্বার।

৩৩। অতঃপর ভগবান গঙ্গা নদীতে গমন করিলেন। ঐ সময় গঙ্গা নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। ইতস্ততঃ গমনাগমনের নিমিত্ত কেহ কেহ নৌকার, কেহ বা ভেলার অন্বেষণ করিতেছিল, কেহ বা কুল্ল নির্মাণ করিতেছিল। তৎপরে ভগবান যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ গঙ্গা নদীর এই পারে অন্তর্হিত হইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত অপর তীরে প্রত্যুত্থান করিলেন।

৩৪। মনুষ্যগণের উপরোক্ত ক্রিয়া ভগবান দেখিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে এই উদান বাক্য নির্গত হইল ঃ–

যাঁহারা ক্ষুদ্র জলাশয় পরিহারপূর্বক সেতুর সাহায্যে সমুদ্র ও নদী উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা পণ্ডিত; যখন জনসাধারণ কুল্ল নির্মাণ রত, তখন পণ্ডিতগণ উত্তীর্ণ।[১]

(প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, চল, আমরা কোটিগ্রামে গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মত হইলেন। তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোটিগ্রামে গমন করিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

[১]। যাঁহারা আর্য মার্গরূপ সেতুর সাহায্যে কাম, অবিদ্যা এবং মোহরূপ পল্বল পরিহারপূর্বক তৃষ্ণারূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা মুক্ত। অজ্ঞান জগত আচার অনুষ্ঠান পালন এবং দেবপূজা হইতে মুক্তির আশা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে– আমারও এবং তোমাদিগেরও। ঐ চারিটি কি কি? ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য– এই চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে– আমারও এবং তোমাদিগেরও। কিন্তু ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতি হইলে ভব-তৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রবর্তনকারী তৃষ্ণার ধ্বংস সাধন হয়, তাহার পর আর পুনর্জন্ম নাই।'

৩। ভগবান এইরূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ–

'চারি আর্যসত্যের যথারূপ দর্শনের
অভাবে বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে।
তাহাদের সম্যক অনুধাবনে পুনর্জন্মের
হেতু বিনষ্ট হয়, দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন হয়,
তখন আর পুনর্জন্ম নাই।'

৪। কোটিগ্রামে অবস্থান কালে ঐস্থানেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মকথা কহিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে,– যথা ঃ কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান কোটিগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

'আনন্দ! চল, আমরা নাদিকে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নাদিকে গমন করিলেন এবং ঐস্থানে ইষ্টক নির্মিত ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬। তদনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, সাল্হ নামক ভিক্ষু নাদিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; তিনি কি গতি লাভ করিয়াছেন? পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি? নাদিকে নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি? ঐস্থানে সুদত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামক উপাসকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি? ঐস্থানে সুজাতা নাম্নী উপাসিকার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে তাহার নিয়তি কি? ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ তুট্‌ঠ, সন্তুট্‌ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ নামক উপাসকগণ নাদিকে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি গতি, এবং পরলোকে তাঁহাদের নিয়তি কি?'

৭।'আনন্দ! ভিক্ষু সাল্‌হ আস্রবসমূহের ক্ষয়হেতু এই জগতেই অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া উহা লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণী নন্দা পঞ্চ অবরভাগীয়[১] সংযোজনের[২] ক্ষয়হেতু ঔপপাতিকা হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। উপাসক সুদত্ত ত্রিবিধ[৩] সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তিনি আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই, এবং সম্বোধি তাঁহার নিশ্চিত নিয়তি। উপাসক ককুধ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ, তুট্‌ঠ, সন্তুট্‌ঠ, ভদ্দ এবং সুভদ্দ নামক উপাসকগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের পঞ্চাশাধিক উপাসক মরণান্তে পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহাদের পরিনির্বাণ হইবে, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। পঞ্চশতের অধিক নাদিকের উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।

৮। 'আনন্দ! মনুষ্যের যে মৃত্যু হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মৃত্যুর পর তুমি যদি তথাগতের নিকট আসিয়া এইরূপ প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তথাগতের বিরক্তির কারণ হইবে। অতএব আমি

---

[১]। কামলোক সম্পর্কিত।

[২]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

[৩]। উপরোক্ত পঞ্চসংযোজনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মাদর্শ[১] নামক ধর্ম পর্যায়ের উপদেশ দিব। ঐ আদর্শ সমন্বিত আর্যশ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন ঃ– "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

৯। 'আনন্দ! এই ধর্মাদর্শ কি? আনন্দ! আর্যশ্রাবক বুদ্ধে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন ঃ– "ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।" তিনি (আর্যশ্রাবক) ধর্মে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন ঃ– "ধর্ম জগতের হিতার্থ ভগবান কর্তৃক ঘোষিত; উহা সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্ব জগতকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী, এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব-স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য।" তিনি (আর্যশ্রাবক) সঙ্ঘে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন ঃ– "ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সু-প্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সম্যক-প্রতিপন্ন। চারি পুরুষ-যুগল এবং অষ্ট পুরুষ পুদ্গল বিশিষ্ট ভগবানের এই শ্রাবকসঙ্ঘ; তাঁহারা সম্মানের যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, পূজার যোগ্য; তাঁহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" এই সঙ্ঘ অখণ্ডিত, নির্দোষ, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, শৃঙ্খল মোচনকারী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, বিশুদ্ধ, সমাধি-সংবর্তনিক, আর্য কান্তশীল সমন্বিত।

'আনন্দ, ইহাই ধর্মাদর্শ ধর্ম-পর্যায়। এই আদর্শ সমন্বিত আর্যশ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন ঃ– "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

১০। 'ভগবান নাদিকে ইষ্টক গৃহে অবস্থানকালে এইরূপে বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্মের উপদেশ দিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রব সমূহ হইতে,– যথা ঃ কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

১১। অতঃপর ভগবান নাদিকে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ চল, আমরা বৈশালি গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বৈশালি গমনপূর্বক তথায় অম্বপালি-বনে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

---

[১]। ধর্মের মূকুর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

'কিরূপে ভিক্ষু স্মৃতি সমন্বিত হন? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন; তিনি বেদনায় বেদনানুপশ্যী, চিত্তে চিত্তানুপশ্যী, ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন।'

১৩। 'কিরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হন? ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচন ও প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীম্ভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপে সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হন। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।'

১৪। গণিকা অম্বপালি শুনিলেন যে, ভগবান বৈশালিতে আগমনপূর্বক তাঁহার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং এক রথে আরোহণপূর্বক যানাদির সহিত বৈশালি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত ততদূর রথারোহণে গমন করিয়া তথায় অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভগবান তাঁহাকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

'ভগবান আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অম্বপালি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১৫। বৈশালির লিচ্ছবিগণ শুনিল ভগবান বৈশালিতে আগমনপূর্বক তথায় অম্বপালির আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া উত্তম রথে আরোহণপূর্বক যানাদিসহ বৈশালি হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলাঙ্গ, নীলবস্ত্র পরিহিত ও নীলালঙ্কারভূষিত, কেহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেহ পীতাঙ্গ, পীতবস্ত্র পরিহিত, পীতালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ লোহিতাঙ্গ, লোহিতবস্ত্র পরিহিত, লোহিতালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতালঙ্কারভূষিত।

১৬। অম্বপালি তরুণ লিচ্ছবিগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন– অক্ষে অক্ষে, চক্রে চক্রে, যুগে যুগে ঘর্ষণ হইল। তখন লিচ্ছবিগণ অম্বপালিকে কহিলেন ঃ–

'অম্বপালি! তুমি কি নিমিত্ত এরূপভাবে রথ চালনা করিলে?'

'আর্যপুত্রগণ! যেহেতু আমি আগামীকল্য আহার গ্রহণের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।'

'অম্বপালি! লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই নিমন্ত্রণ আমাদিগকে দাও।'

আর্যপুত্রগণ! আপনারা সমগ্র বৈশালি অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহের সহিত আমাকে দান করিলেও আমি এই মহৎ ভোজোৎসব বিক্রয় করিব না।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন সহ কহিল ঃ– 'আমরা এই ক্ষুদ্র আম্রপালিকা দ্বারা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

অনন্তর লিচ্ছবিগণ অম্বপালির উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল।

১৭। ভগবান দূর হইতে লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষুর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণরূপে জ্ঞান করুন।'

১৮। অতঃপর লিচ্ছবিগণ ভূমি যতদূর যানাদির গমনের উপযুক্ত ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তখন লিচ্ছবিগণ ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব! ভগবান আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমাদের গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

'লিচ্ছবিগণ! আগামীকল্য আহারের জন্য আমি গণিকা অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটনপূর্বক কহিল ঃ–

'ক্ষুদ্র আম্রপালিকা দ্বারা আমরা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

তৎপরে লিচ্ছবিগণ ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১৯। অনন্তর গণিকা অম্বপালি রাত্রির অবসানে স্বকীয় গৃহে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল ঃ– 'দেব, আহারের সময় হইয়াছে, অন্ন প্রস্তুত।' তখন পূর্বাহ্নে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুগণসহ অম্বপালির আহার পরিবেশনের স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অম্বপালি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিচু আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব! এই উদ্যান আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।'

ভগবান দান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান গণিকা অম্বপালিকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২০। ভগবান বৈশালিতে অবস্থান করিবার কালেও ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মোপদেশ দিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে,– যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

২১। অনন্তর ভগবান অম্বপালির উদ্যানে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ! চল, আমরা বেলুব গ্রামে গমন করি।'

'দেব! তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বেলুব গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভগবান ঐ গ্রামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ! বৈশালির চতুর্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেখানে বর্ষাবাস করুক, আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিব।'

'দেব! তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক বৈশালির চতুর্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেইখানে বর্ষাবাস করিল, ভগবান স্বয়ং সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিলেন।

২৩। এইরূপে বর্ষাবাসকালে ভগবান মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ রোগে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ও শান্তভাবে উহা নীরবে সহ্য করিলেন।

তৎপরে ভগবানের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ–

'ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিবার পূর্বে, তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া পরিনির্বাণে প্রবেশ করা উচিত হইবে না। অতএব আমি ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রয়োগ দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া, যতদিন নির্দিষ্ট সময় আগত না হয়, ততদিন জীবন রক্ষা করিব।'

এইরূপে ভগবান বীর্যের প্রয়োগে ব্যাধি দমন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগমনের প্রতীক্ষায় জীবনকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। ভগবানের ব্যাধির প্রাবল্য হ্রাস হইল।

২৪। ভগবান সুস্থ হইলেন। রোগমুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহার ছায়ায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, আমি ভগবানের সুস্থ অবস্থা দেখিয়াছি, তাঁহার অসুস্থ অবস্থাও দেখিয়াছি। যদিও তাঁহার পীড়ার দৃশ্যে আমার দেহ অবশ হইয়াছিল, জগত আমার নিকট অন্ধকার হইয়াছিল, আমার মনোবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি ভগবান যে অন্ততঃ সঙ্ঘ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন না, এই চিন্তায় আমি কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।'

২৫। 'আনন্দ! ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা করেন? আমি ধর্মপ্রচার করিবার কালে বাহ্য ও গুপ্ত মতের প্রভেদ করি নাই; আনন্দ! ধর্মের বিষয়ে তথাগতের আচার্য-মুষ্টি নাই। নিশ্চয়ই, আনন্দ, যিনি মনে করেন "আমিই ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব করিব," অথবা "ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর করে," তিনিই ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে বিধি বিধান করিবেন। কিন্তু তথাগতের মনে কখনই এরূপ হয় না যে "আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব করিব" অথবা ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর করে।" তাহা হইলে কেন তথাগত সঙ্ঘের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যবস্থা করিবেন? আনন্দ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে, আমার ভ্রমণের অবসান নিকটবর্তী হইতেছে, আমার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি অশীতি বৎসরে উপনীত হইয়াছি। আনন্দ! যেরূপ জীর্ণ শকটের গতি বিঘ্ন সঙ্কুল, সেইরূপ তথাগতের দেহের রক্ষাও কষ্টসাধ্য। আনন্দ, যখন তথাগত বাহ্য জগতের প্রতি মনোনিবেশে বিরত হইয়া বেদনাসমূহের নিরোধে অনিমিত্ত[১] চিত্ত সমাধিতে উপনীত হইয়া বিহার করেন, তখনই তথাগতের দেহ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ

[১]। বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে।

২৬। 'অতএব, আনন্দ, তোমরা আত্মদ্বীপ হইয়া, আত্মশরণ হইয়া, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর, ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হও। আনন্দ, কিরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন?

'আনন্দ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন, তিনি বেদনায় বেদনানুপশ্যী, চিত্তে চিত্তানুপশ্যী, ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন।' এইরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন।

'আনন্দ, যাঁহারা এক্ষণে অথবা আমার দেহাবসানে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবেন, আমার সেই সকল ভিক্ষুগণ জন্মের অতীত হইবেন, তবে তাঁহাদিগকে জ্ঞান-পিপাসু হইতে হইবে।'

(দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত।)

তৃতীয় অধ্যায়

৩। ১। পূর্বাহ্নে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক আহারান্তে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, কুশাসন গ্রহণ কর। আমি দিবা বিহারার্থ চাপাল-চৈত্যে গমন করিব।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আসন হস্তে ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

২। ভগবান চাপাল চৈত্যে উপনীত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দও ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপর ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ! বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। 'আনন্দ! যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ[১] বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণধারণ করিতে পারেন।'

৪। 'ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না– বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!' ইহার কারণ তাঁহার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

৫। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য।'

'আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।

ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না– বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!' ইহার কারণ তাঁহার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

৬। তৎপরে ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, তুমি যাও, এখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করণান্তে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

৭। আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে দুষ্ট মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিল ঃ–

'দেব, ভগবান এইবার পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ

---

[১]। উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তা ও এষণার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ঃ– "হে দুষ্ট, যতদিন আমার ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন– যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন,– যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের
বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।"

৮। 'দেব, ভগবানের ভিক্ষুগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব! ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ঃ– "হে দুষ্ট! যতদিন আমার ভিক্ষুণীগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন– যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যেও বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবনা।"

যতদিন আমার গৃহস্থ উপাসকগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন– যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন,– যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।" দেব, উপাসকগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব! ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ঃ– "হে দুষ্ট! যতদিন আমার উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন– যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন,– যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না। দেব! উপাসিকাগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান, পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ঃ– "হে দুষ্ট! যতদিন মৎ-প্রচারিত ব্রহ্মচর্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূরবিস্তৃত না হয়,– যতদিন উহা সমগ্র মানব-সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।" এক্ষণে ভগবানের প্রচারিত ব্রহ্মচর্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় উপনীত। অতএব ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, তাঁহার পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

৯। মার এইরূপ কহিলে ভগবান দুষ্টকে কহিলেন ঃ–

'দুষ্ট! তুমি সুখী হও; অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।'

১০। অনন্তর ভগবান চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান করিলেন। ঐ সময়ে মহা ভূমিকম্প হইল– ভীষণ লোমহর্ষক, বজ্রপাত হইল। ভগবান উহা অবগত হইলে তাঁহার মুখ হইতে উদান নির্গত হইল ঃ

'জাতি ও জাতির হেতু– অপরিমেয় অথবা স্বল্প– মুনি বিসর্জন দিয়াছেন; তিনি অধ্যাত্মরত ও সমাহিত হইয়া আত্মোদ্ভূত বর্ম ছিন্ন করিয়াছেন।'

১১। তদনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– 'আশ্চর্য অদ্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল! এই ভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কি?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশনপূর্বক কহিলেন ঃ–

'আশ্চর্য অদ্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল! এই মহা ভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কি?'

১৩। 'আনন্দ! মহা ভূমিকম্পের আট হেতু এবং আট প্রত্যয়। এই আট হেতু এবং আট প্রত্যয় কি কি? এই মহা-পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বায়ু আকাশাশ্রিত। যখন মহাবাত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ বাতের প্রবাহে জল কম্পিত হয় এবং পৃথিবীকে কম্পিত করে। ইহাই মহা ভূমিকম্পের প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়।

১৪। 'পুনশ্চ, ঋদ্ধিমান বশীভূত-চিত্ত শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা মহাবলশালী মহাপরাক্রান্ত দেবতা– যাঁহার প্ররিক্ত (সূক্ষ্ম) পৃথিবী-সংজ্ঞা এবং অপ্রমাণ আপ-সংজ্ঞা অনুশীলিত হইয়াছে, তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত এবং সঞ্চালিত করিতে সমর্থ। ইহাই মহা ভূমিকম্পের দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়।'

১৫। 'পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়।'

১৬। 'পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়।'

১৭। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়।'

১৮। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সম্প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়।'

১৯। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়।'

২০। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণে প্রবেশ করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পের অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। আনন্দ, এই সকলই মহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকম্পের অষ্ট হেতু এবং অষ্ট প্রত্যয়।

২১। 'আনন্দ, পরিষদ আট প্রকার। কি কি? ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, চাতুর্মহারাজিক পরিষদ, ত্রয়ত্রিংশ পরিষদ, মার পরিষদ, ব্রহ্ম পরিষদ।

২২। 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে আমি শতাধিক ক্ষত্রিয় পরিষদে গমন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিবার পূর্বে, আমি বর্ণে ও স্বরে তাহাদিগেরই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না; তাহারা বলিত– "ইনি কে? মনুষ্য অথবা দেব?" তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, তাহারা বলিত,– "যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য?"

২৩। 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে, আমি শতাধিক ব্রাহ্মণ পরিষদে গমন করিয়াছি, গৃহপতি পরিষদে গমন করিয়াছি, শ্রমণ পরিষদে গমন করিয়াছি, চাতুর্মহারাজিক পরিষদে গমন করিয়াছি, ত্রয়ত্রিংশ পরিষদে গমন করিয়াছি, মার পরিষদে গমন করিয়াছি, ব্রহ্ম পরিষদে গমন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিবার পূর্বে, আমি বর্ণে ও স্বরে তাহাদিগেরই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না; তাহারা বলিত "ইনি কে? মনুষ্য অথবা দেব?" তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, তাহারা বলিত, "যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য? আনন্দ, এই আট প্রকার পরিষদ।

২৪। 'আনন্দ, অভিভূ-আয়তন[১] (জয়-স্থান) আট প্রকার। কি কি?

২৫। 'কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই প্রথম অভিভূ-আয়তন।

২৬। 'কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন।

---

[১]। বাহ্যবস্তুসমূহের প্রতীয়মান নিত্যতা হইতে উদ্ভূত ভ্রমের নিরাকরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন– সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই তৃতীয় অভিভূ-আয়তন।'

২৮। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই চতুর্থ অভিভূ-আয়তন।

২৯। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস,– যথা ঃ উমা পুষ্প নীল, নীল-বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস 'অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র– উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস– এইরূপ কেহ অধ্যাত্ম অরূপ সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, নীল, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস, যথা– উমা পুষ্প নীল, নীল-বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই পঞ্চম অভিভূ-আয়তন।'

৩০। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন– পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস– যথা ঃ– কর্ণিকার পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র– উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস– এইরূপ কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস– যথা ঃ কর্ণিকার পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন।'

৩১। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন– রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত নিভাস– যথা– বন্ধুজীব পুষ্প রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত-নিভাস– এইরূপ কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপদর্শন করেন, রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত-নিভাস; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই সপ্তম অভিভূ-আয়তন।'

৩২। 'কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস,– যথা– ওষধি তারকা শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র-উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস– এইরূপ কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাহিরে রূপ দর্শন করেন, শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই অষ্টম অভিভূ-আয়তন। আনন্দ, এই অষ্ট অভিভূ-আয়তন।'

৩৩। 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি?

'রূপী রূপ দর্শন করে ইহা প্রথম বিমোক্ষ।' 'অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে, ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

"সুন্দর" এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়, ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া, "আকাশ-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।'

'আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান- অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।'

'অকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।'

'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।'

'আনন্দ, এই সকল আট বিমোক্ষ।'

৩৪। 'আনন্দ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরক্ষণেই এক দিন আমি উরুবেলায় নিরঞ্জন নদীর তীরস্থ ন্যাগ্রোধবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতেছিলাম। ঐ সময় দুষ্ট মার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল এবং আমাকে কহিল, "ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন। ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।"

৩৫। 'আনন্দ, মার এইরূপ কহিলে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ–

'রে দুষ্ট! যতদিন সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতা-ভগ্নীগণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহস্থ শিষ্যগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন– যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ব করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন– যতদিন তাঁহারা, অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের দূরদূরান্তরে বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।'

'হে দুষ্ট! যতদিন মৎপ্রচারিত ব্রহ্মচর্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূরবিস্তৃত না হয়– যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।'

৩৬। 'আনন্দ, পুনরায় অদ্য চাপাল চৈত্যে দুষ্ট মার আমার নিকট আসিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে পূর্বের ন্যায় সম্বোধন করিল।

৩৭। 'আনন্দ, তদুত্তরে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ–

"দুষ্ট! সুখী হও, অনতিবিলম্বে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে! অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।"

'পুনশ্চ, আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে তথাগত জীবনের অবশিষ্টকাল স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।'

৩৮। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।'

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে অনুনয় করিও না, এই প্রার্থনার সময় অতীত হইয়াছে।'

৩৯। দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বোক্তরূপে অনুনয় করিলেন এবং ভগবানের নিকট হইতে একই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বের ন্যায় অনুনয় করিলেন।

'আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে তোমার শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'তবে তুমি কেন তথাগতকে তৃতীয়বার নিপীড়িত করিতেছ?'

৪০। 'ভগবানের মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা এই ঃ– "আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আনন্দ, তোমার শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'আনন্দ, তাহা হইলে ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ যে ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না' ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে না ঃ–

"বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!"

'আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪১। 'আনন্দ, আমি একসময় রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ স্থানেও, আনন্দ, আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম ঃ– "রাজগৃহ রমণীয় স্থান, গৃধ্রকূট পর্বত রমণীয় স্থান! আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" আনন্দ, তথাগত স্পষ্ট ঈঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না; তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না ঃ "বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪২। 'আনন্দ, এক সময় আমি রাজগৃহের নিগ্রোধারামে, ঐ স্থানেই চোর-প্রপাতে, ঐ স্থানেই সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার-পার্শ্বে, ঐ স্থানেই কাল শিলায় ইসিগিলি পার্শ্বে, ঐ স্থানেই শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহায়, ঐ স্থানেই তপোদারামে, ঐ স্থানেই বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, ঐ স্থানেই জীবকের আম্রবনে, ঐ স্থানেই মদ্দকুচ্ছির মৃগদাবে, অবস্থান করিতেছিলাম!'

৪৩। 'আনন্দ, ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম ঃ– "রমণীয় রাজগৃহ, রমণীয় গৃধ্রকূট পর্বত, গৌতম নিগ্রোধ, চোর প্রপাত, সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পার্শ্বে, কালশিলায় ইসিগিলি পার্শ্ব, শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহা, তপোদারামে, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকের আম্রবন, মদ্দকুচ্ছির মৃগদাব!'

৪৪। "আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন–যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" ভগবান স্পষ্ট ঈঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না ঃ "বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৫। 'আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির উদেন চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম ঃ– ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম ঃ– "আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য। আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না– 'বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৬। 'আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির গৌতমক চৈত্যে– ঐ স্থানেই সত্তম্বক চৈত্যে– ঐ স্থানেই বহুপুত্ত চৈত্যে– ঐ স্থানেই সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭। 'আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে আমি তোমাকে কহিয়াছি ঃ– "আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য! আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না– "বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।"

৪৮। 'আনন্দ, আমি কি তোমাকে পূর্বে বলি নাই যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে, আনন্দ, কি প্রকারে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, যখন জাত এবং গঠিত বস্তু মাত্রেরই মধ্যে বিনাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান? তবে আমার এই দেহ যে ধ্বংস হইবে না তাহা কি প্রকারে সম্ভব? এরূপ অবস্থা অসম্ভব! আনন্দ, এই মরজীবন তথাগত কর্তৃক পরিত্যক্ত, দূরে নিক্ষিপ্ত, বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে! তথাগত নিশ্চিত রূপে কহিয়াছেন ঃ– "অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।" তথাগত জীবিত হেতু যে ঐ বাক্যের প্রতিসংহার করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

'আনন্দ, এস, আমরা মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৪৯। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত মহাবনে কূটাগারশালায় গমনপূর্বক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, যাও, বৈশালির নিকটবর্তী স্থানে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত কর।'

'তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ বৈশালির নিকটস্থ ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায় একত্রিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন ঃ–

'দেব, ভিক্ষুসঙ্ঘ একত্রিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যেরূপ ইচ্ছা।'

৫০। তখন ভগবান উপস্থানশালায় গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া, সর্ব প্রাণীর হিত ও উপকারের জন্য, উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সযত্নে রক্ষিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত হয়।

'মৎ প্রচারিত জ্ঞানলব্ধ সত্য কি কি? উহা এই সকল–

চারি স্মৃতি প্রস্থান; চারি সম্যক প্রধান; চারি ঋদ্ধিপাদ; পঞ্চ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ বল; সপ্ত বোধ্যঙ্গ; আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ।

ঐ সকল জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি। উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ-দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সযত্নে রক্ষিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত হয়।'

৫১। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে কহিতেছি, "সংযোগ মাত্রই বিপ্রযোগান্ত। অপ্রমত্ত হইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কৃত কর। অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।"'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ–

'আমি পরিপক্ক বয়সে উপনীত; আমার অবশিষ্ট আয়ু অল্প; আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব; আমার আশ্রয়স্থান প্রস্তুত; ভিক্ষুগণ। অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান এবং সুশীল হও; সুসমাহিত-সংকল্প হইয়া স্বচিত্তের পরিরক্ষণ কর; যিনি এই ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হইয়া বিহার করিবেন, তিনি জাতি-সংসার পরিহারপূর্বক দুঃখের বিনাশ সাধন করিবেন।'

(তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত।)

চতুর্থ অধ্যায়

৪। ১। ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে ভ্রমণপূর্বক আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাগভঙ্গীতে বৈশালির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ! ইহাই তথাগতের সর্বশেষ বৈশালি দর্শন হইবে, এস আমরা ভণ্ডগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভণ্ডগ্রামে গমন করিলেন এবং গ্রামেই বাস গ্রহণ করিলেন।

২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ! চারি সত্যের সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ চারি সত্য কি কি? ভিক্ষুগণ, আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যক রূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়, তখন আর জন্মান্তর নাই।'

৩। ভগবান এইরূপ কহিলেন। পরে সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ–

'অনুত্তর শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গৌতম কর্তৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দুঃখান্তকারী, চক্ষুষ্মান শাস্তা শান্ত।'

৪। ভণ্ডগ্রামে অবস্থান কালেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মোপদেশ দিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে– যথা ঃ– কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্তি হয়।

৫। ভগবান ভণ্ডগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, এস, আমরা হস্তীগ্রামে ..... অম্বগ্রামে ..... জম্বুগ্রামে ..... ভোগ নগরে গমন করিব।'

৬। 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভোগ নগরে গমন করিলেন।

৭। ভগবান ভোগ নগরে আনন্দ চৈত্যে বাস গ্রহণ করিলেন। ঐ স্থানে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে চারি মহাপ্রদেশ[১] শিক্ষা দিব। শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

---

[১]। নির্দেশক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান কহিলেন ঃ–

৮। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ– "আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি– ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, ভিক্ষু সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ– "অমুক আবাসে থের এবং প্রধান সহ সঙ্ঘ অবস্থান করিতেছেন। আমি সাক্ষাত সঙ্ঘের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি– ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, সঙ্ঘই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, সঙ্ঘ সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

১০। 'ভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ– "অমুক আবাসে বহু সংখ্যক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন-পারদর্শী, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর। আমি ঐ সকল থেরগণের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি– ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, থেরগণ ভ্রান্ত।" সুতরাং,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থেরগণ সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

১১। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ– "অমুক আবাসে এক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তিনি বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন পারদর্শী, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর। আমি সেই থের ভিক্ষুর মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি– ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ভিক্ষুগণ, ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন ও অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।" সুতরাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ– "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থের সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই চারি মহা-প্রদেশ।'

১২। ঐ স্থানেও ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করিবার কালে ভগবান বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ দিলেন ঃ– ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীলপরিভাবিত সমাধি মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রব সমূহ হইতে– যথা– কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে মুক্ত হয়।

১৩। অতঃপর ভগবান ভোগনগরে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'এস, আনন্দ, আমরা পাবায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি কর্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৪। কর্মকার পুত্র চুন্দ শ্রবণ করিল ঃ– 'ভগবান পাবাতে উপনীত হইয়া আমার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন।' তখন কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে ভগবান তাহাকে ধর্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫। তৎপরে কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে কহিল ঃ– 'ভগবান অনুগ্রহপূর্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করিবেন।' ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১৬। অনন্তর কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

১৭। কর্মকারপুত্র চুন্দ রাত্রির অবসানে স্বকীয় আবাসে বহুবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রভূত পরিমাণে শূকরকন্দ-পাকের সহিত প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল ঃ– 'দেব, সময় হইয়াছে, আহার প্রস্তুত।'

১৮। তখন ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কর্মকারপুত্র চুন্দের বাসস্থানে গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া চুন্দকে কহিলেন ঃ– 'তুমি যে শূকরকন্দ-পাক প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা আমাকে পরিবেশন কর, অপর খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন কর।'

'দেব, তথাস্তু,' বলিয়া চুন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া শূকরকন্দ-পাক ভগবানকে পরিবেশন করিল এবং অপরাপর খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিল।

১৯। তৎপরে ভগবান চুন্দকে কহিলেন ঃ–

'চুন্দ, অবশিষ্ট শূকরকন্দ-পাক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত কর। দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা দেব-মনুষ্যের মধ্যে তথাগত ব্যতীত আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যে উহা আহার করিয়া জীর্ণ করিতে পারে।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া চুন্দ অবশিষ্ট শূকরকন্দ-পাক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। তখন ভগবান তাহাকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

২০। কর্মকার চুন্দ কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভগবান রক্তামাশয় রূপ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন, মারাত্মক তীব্র যাতনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে নীরবে উহা সহ্য করিলেন।

তদনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, চল, আমরা কুশিনারায় গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– কর্মকার চুন্দের আহার গ্রহণ করিয়া ভগবান ভীষণ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইলেন। শূকরকন্দ-পাক ভোজন করিয়া শাস্তার প্রবল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাধি উৎপন্ন হইল; বিরেচনান্তে ভগবান কহিলেন 'আমি কুশিনারা নগরে গমন করিতেছি।"

২১। ভগবান পথের পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে গমন করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কাতরতার সহিত কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, আমার অঙ্গবস্ত্র চারি পাট করিয়া বিস্তৃত কর; আনন্দ, আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম লাভার্থী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আনন্দ ভগবানের নিমিত্ত চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

২২। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্বক পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কর, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

ভগবান এইরূপ কহিলে আনন্দ তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, চক্রচ্ছিন্ন জল প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুত্থা নদী– স্বচ্ছ প্রীতিকর, শীতল, শুভ্র, সুপ্রতীর্থ, রমণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ করিবেন, গাত্রও শীতল করিবেন।'

২৩। দ্বিতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কর, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন [দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, চক্রচ্ছিন্ন জল প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুত্থা নদী– স্বচ্ছ প্রীতিকর, শীতল, শুভ্র, সুপ্রতীর্থ, রমণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ করিবেন, গাত্র ও শীতল করিবেন]।

২৪। তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন।

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া পাত্র হস্তে উপরোক্ত নদীতে গমন করিলেন। তখন শকট চক্রালোড়িত কর্দমাক্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, আনন্দ তৎসন্নিকটে আগমন করিলে, স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও সর্বপ্রকার মালিন্য বর্জিত হইয়া বহিতে লাগিল।

২৫। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– 'আশ্চর্য, অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি! চক্রচ্ছিন্ন, স্বল্পোদক, আলোড়িত, আবিল এই স্রোতস্বিনী আমার আগমন মাত্র স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে!' পাত্রে পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'দেব, আশ্চর্য, অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি! দেব এইমাত্র সেই নদী চক্রচ্ছিন্ন, প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছিল, কিন্তু আমার ঐ স্থানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গমনমাত্র স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে! ভগবান পানীয় গ্রহণ করুন, সুগত পানীয় গ্রহণ করুন।'

তখন ভগবান পানীয় গ্রহণ করিলেন।

২৬। ঐ সময় আলার কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুস কুশিনারা হইতে রাজপথ ধরিয়া পাবায় গমন করিতেছিল।

পুক্কুস ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। পরে সে ভগবানকে কহিল ঃ–

'দেব, আশ্চর্য, অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়!

২৭। 'দেব, পূর্বে এক সময় আলার কালাম রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে, পথ হইতে সরিয়া দিবাবিহারের নিমিত্ত নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পঞ্চশত শকট একে একে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিল। তখন এক পুরুষ সেই শকট-সার্থের পশ্চাত হইতে আগমন করিয়া আলার কালামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল ঃ–

"দেব, পাঁচশত শকটকে যাইতে দেখিয়াছেন কি?"

"আমি দেখি নাই।"

"উহাদের শব্দ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি শুনি নাই।"

"আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার কি সংজ্ঞা ছিল?"

"ছিল।"

'দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শন করেন নাই, উহাদের শব্দও শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার অঙ্গবস্ত্র পর্যন্ত রজোকীর্ণ হইয়াছে।'

'তাহা সত্য।'

'দেব, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– "আশ্চর্য, অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়। যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শনও করে নাই, তাহাদের শব্দও শ্রবণ করে নাই।" আলার কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে প্রস্থান করিল।'

২৮। 'পুক্কুস, তুমি কি মনে কর? কোনটি অধিকতর দুষ্কর অথবা দুরভিভব– মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও পাঁচশত শকট একে একে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট দিয়া গমন করিলেও উহা দেখিতেও না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া; অথবা সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া?"

২৯। 'দেব, ঐ সকল শকট– পাঁচশত অথবা ছয়, সাত, আট, নয়, দশ শত– শত শত এবং সহস্র সহস্র শকট– কি করিবে? কিন্তু মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া– ইহাই অধিকতর দুষ্কর এবং দুরভিভব।

৩০। 'পুক্কুস, এক সময় আমি আতুমায় ভুষাগারে অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ সময় বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারিটি বলিবর্দ হত হইয়াছিল। তখন আতুমা হইতে মহা জনতা নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃষক ভ্রাতাদ্বয় এবং চারি বলিবর্দ যে স্থানে হত হইয়াছিল ঐ স্থানে গমন করিল।

৩১। 'পুক্কুস, ঐ সময় আমি ভুষাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহার দ্বারদেশে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছিলাম। পুক্কুস, মহা জনতা হইতে জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তখন আমি তাহাকে কহিলাম ঃ–

৩২। "আবুস, এই বৃহৎ জনতার কারণ কি?"

"দেব, এই মাত্র বৃষ্টিপাতে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারি বলিবর্দ হত হইয়াছে। এই জন্যই এই বৃহৎ জনতার সন্নিপাত হইয়াছে। কিন্তু, দেব, আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি এই স্থানেই ছিলাম।"

"কিন্তু, দেব, আপনি উহা দেখিয়াছেন কি?"

"আমি দেখি নাই।"

"শব্দ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি শব্দ শুনি নাই।"

"দেব, তবে কি আপনি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার সংজ্ঞা ছিল কি?"

"ছিল।"

"তাহা হইলে, দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ এবং অশনিপাত দেখিতেও পান নাই এবং উহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শব্দও শুনিতে পান নাই।"

"তাহা সত্য।"

৩৩। 'পুক্কুস, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– 'আশ্চর্য, অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়! যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ, অশনিপাত দেখিতেও পায় না এবং উহার শব্দও শুনিতে পায় না।" সে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক আমাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।'

৩৪। ভগবানের এই উক্তির পর মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁহাকে কহিল ঃ

'দেব, আলার কালামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা তুষের ন্যায় বাতাসে উড়াইয়া দিতেছি, খরস্রোত নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। অতি উত্তম, দেব, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

৩৫। অতঃপর পুক্কুস জনৈক পুরুষকে কহিল ঃ– 'স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র নির্মিত পরিধানোপযোগী মৃষ্ট দুইটি পরিচ্ছদ আমাকে আনিয়া দাও।'

'তথাস্তু দেব' বলিয়া পুরুষটি আদেশানুরূপ বস্ত্র লইয়া আসিল।'

তখন মল্লপুত্র পুক্কুস পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানকে উপহার দিয়া কহিল ঃ– 'দেব, বস্ত্র দুইখানি ভগবান কৃপা করিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।'

'তাহা হইলে, পুক্কুস, একখানি দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত কর, অপরখানি দ্বারা আনন্দকে।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া পুক্কুস একখানি দ্বারা ভগবানকে এবং অপরখানি দ্বারা আয়ুষ্মান আনন্দকে আচ্ছাদিত করিল।

৩৬। অনন্তর ভগবান মল্লপুত্র পুক্কুসকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন। তখন পুক্কুস ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিল।

৩৭। পুক্কুস প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বোক্ত পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলেন। ভগবানের দেহে স্থাপিত পরিচ্ছদ হৃতৌজ্জ্বল্যরূপে প্রতীয়মান হইল।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ– 'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের দেহবর্ণ কতই পরিশুদ্ধ, কতই পর্যবদাত! এই স্বর্ণবর্ণ, মৃষ্ট, পরিধানোপযোগী বস্ত্র ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলাম, অমনি উহা নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইল!”

‘আনন্দ, ইহা সত্য। আনন্দ, দুইটি সময়ে তথাগতের দেববর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত হয়। কোন্ কোন্ সময়ে? আনন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত চরম দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন সেই রাত্রে, এবং যে রাত্রিতে তাঁহার চরম অন্তর্ধান হয়– যে অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব-জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না– সেই রাত্রে। আনন্দ, এই দুইটি সময়ে তথাগতের দেহবর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হয়।’

৩৮। ‘আনন্দ, অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে কুশিনারায় মল্লগণের উপবর্তন নামক শালবনে যূগ্ম শালতরুর অন্তরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। আনন্দ, চল, আমরা ককুত্থা নদীতে গমন করি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পুক্কুস আহৃত স্বর্ণবর্ণ মৃষ্ট বসনে
আচ্ছাদিত হইয়া শাস্তা হেমবর্ণ
হইয়া শোভা পাইলেন।

৩৯। তদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কুকত্থা নদীতে গমন করিলেন। নদীতে অবগাহন ও্লান করিয়া পানান্তে উত্তরণপূর্বক ভগবান আম্রবনে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান চুন্দককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ–

‘চুন্দক, অঙ্গবস্ত্র চতুর্গুণ করিয়া বিস্তৃত কর, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আয়ুষ্মান চুন্দক চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

৪০। তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া উত্থান-সংজ্ঞা মনস্থ করিয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দক সেই স্থানেই ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

৪১। জগতে অতুলনীয় শাস্তা তথাগত বুদ্ধ স্বচ্ছ, মনোরম,
নির্মল সলিলা ককুত্থা নদীতে গমনপূর্বক ক্লান্ত
দেহে অবগাহন করিলেন। শাস্তা্লান ও পানান্তে
ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উত্তরণ করিলেন।
শাস্তা, ধর্ম প্রবক্তা, ভগবান মহর্ষি আম্রকুঞ্জে
উপনীত হইয়া ভিক্ষু চুন্দককে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ‘চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত কর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি শয়ন করিব।' ভাবিত্মা হইতে
প্রেরণাপ্রাপ্ত চুন্দ তৎক্ষণাৎ চতুর্গুণ করিয়া
বস্ত্র বিস্তৃত করিলেন। ক্লান্ত দেহে শাস্তা-শয়ন
করিলেন, চুন্দও সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখে
উপবেশন করিলেন।

৪২। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'আনন্দ, কেহ কর্মকারপুত্র চুন্দকে এইরূপ কহিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপ আনয়ন করিতে পারে– "চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ আহার গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তোমার অমঙ্গলকর, হানিকর।" আনন্দ, চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে দূর করিতে হইবে ঃ–

"চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তোমার মঙ্গলকর এবং লাভজনক। আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে এইরূপ শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি ঃ– "এই দুই প্রকার আহারদান সমফলপ্রদায়ী; সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। ঐ দুই প্রকার কি কি? বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কালে তথাগত যে আহার গ্রহণ করেন তাহা এবং তাঁহার অন্তর্ধান কালে– যে চরম অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না– তিনি যে আহার গ্রহণ করেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। কর্মকার চুন্দের কৃত কর্ম দীর্ঘ জীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য, সুযশ, স্বর্গপ্রাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায় পর্যবসিত হইবে।"

'আনন্দ, কর্মকারপুত্র চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে শান্ত করিতে হইবে।'

৪৩। অতঃপর ভগবান তৎকালীন পরিস্থিতি বিদিত হইয়া সেই ক্ষণে এই উদান ব্যক্ত করিলেন ঃ–

দানকারীর পুণ্য বর্ধিত হয়, সংযমকারীর
হৃদয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয় না,
সজ্জন পাপ পরিহার করেন,
রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় হেতু তিনি
নির্বৃত।

(চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পঞ্চম অধ্যায়

৫ । ১ । অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ঃ– 'আনন্দ, চল আমরা হিরণ্যবতী নদীর অপরপার্শ্বস্থিত কুশিনারার উপবর্তন মল্লদিগের শালবনে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত উক্ত শালবনে গমনপূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, যুগ্ম শালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত কর। আনন্দ, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক যমক শালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে আনন্দ উত্তর-শীর্ষ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন।

২। ঐ সময় যুগ্ম শালতরু মুকুলিত হইয়া অকালে পুষ্পে শোভিত হইয়াছিল। পুষ্প সকল তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আছাদিত করিল। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণ পতিত হইল, উহারাও তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। অন্তরীক্ষ হইতে তথাগতের পূজার নিমিত্ত দিব্য তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইল।

৩। তখন ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, অকাল পুষ্প শোভিত যুগ্ম শালতরু হইতে পুষ্পসকল তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দনচূর্ণ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে তথাগতের পূজার নিমিত্ত দিব্য তূর্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইতেছে।'

'আনন্দ, কেবল মাত্র এইরূপ ঘটনা দ্বারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, ধর্মনিষ্ঠ নর বা নারী, উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাঁহারাই তথাগতকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ দান করেন। অতএব, আনন্দ, অবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালনে রত হও। উপদেশাবলীর অনুশরণ কর; এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের সম্মান করিবে।'

৪। ঐ সময় আয়ুষ্মান উপবাণ ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজনে রত ছিলেন। ভগবান উপবাণের প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন ঃ– 'ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন কর, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না।'

তখন আনন্দের মনে এইরূপ হইল ঃ– 'আয়ুষ্মান উপবাণ বহুদিন হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান করিয়া পার্শ্বচররূপে ভগবানের সেবা করিয়াছেন, অথচ অন্তিমকালে ভগবান উপবাণের প্রতি বিরক্তি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন কর, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না। উপবাণের প্রতি ভগবানের এইরূপ বিরক্তির কি হেতু, কি প্রত্যয়?'

৫। অনন্তর আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, আয়ুষ্মান উপবাণ বহুদিন হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান করিয়া পার্শ্বচররূপে ভগবানের সেবা করিয়াছেন, অথচ অন্তিম কালে ভগবান উপবাণের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন ঃ–

"ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন কর, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না।" দেব, ইহার কি হেতু, কি প্রত্যয়?

'আনন্দ, দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগতের দর্শনার্থ সন্নিপতিত হইয়াছেন। আনন্দ, কুশিনারার উপবর্তন মল্লদিগের শালবনের চতুর্দিকস্থ দ্বাদশ যোজন ব্যাপী ভূমির মধ্যে কেশাগ্র পরিমিত এমন স্থানও নাই যেখানে মহেশাখ্য দেবতাগণের আগমন হয় নাই। আনন্দ, দেবতাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন ঃ– "তথাগতের দর্শনার্থ আমরা দূর হইতে আসিয়াছি। যাঁহারা তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, কদাচিৎ পৃথিবীতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়; অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, তথাপি এই মহেশাখ্য ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে স্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন রোধ করিতেছেন, আমরা অন্তিম কালে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।" আনন্দ, দেবতাগণ এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।'

৬। 'ভগবান কি প্রকার দেবতার কথা মনে করিতেছেন?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন ঃ– "অতি শীঘ্র ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে!"

'আনন্দ, পৃথিবীতে দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা পৃথিবী-সংজ্ঞী, তাঁহারা আলুলায়িত কেশ এবং প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন ঃ– অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে!" যে সকল দেবতা বীতরাগ ও স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত, তাঁহারা "সর্বসংস্কার অনিত্য, ইহার অন্যথা কি প্রকারে সম্ভব?" চিন্তা করিয়া শান্ত রহিয়াছেন।'

৭। 'দেব, পূর্বে বর্ষাবাসান্তে চতুর্দিকস্থ ভিক্ষুগণ তথাগতের দর্শনার্থ আগমন করিতেন, আমরা ঐ সকল মাননীয় ভিক্ষুগণের দর্শন পাইতাম, তাঁহাদের পূজা করিবার অবসর পাইতাম। ভগবানের অবর্তমানে, আমরা ঐ সকল ভিক্ষুর দর্শনও পাইব না, তাঁহাদের পূজা করিবারও অবসর পাইব না।'

৮। 'আনন্দ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের জন্য চারিটি দর্শনীয় সংবেগোৎপাদক স্থান আছে। ঐ চারিটি কি কি?

"এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল," এই স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

'আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহারা কহিবেন "এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন", অথবা "এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা "এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল" অথবা "এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন"।

'আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণকালে যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ করিবেন, তাঁহারা সকলেই মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখময় স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৯। 'দেব, নারীগণের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব?'

'তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'যদি তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কিরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।'

'বাক্যালাপ অপরিহার্য হইলে কিরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'স্মৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে।'

১০। 'তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি?'

'আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না, সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্নচিত্ত; তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

১১। 'কিন্তু, দেব, তথাগতের শরীরের সম্বন্ধে কি কর্তব্য?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।'

'দেব, চক্রবর্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কিরূপ কৃত হয়?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নূতন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রাজচক্রবর্তীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ-নির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ঐরূপ অপর দ্রোণীদ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ করা হয়। চতুর্মহাপথে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ নির্মিত হয়।

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও সেই বিধি অবলম্বন করিতে হইবে। চতুর্মহাপথে তথাগতের স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহারা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা রঞ্জনোপকরণ স্থাপন করিবে, উহাকে অভিবাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখবিধায়ক হইবে।

১২। 'আনন্দ, চারিজন স্তুপার্হ। কে কে? তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, তথাগত-শ্রাবক এবং রাজচক্রবর্তী।

'আনন্দ, কোন্ হেতু বশতঃ তথাগতের অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ স্তুপার্হ? "ইহাই ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের স্তুপ" এইরূপ মনে করিয়া, আনন্দ, বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ঐস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ স্তুপার্হ।

'আনন্দ, কোন্ হেতু বশতঃ প্রত্যেক-সম্বুদ্ধ স্তুপার্হ? "ইহাই ভগবান প্রত্যেক সম্বুদ্ধের স্তুপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া, আনন্দ, বহুজন-চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ঐস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু প্রত্যেক সম্বুদ্ধ স্তুপার্হ।

'আনন্দ, কোন্ হেতু বশতঃ তথাগত-শ্রাবক স্তুপার্হ? "ইহাই ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক স্তুপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দ বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ঐস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। 'আনন্দ, এই হেতু তথাগত-শ্রাবক স্তুপার্হ।'

'আনন্দ, কোন্ হেতু বশতঃ রাজচক্রবর্ত্তী স্তুপার্হ? ইহাই সেই ধার্মিক ধর্মরাজের স্তুপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া, আনন্দ, বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ঐস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু রাজাচক্রবর্তী স্তুপার্হ।

'আনন্দ, এই চারিজন স্তুপার্হ।'

১৩। অনন্তর আনন্দ বিহারে প্রবেশপূর্বক কপিশীর্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার নিজের সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। আমার প্রতি কৃপাবান ভগবানের পরিনির্বাণ হইবে।"

তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষু, যাও, আমার নাম করিয়া আনন্দকে বল "আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।"'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দের সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল ঃ– 'ভ্রাতঃ আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।'

'উত্তম, কহিয়া আনন্দ ভগবানের সমীপে উপনীত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

১৪। তখন ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও; শোক করিও না, বিলাপ করিও না। আমি কি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি নাই যে, যে সকল বস্তু আমাদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, তাহাদের ধর্মই এই যে আমরা তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব? তবে, আনন্দ, ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন, তাহা বিনষ্ট হইবে না? ইহা অসম্ভব। আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল অপরিবর্তনীয় ও অপরিমেয় প্রীতিপূর্ণ চিন্তা ও কর্মদ্বারা আমার অতিশয় প্রিয় হইয়াছ, আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য, প্রধানের অনুশীলনে রত হও, অবিলম্বে অনাস্রব হইবে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ, যেরূপ আমার পরম ভক্ত উপস্থাপক, সেইরূপ অতীত কালে যাঁহারা অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল ভগবানেরও পরম ভক্ত উপস্থাপক ছিল। ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, ঐসকল ভগবানেরও আনন্দেরই ন্যায় উপস্থাপক লাভ হইবে।

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন ঃ– "ইহাই তথাগতকে দর্শনার্থ ভিক্ষুদিগের যাইবার সময়, ইহা ভিক্ষুণীদিগের, ইহা উপাসকদিগের, ইহা উপাসিকাদিগের, ইহা রাজার, ইহা অমাত্যগণের, ইহা তীর্থিয়গণের, ইহা তীর্থিয়-শ্রাবকগণের যাইবার সময়।"

১৬। 'ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে। কি কি?

'যদি ভিক্ষু-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্মালোচনা করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে ভিক্ষু-পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুণী-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসক-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসিকা-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হয়, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্মালোচনা করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্তীর চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয়-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, ব্রাহ্মণ-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, গৃহপতি-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, শ্রমণ-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেস্থানে রাজচক্রবর্তী বাক্যালাপ করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।

'এইরূপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, ভিক্ষুণী-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসক-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসিকা-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেস্থানে ধর্মালাপ করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ– 'দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগরে যেন ভগবান পরিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগরসমূহ বিদ্যমান, যথা– চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত কৌশাম্বি, বারাণসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পরিনির্বাণ হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।'

'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগর, এরূপ কথা বলিও না।'

১৮। 'আনন্দ, পূর্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনারা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল; উহা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল।

'আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেরূপ দেবতাদিগের আলকনন্দা নামক রাজধানী– সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ; সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল।'

'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,– যথা ঃ হস্তীশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, করতালশব্দ, খঞ্জনীশব্দ, "আহার কর, পান কর, চর্বণ কর" ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।

১৯। 'আনন্দ, যাও, কুশিনারায় প্রবেশপূর্বক তত্রস্থ মল্লগণের নিকট ঘোষণা কর ঃ– "বাশিষ্ঠগণ, আজ রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও! নির্গত হও! পরে অনুতাপ করিয়া বলিও না– "আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্বাণ হইল, আমরা অন্তিমকালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর হস্তে একাকী কুশিনারায় প্রবেশ করিলেন।

২০। ঐ সময় কুশিনারার মল্লগণ কোন কার্যোপলক্ষে মন্ত্রণাসভায় সমবেত হইয়াছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ তাহাদের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইয়া মল্লগণের নিকট ঘোষণা করিলেন ঃ–

'বাশিষ্ঠগণ, অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও, নির্গত হও! পরে অনুতাপ করিয়া বলিও না, "আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্বাণ হইল, আমরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তিমকালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না।"'

২১। আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া মল্লগণ এবং তাহাদের পুত্র, বধূ ও ভার্যাগণ শোকার্ত, দুর্মনা হইয়া দুঃখ-পীড়িত চিত্তে কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত হইয়া অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল ঃ– 'অতি শীঘ্র ভগবানের পরিনির্বাণ হইবে, অতি শীঘ্র সুগতের পরিনির্বাণ হইবে, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে।'

তৎপরে মল্লগণ পুত্র-বধূ-ভার্যাগণ সহ শোকার্ত, দুর্মনা ও দুঃখপীড়িত হইয়া উপবর্তনে মল্লদিগের শালবনে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল।

২২। তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এইরূপ হইল ঃ–

'যদি আমি মল্লগণকে এক এক করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে দিই, রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে, তথাপি মল্লদিগের ভগবান-বন্দনা শেষ হইবে না। অতএব আমি মল্লগণকে তাহাদের কুলক্রমানুসারে স্থাপিত করিয়া ভগবানের বন্দনার অবসর দিব ঃ– "দেব, এই নাম বিশিষ্ট মল্ল সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য ভগবানের পাদে মস্তক নত করিতেছেন।"'

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ কুশিনারার মল্লগণকে কুলক্রমানুসারে স্থাপিত করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে দিলেন ঃ– 'দেব, এই নামবিশিষ্ট মল্ল সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য, ভগবানের পাদে মস্তক নত করিতেছেন।'

এইরূপে আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রির প্রথম যামেই কুশিনারার মল্লগণকে ভগবানের বন্দনা করাইলেন।

২৩। ঐ সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশিনারায় বাস করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন ঃ– 'অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে।'

তখন পরিব্রাজক সুভদ্র চিন্তা করিলেন ঃ–

'আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি ঃ– "তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমে আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি এরূপ ভাবে সত্যকে উপস্থাপিত করিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়।'

২৪। তখন পরিব্রাজক সুভদ্র উপবর্তনে মল্লদিগের শালবনে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি ঃ– "তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে সংশয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি আমাকে এরূপভাবে ধর্মোপদেশ দিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়। আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন প্রার্থী।'

সুভদ্র এইরূপ কহিলে আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহাকে কহিলেন ঃ– 'সৌম্য সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে কষ্ট দিও না, ভগবান ক্লান্ত।'

দ্বিতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র ..... তৃতীয় বার পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি ঃ– "তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমে আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি আমাকে এরূপভাবে ধর্মোপদেশ দিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়। আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন প্রার্থী।'

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে কহিলেন ঃ– 'সৌম্য সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে কষ্ট দিওনা, ভগবান ক্লান্ত।'

২৫। ভগবান পরিব্রাজক সুভদ্রের সহিত আয়ুষ্মান আনন্দের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও, সুভদ্রকে বাধা দিও না, তথাগতের দর্শনার্থ, তাহাকে আসিতে দাও। সুভদ্র জ্ঞানান্বেষী হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিবে আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়; জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাহাকে যে উত্তর দিব তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার বোধ্য হইবে।'

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে কহিলেন ঃ– সৌম্য সুভদ্র, তুমি যাও, ভগবান তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন।'

২৬। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সহৃদয়তা এবং সৌজন্য সূচক বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে সুভদ্র ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'হে গৌতম, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সঙ্ঘী, গণী, গণাচার্য, সুবিজ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থকর, সাধুরূপে বহুজনাদৃত– যথা ঃ পূরণ কশ্যপ, মক্ষলি গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র, নিগণ্ঠ নাথপুত্র– তাঁহারা কি স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা করেন নাই? অথবা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ করেন নাই?'

'সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিব, শ্রবণ কর, মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সুভদ্র সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কহিলেন ঃ–

২৭। সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও নাই;[১] সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে; সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্মমতসমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন-যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহত শূন্য হইবে না।

সুভদ্র, একোনত্রিংশ বৎসর বয়সে কুশলের অন্বেষণে আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইয়াছে, ঐ সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্মের প্রদেশ-বর্তী হইয়াছি।

এই ধর্মের বাহিরে শ্রমণ নাই!–

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোন শ্রেণীরই শ্রমণ নাই। অপরাপর ধর্মমত শ্রমণশূন্য; সুভদ্র, এই ধর্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন-যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহতশূন্য হইবে না।'

২৮। এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে কহিলেন ঃ– 'উত্তম, দেব! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। দেব, আমি ভগবানের, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী।'

'সুভদ্র, পূর্বে অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হয়, তাহাকে চারি মাস শিক্ষার্থীরূপে অতিবাহিত করিতে হয়, পরে আরদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন। তথাপি এই বিষয়ে আমি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত আছি।'

২৯। 'দেব, পূর্বের অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হইলে যদি তাঁহাদিগকে চারি মাস পরিবাস করিতে হয় এবং পরে আরদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, তাহা হইলে আমি চারি বৎসর পরিবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, চারি

---

[১]। এইস্থানে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ এই চারি শ্রেণীর শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৎসরের অন্তে আরদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা দাও।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মত হইলেন।

৩০। অতঃপর পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, আপনাদের লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ; এই ধর্ম-বিনয়ে স্বয়ং বুদ্ধের হস্ত হইতে সঙ্ঘভুক্ত শিষ্যত্বের বারি আপনাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে।'

পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট হইতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং একাকী, নির্জনরত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রহিতাত্ম হইয়া অচিরে কুলপুত্রগণ যাহা লাভ করিবার জন্য সম্যকরূপে গৃহত্যাগপূর্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বয়ং উপলব্ধি এবং সাক্ষাতকার করিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ঃ– 'জাতি ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই' এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

আয়ুষ্মান সুভদ্র অরহতদিগের অন্যতর হইলেন।
তিনিই ভগবানের সর্বশেষ সাক্ষাত-শ্রাবক হইলেন।

(হিরণ্যবতিয়-ভাণবার সমাপ্ত।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬। ১। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ– 'আনন্দ, তোমাদের মনে এরূপ হইতে পারে ঃ– "প্রাবচন-বক্তা আর নাই, আমাদের শাস্তা আর নাই।" কিন্তু, আনন্দ, এই বিষয়কে সেরূপ ভাবে দেখিবে না। আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে তাহাই তোমাদের শাস্তা।

২। 'আনন্দ, বর্তমানে যেরূপ ভিক্ষুগণ পরস্পরকে 'আবুস' কহিয়া সম্বোধন করে, আমার দেহান্তে তাহারা যেন সেরূপ না করে। আনন্দ, নবদীক্ষিত ভিক্ষু থেরতর ভিক্ষু কর্তৃক নাম, গোত্র অথবা 'আবুস' বাক্য দ্বারা সম্বোধিত হইবেন, থেরতর ভিক্ষু নবদীক্ষিত ভিক্ষু কর্তৃক 'ভন্তে' অথবা 'আয়ুষ্মান' বাক্যের দ্বারা সম্বোধিত হইবেন।

৩। 'আনন্দ, আমার দেহান্তে, সঙ্ঘ ইচ্ছানুরূপে ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিধিসমূহের বর্জন করিতে পারেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। 'আনন্দ, আমার দেহান্তে ভিক্ষু ছন্নকে[১] ব্রহ্মদণ্ড দিতে হইবে।

'দেব, ব্রহ্মদণ্ড কি?'

'আনন্দ, ভিক্ষু ছন্ন যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিবে না, তাঁহাকে উপদেশও দিবে না, তাঁহার অনুশাসনও করিবে না।'

৫। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে কাহারও মনে বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, মার্গ অথবা বিধি সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি থাকিতে পারে। ভিক্ষুগণ, জিজ্ঞাসা কর। পরে অনুতপ্ত হইয়া কহিও না ঃ– "শাস্তা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন, তথাপি আমরা সম্মুখে তাঁহাকে কোন প্রশ্নই করি নাই।"'

ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভগবান ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ–

'তোমাদের মধ্যে কাহারও মনে বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, মার্গ অথবা বিধি সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি থাকিতে পারে। ভিক্ষুগণ, জিজ্ঞাসা কর। পরে অনুতপ্ত হইয়া কহিও না ঃ– "শাস্তা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন, তথাপি আমরা সম্মুখে তাঁহাকে কোন প্রশ্নই করি নাই।"'

তখনও ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, এরূপ হইতে পারে যে, তোমরা শাস্তার প্রতি সম্মানবশতঃ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না। এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট জ্ঞাপন কর।'

তথাপি ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

৬। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, আশ্চর্য, অদ্ভুত! এই ভিক্ষুসঙ্ঘে আমার শ্রদ্ধা এতই গভীর যে, ইহাতে আমি এখন একজন ভিক্ষুও দেখিতেছি না যাঁহার বুদ্ধে, ধর্মে, সঙ্ঘে, মার্গে এবং বিধিসমূহে কোন সংশয় অথবা বিমতি আছে।'

'আনন্দ, তুমি শ্রদ্ধার গভীরতায় ইহা কহিতেছ। কিন্তু, আনন্দ, তথাগত নিশ্চিত জানেন যে এই সমগ্র ভিক্ষুমণ্ডলে এমন কোন ভিক্ষু নাই যিনি বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, মার্গ অথবা বিধিসমূহ সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি পোষণ করেন। আনন্দ,

---

[১]। এই ভিক্ষু অবাধ্য ও উন্মার্গগামী ছিলেন। এক সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে বিবাদ হইলে তিনি ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মদণ্ডের প্রয়োগে তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়াছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই পাঁচশত ভিক্ষুদিগের মধ্যে যিনি সর্বপশ্চাতে তিনিও স্রোতাপন্ন, দুঃখজনক পুনরুৎপত্তি হইতে মুক্ত এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৭। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর ঃ– "ধ্বংসই সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম। যত্ন সহকারে নিজের মুক্তির মার্গ পরিষ্কৃত কর।"'

ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য।

৮। অনন্তর ভগবান প্রথমধ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহা হইতে দ্বিতীয়ধ্যানে, উহা হইতে তৃতীয়ধ্যানে, উহা হইতে চতুর্থধ্যানে প্রবেশ করিলেন। চতুর্থধ্যান হইতে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সমাপত্তিতে, উহা হইতে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন', উহা হইতে 'অকিঞ্চন-আয়তন', উহা হইতে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' আয়তন, উহা হইতে 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' সমাপত্তিতে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিলেন ঃ–

'দেব, অনুরুদ্ধ! ভগবান পরিনির্বৃত।'

'সৌম্য আনন্দ! ভগবান পরিনির্বৃত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন।'

৯। অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন, উহা হইতে অকিঞ্চন আয়তন, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে চতুর্থধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয়ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয়ধ্যান, উহা হইতে প্রথমধ্যানে উপনীত হইলেন। প্রথমধ্যান হইতে দ্বিতীয়ধ্যান, দ্বিতীয়ধ্যান হইতে তৃতীয়ধ্যান, তৃতীয়ধ্যান হইতে চতুর্থধ্যানে উপনীত হইলেন। সেই মুহূর্তেই ভগবানের পরিনির্বাণ হইল।

১০। ভগবান পরিনির্বৃত হইলে সেই মুহূর্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল।

সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মা সহম্পতি এই গাথা কহিলেন ঃ–

'জগতের সর্বপ্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেরূপ জগতের এতাদৃশ অপ্রতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পরিনির্বৃত হইয়াছেন।'

তৎক্ষণেই দেবেন্দ্র শক্র এই গাথা কহিলেন ঃ–

'সংস্কারসমূহ অনিত্য' তাহারা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল; উৎপন্ন
হইয়া তাহারা ধ্বংসে পর্যবসিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই গাথাগুলি কহিলেন ঃ–

'যখন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিষ্কম্প
মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতচিত্ত তথাগতের আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না। তিনি অবিচলিত
চিত্তে বেদনা সহ্য করিয়াছিলেন,
দীপের নির্বাণের ন্যায় তাঁহার
চিত্তের বিমুক্তি হইয়াছিল।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা কহিলেন ঃ–

'সর্বসৌন্দর্যাকর সম্বুদ্ধের
পরিনির্বাণে মহাভয় ও রোমহর্ষ
অনুভূত হইল।'

ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিলে যে সকল ভিক্ষু রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন ঃ– 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কারসমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে!' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

১১। অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্বেই বলেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব। দেবগণ বিরক্ত হইতেছেন।'

'কিন্তু, ভন্তে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কোন্ প্রকার দেবগণের কথা মনে করিতেছেন?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া বিলাপ করিতেছেন।

'আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আয়ুলায়িত কেশ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রসারিত বাহু এবং সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।'

'কিন্তু যে সকল দেবতা বীতরাগ তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে? চিন্তা করিয়া সহ্য করিতেছেন।

১২। অতঃপর মাননীয় অনুরুদ্ধ ও আনন্দ অবশিষ্ট রাত্রি ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। পরে অনুরুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন ঃ–

'আনন্দ, যাও, কুশিনারায় প্রবেশপূর্বক তত্রত্য মল্লগণের নিকট ঘোষণা কর ঃ– "বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহা ক্ষেত্রোচিত তাহার অনুষ্ঠান কর।"'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর হস্তে একাকী কুশিনারায় প্রবেশ করিলেন।

ঐ সময়ে কুশিনারায় মল্লগণ মন্ত্রণা সভায় সমবেত হইয়া ঐ বিষয়েরই আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। আনন্দ সভায় উপস্থিত হইয়া মল্লগণকে কহিলেন ঃ– 'বাশিষ্ঠগণ! ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা ক্ষেত্রোচিত তাহার অনুষ্ঠান কর।'

আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া মল্লগণ এবং তাহাদের পুত্র, বধূ ও ভার্যাগণ শোকার্ত ও দুর্মনা হইয়া দুঃখপীড়িত চিত্তে কেহ কেহ আলুলায়িত কেশ ও প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; 'অতি শীঘ্র ভগবানের পরিনির্বাণ হইয়াছে, অতি শীঘ্র সুগতের পরিনির্বাণ হইয়াছে, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নিষ্প্রভ হইয়াছে!' কহিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

১৩। তৎপরে কুশিনারার মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ দিল ঃ– 'সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য ও কুশিনারার সমস্ত বাদ্যভাণ্ড সংগ্রহ কর।'

ঐ সকল সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য এবং বাদ্য-যন্ত্রাদি সহ পাঁচশত খণ্ড পরিচ্ছদের বস্ত্র লইয়া মল্লগণ উপবর্তনে তাহাদের শালবনে যেখানে ভগবানের দেহ রক্ষিত ছিল তথায় গমন করিল। সেখানে তাহারা নৃত্য, স্তুতিগান, বাদ্য, পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা ভগবানের পার্থিব অবশেষের পূজার্চনায় এবং পরিচ্ছদ বস্ত্র সাহায্যে চন্দ্রাতপ নির্মাণ ও ইহাতে লম্বিত করিবার জন্য প্রসাধক মাল্যাদি প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিল।

তৎপরে মল্লগণ চিন্তা করিল ঃ–

"অদ্য আর ভগবানের দেহ দাহ করিবার সময় নাই। আগামীকল্য দাহ করিব।" অতঃপর ভগবানের দেহের পূজার্চনায় দ্বিতীয় দিবসও পূর্বোক্তরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতিবাহিত হইল; তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসও একই প্রকারে অতিবাহিত হইল।

১৪। সপ্তম দিবসে মল্লগণ চিন্তা করিল ঃ–

'আমরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা দক্ষিণ দিক দিয়া বহন করিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণস্থ স্থানে দাহ করিব।'

ঐ সময় মল্লগণের আটজন প্রধান্‌ান ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবানের দেহ উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন মল্লগণ অনুরুদ্ধকে কহিল ঃ– 'দেব, মল্লগণের আটজন প্রধান্‌ান ও নববস্ত্র পরিধানপূর্বক ভগবানের দেহ উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। ইহার কি হেতু, কি প্রত্যয়?'

'বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায় একরূপ, দেবতাগণের অন্যরূপ।'

১৫। 'দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায় কিরূপ?

'বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায়ও ঃ– "আমরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা অর্চনা করিতে করিতে উহা দক্ষিণ দিক দিয়া বহন করিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণস্থ স্থানে দাহ করিব।" দেবতাগণের অভিপ্রায় ঃ– "আমরা দিব্য নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা উত্তর দিক দিয়া নগরের উত্তরে বহন করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যদেশে লইয়া গিয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বদিকেস্থিত মল্লদিগের মকুটবন্ধন নামক চৈত্যে দাহ করিব।"'

'দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হউক।'

১৬। ঐ সময়ে কুশিনারা– জঞ্জাল-স্তূপ এবং অবস্কারাধার পর্যন্ত– মন্দার পুষ্পের আজানু গভীর স্তূপে আবৃত হইয়াছিল। অনন্তর দেবতা ও মল্লগণ ভগবানের দেহ দিব্য ও মানুষিক নৃত্য, গীত, বাদ্য, এবং মালা গন্ধাদির দ্বারা পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা উত্তর দিক দিয়া নগরের উত্তরে বহন করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যদেশে লইয়া গিয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বদিকেস্থিত মল্লদিগের মকুটবন্ধন নামক চৈত্যে রক্ষা করিলেন।

১৭। অতঃপর কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিল ঃ– 'পূজ্য আনন্দ! তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য?'

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।'

'প্রভু আনন্দ, চক্রবর্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কিরূপ কৃত হয়?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নূতনবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নূতন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রাজচক্রবর্তীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহনির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ঐরূপ অপর দ্রোণী দ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ করা হয়। চতুর্মহাপথে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ নির্মিত হয়। বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়।

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য। চতুর্মহাপথে তথাগতের স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহারা উহাতে মালা, গন্ধ, অথবা রঞ্জনোপকরণ স্থাপন করিবে, উহাকে অভিবাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখ বিধায়ক হইবে।'

১৮। তদনন্তর মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ করিল ঃ–

'মল্লদিগের নিকট হইতে বিহত কার্পাস সংগ্রহ কর।'

তৎপরে মল্লগণ ভগবানের দেহ নূতন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নূতন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। এইরূপে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ নির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ঐরূপ অপর দ্রোণীর দ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় স্থাপিত করিল।

১৯। ঐ সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনারার পথে চলিবার কালে মার্গ হইতে অপসৃত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

ঐ সময়েই জনৈক আজীবক কুশিনারা হইতে মন্দার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পাবাভিমুখী পথে চলিতেছিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ দূর হইতে আজীবককে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন ঃ– 'আয়ুষ্মান, আপনি অবশ্যই আমাদের শাস্তাকে জানেন?'

'জানি। অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই কারণেই এই মন্দার পুষ্প আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।'

ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে' কহিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন।

যাঁহারা বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কারসমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে?' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০। ঐ সময়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু ঐ পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ–

'আয়ুষ্মানগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা রক্ষা পাইয়াছি। "ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা অনুপযুক্ত" এইরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা নিপীড়িত হইতেছিলাম, এক্ষণে আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যাহা ইচ্ছা নয় তাহা করিব না।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ– ভ্রাতৃগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্বেই কহেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব।'

২১। ঐ সময়ে চারিজন মল্লপ্রধান্াত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিল ঃ–

'পূজ্য অনুরুদ্ধ, চারিজন মল্ল-প্রধান্াত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। ইহার কি হেতু, কি প্রত্যয়?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় অন্যরূপ।'

'দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায় কিরূপ?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় এইরূপ ঃ– "আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনারার পথে চলিতেছেন, যতক্ষণ তিনি ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা না করিতেছেন ততক্ষণ চিতা জ্বলিবে না।'

'দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক।'

২২। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কুশিনারার মকুটবন্ধন নামক মল্লগণের চৈত্যে, যেস্থানে ভগবানের চিতা রক্ষিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া একাংস চীবরাবৃত এবং অঞ্জলি প্রণত করিয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিলেন।

সেই সকল পঞ্চশত ভিক্ষুও একই প্রকারে ভগবানের পাদ বন্দনা করিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর বন্দনা সমাপ্ত হইলে চিতা স্বয়ং জ্বলিয়া উঠিল।

২৩। ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও ছবি (বহিস্তক), চর্ম, মাংস,্ায়ু অথবা লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না, মাত্র অস্থি অবশিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রহিল।

যেরূপ জ্বলন্ত ঘৃত অথবা তৈলের ক্ষার অথবা মসি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপই ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও উহার ছবি, চর্ম, মাংস, ায়ু, লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না। অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পাঁচশত বস্ত্রখণ্ডের দুইখানি মাত্র দগ্ধ হইল– অন্তস্তলীন এবং সর্ববহিস্থ।

ভগবানের দেহ দগ্ধ হইলে অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা পতিত হইয়া ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল, উদকশালা হইতেও জলধারা উত্থিত হইয়া ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল। কুশিনারার মল্লগণও সর্বপ্রকার সুগন্ধি বারিসেকে ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল।

তদনন্তর কুশিনারার মল্লগণ ভগবানের অস্থিসমূহ সপ্তাহ মন্ত্রণাশালায় শক্তি-পিঞ্জর এবং ধনুপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ঐ সকলের সৎকার, সেবা, সম্মান ও পূজা করিল।

২৪। মগধরাজ অজাতশত্রু বৈদেহী-পুত্র শ্রবণ করিলেন যে ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন।

তখন তিনি কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

বৈশালির লিচ্ছবিগণ শ্রবণ করিল ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' তখন তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

কপিলবস্তুর শাক্যগণ শ্রবণ করিলেন ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া শাক্যগণ কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন ঃ– 'ভগবান আমাদের জাতি-শ্রেষ্ঠ। আমারাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমারাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।

অল্লকপ্পের বুলিগণ শ্রবণ করিল ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' তৎশ্রবণে বুলিগণ কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইল ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রামগ্রামের কোলিয়গণ শ্রবণ করিল ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

ব্রাহ্মণ বেঠদীপক শ্রবণ করিলেন ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' ইহা শ্রবণে তিনি কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন ঃ– 'ভগবান ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ। আমিও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

পাবায় মল্লগণ শ্রবণ করিল ঃ– 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' ইহা শ্রবণান্তে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়। আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

২৫। এইরূপ উক্ত হইলে কুশিনারার মল্লগণ সমবেত জন-মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ–

'ভগবান আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের অস্থির অংশ দিব না।'

তৎপরে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই জন-মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ–

মহোদয়গণ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ করুন।
আমাদিগের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। পুরুষ শ্রেষ্ঠের
অস্থির বিভাগে কলহ অবাঞ্ছনীয়। আমরা সকলে
একত্রে সমগ্রভাবে প্রীতিপূর্ণচিত্তে আটটি ভাগ করিব,
দিকে দিকে স্তূপসমূহ বিস্তৃত হউক, মনুষ্য জাতি
চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হউক।'

'ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তুমিই ভগবানের অস্থি আটটি সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত কর।'

'তথাস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণ সম্মত হইয়া ভগবানের অস্থিসমূহ আটটি সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ–

'মহোদয়গণ, এই কুম্ভটি আমায় দান করুন, আমি এই কুম্ভের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

জনগণ ব্রাহ্মণকে কুম্ভ দান করিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬। পিপ্‌ফল বনের মোরিয়গণ শ্রবণ করিল।

'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন ঃ– 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়। আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

'ভগবানের অস্থির অংশ আর নাই, সমস্তই বিতরিত হইয়াছে। এইস্থানের অঙ্গার গ্রহণ কর।' তাহারা অঙ্গার লইল।

২৭। তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণপূর্বক মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

বৈশালির লিচ্ছবিগণ বৈশালিতে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহা-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কপিলবস্তুর শাক্যগণ কপিলবস্তু নগরে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

অল্লকপ্পের বুলিগণ অল্লকপ্পে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

রামগ্রামের কোলিয়গণ রামগ্রামে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ বেঠদীপ বেঠদীপে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পাবার মল্লগণ পাবায় ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কুশিনারার মল্লগণ কুশিনারায় ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ দ্রোণ কুম্ভের উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পিপ্‌ফল বনের মোরিয়গণ পিপ্‌ফলবনে অঙ্গারসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

এইরূপে অস্থিসমূহের উপর আটটি স্তূপ, কুম্ভের উপর নবম এবং অঙ্গারসমূহের উপর দশম স্তূপ নির্মিত হইল।

পূর্বকালে ইহাই ছিল।

২৮। [অষ্টদ্রোণ পরিমিত চক্ষুষ্মানের অস্থি, সপ্ত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত'

এক দ্রোণ রাম গ্রামে নাগরাজগণ কর্তৃক পূজিত।

একটি দন্ত ত্রিদিবে পূজিত, একটি গন্ধার নগরে।

কলিঙ্গ রাজার রাজ্যে একটি এবং নাগরাজগণ কর্তৃক আরও একটি পূজিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উহারই তেজে এই মহী বসুন্ধরা যাগ শ্রেষ্ঠে অলঙ্কৃত’

এইরূপে চক্ষুষ্মানে অস্থি পূজার্হগণ কর্তৃক সম্যকরূপে পূজিত’

এইরূপেই ইহা দেবেন্দ্র-নাগেন্দ্র-নরেন্দ্রগণ কর্তৃক এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত–

কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার বন্দনা কর, শত শত কল্পে বুদ্ধের দর্শন দুর্লভ।]

(মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭। (মহাসুদস্‌সন সুত্তন্ত) মহাসুদর্শন সূত্রান্ত

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান কুশিনারার উপবর্তন নামক মল্লদিগের শালবনে যুগ্মশালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিনির্বাণের সময়।

২। ঐ সময় আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত শাখানগরে যেন ভগবান পরিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগর সমূহ বিদ্যমান, যথা ঃ– চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পরিনির্বাণ হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।'

৩। 'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত শাখানগর, এরূপ কথা বলিও না। আনন্দ, পূর্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি মূর্ধাভিষিক্ত, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা-প্রাপ্ত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনারা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। উহা পশ্চিম ও পূর্বদিকে দৈর্ঘে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল। আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেরূপ দেবতাদিগের আলকনন্দা নামক রাজধানী– সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ, সুভিক্ষ, সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ রাজধানী কুশাবতী দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,– হস্তীশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, করতালশব্দ, খঞ্জনীশব্দ, "আহার কর, পান কর, চর্বণ কর" ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।'

৪। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সপ্ত প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি প্রাকার সুবর্ণময়, একটি রজতময়, একটি বৈদুর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময় (পদ্মরাগমণি), একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়।'

৫। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতীর প্রবেশ দ্বারগুলি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। একটি দ্বার সুবর্ণময়, একটি রজতময়, একটি বৈদুর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়। প্রত্যেক দ্বারে সাতটি স্তম্ভ স্থাপিত, উহাদের উচ্চতা একটি মানুষের উচ্চতার ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ। একটি স্তম্ভ সুবর্ণময়, একটি বৈদুর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়।'

৬। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একটি সুবর্ণময় তালপংক্তি, একটি রজতময়, একটি বৈদুর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বমণিময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রজতময় পত্র ও ফল; রজতময় তালের রজতময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদুর্যমণিময় তালের বৈদুর্যমণিময় স্কন্ধ, এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল; স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদুর্যমণিময় পত্র ও ফল; লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মরকতময় পত্র ও ফল; মরকতময় তালের মরকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল; সর্বমণিময় তালের সর্বমণিময় স্কন্ধ এবং সর্বমণিময় পত্র ও ফল। আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য তালনিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই ঐ সকল বাতকম্পিত তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, ঐ সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালশ্রেণীর শব্দের সহিত নৃত্য করিত।

৭। 'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সপ্ত রত্ন এবং চারি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সাত রত্ন কি কি?'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হইল। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি এইরূপ শুনিয়াছি ঃ– 'যে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হয়, তিনি রাজা চক্রবর্তী হন।' আমি কি রাজা চক্রবর্তী হইব?"

৮। 'আনন্দ, তখন রাজা মহাসুদর্শন আসন হইতে উত্থান করিয়া একাংস উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া বাম হস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর বারি সিঞ্চন করিতে করিতে কহিলেন ঃ– হে চক্ররত্ন! আপনি প্রবর্তিত এবং জয়যুক্ত হউন।' আনন্দ, তখন সেই চক্ররত্ন পূর্বদিকে ধাবিত হইল, রাজা মহাসুদর্শনও চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে উহার পশ্চাদনুসরণ করিল। আনন্দ, যে স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, ঐ স্থানে রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ বাস গ্রহণ করিলেন।

৯। 'আনন্দ, পূর্বদিকস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে কহিল ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আসুন, মহারাজ! স্বাগত, মহারাজ! মহারাজ! সকলই আপনার, মহারাজ! আপনিই শাসন করুন।"

'রাজা মহাসুদর্শন কহিলেন। "প্রাণীহত্যা করিবে না। অদত্তের গ্রহণ করিবে না। ব্যভিচার করিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন কর।"

'আনন্দ, পূর্বদিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।'

১০। অনন্তর, আনন্দ, চক্ররত্ন পূর্ব সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক দক্ষিণগামী হইল ..... দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক উত্তরণ করিয়া পশ্চিমগামী হইল ..... পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক উত্তরগামী হইল, পশ্চাতে চতুরঙ্গিনী সেনাসহ রাজা মহাসুদর্শন। আনন্দ, যে স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, তথায় রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ বাস গ্রহণ করিলেন।

'আনন্দ, উত্তর দিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট আসিয়া কহিল ঃ–

"মহারাজ! আসুন, স্বাগত! সকলই আপনার, আপনিই শাসন করুন।"

'রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ কহিলেন ঃ– "প্রাণীহত্যা করিবে না। অদত্তের গ্রহণ করিবে না। ব্যভিচার করিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন কর।"

'আনন্দ, উত্তর দিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।'

১১। 'আনন্দ, অতঃপর সেই রত্নচক্র সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক প্রাসাদদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে অক্ষভগ্নের ন্যায় গতিহীন হইয়া, রাজা মহাসুদর্শনের প্রাসাদ শোভিত করিল।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের সম্মুখে এইরূপ চক্ররত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১২। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা সুদর্শনের নিকট হস্তীরত্নের আবির্ভাব হইল– সর্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম উপোসখ নামক নাগরাজা। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল ঃ– "এই হস্তী যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলপ্রদ হইবে!" তখন আনন্দ, সেই হস্তীরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন হস্তীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই হস্তীরত্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্বক কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ হস্তীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৩। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট অশ্বরত্নের আবির্ভাব হইল– সর্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশর, ঋদ্ধিমান, আকাশগামী বলাহক নামক অশ্বরাজ। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল ঃ– "এই অশ্ব যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলপ্রসূ হইবে!" তখন, আনন্দ, সেই অশ্বরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন অশ্বের ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই অশ্বরত্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্বক কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ অশ্বরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৪। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট মণিরত্নের আবির্ভাব হইল। উহা বৈদুর্যমণি– শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বায়বসম্পন্ন। আনন্দ, সেই মণিরত্নের আভা চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। আনন্দ, পূর্বাকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই মণিরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করিয়া মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে আরোপণপূর্বক রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বহির্গত হইলেন। আনন্দ, চতুর্দিকস্থ গ্রামের অধিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোক হেতু "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" মনে করিয়া আপনাপন কর্মে নিযুক্ত হইল। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ মণিরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৫। পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইল– অভিরূপা, ঐ দর্শনীয়া, মনোহরা, পরম বর্ণসৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীতবিশিষ্ট বর্ণসম্পন্না, অপ্রাপ্ত-দিব্য-বর্ণা। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের কায়সংস্পর্শ কার্পাস অথবা কার্পাসতুলার ন্যায়। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং তাঁহার পরে শয়ন করিতেন, তিনি রাজার আজ্ঞাপালন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি প্রিয়বাদিনী ছিলেন। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী হইতেন না, কায়দ্বারা কিরূপে হইবেন? আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৬। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গৃহপতিরত্নের আবির্ভাব হইল। তিনি কর্মবিপাকজ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। ঐ দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বামীসম্পন্ন অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ঃ– "দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা করণীয় তাহা আমি করিব।"

'আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই গৃহপতিরত্নকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া উহা গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে স্রোতে ভাসাইয়া গৃহপতিরত্নকে কহিলেন ঃ–

"গৃহপতি, আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।"

"মহারাজ, তাহা হইলে নৌকা তীরসংলগ্ন হউক।"

"এইস্থানেই আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।"

'আনন্দ, তখন গৃহপতিরত্ন উভয় হস্তে জল স্পর্শ করিয়া সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কুম্ভ উদ্ধার করিয়া রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ– "মহারাজ ইহা কি পর্যাপ্ত? ইহাতে কি আপনার প্রয়োজন সাধিত হইবে?"

'রাজা মহাসুদর্শন কহিলেন ঃ– "গৃহপতি, ইহা পর্যাপ্ত, ইহাতে আমার প্রয়োজন সাধিত হইবে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ গৃহপতিরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৭। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট পরিণায়করত্নের আবির্ভাব হইল– তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, রাজা মহাসুদর্শনকে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠার যোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত করাইতে সমর্থ।'

তিনি রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ঃ– "দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনুশাসন করিব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ পরিণায়করত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই সপ্তরত্ন সমন্বিত ছিলেন।'

১৮। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চারি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কি কি? আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা বহুলাংশে অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরম বর্ণসৌন্দর্যশালী ছিলেন। আনন্দ ইহাই রাজা মহাসুদর্শনের প্রথম ঋদ্ধি।'

১৯। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাঁহার স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্যের অপেক্ষা বহুলাংশে দীর্ঘ ছিল। আনন্দ, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় ঋদ্ধি।'

২০। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা নীরোগ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৈহিক ক্লেশমুক্ত ছিলেন, নাতিশীতোষ্ণ পরিপাক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আনন্দ, ইহাই রাজার তৃতীয় ঋদ্ধি।'

২১। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ পিতা পুত্রগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইরূপ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ, আনন্দ, পুত্রগণ পিতার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ উদ্যান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন ঃ– "দেব মন্দ মন্দ গমন করুন, যাহাতে আমরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আপনার দর্শনলাভ করিতে পারি!" রাজাও সারথিকে কহিলেন ঃ– "সারথি, ধীরে ধীরে রথ চালনা কর, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দেখিতে পাই।" আনন্দ, ইহাই রাজা মহাসুদর্শনের চতুর্থ ঋদ্ধি।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই চারি ঋদ্ধি সমন্বিত ছিলেন।'

২২। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি এই তালকুঞ্জের মধ্যে প্রতি শতধনু অন্তর পুষ্করিণী খনন করাইব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই তালকুঞ্জে প্রতি শতধনু অন্তর পুষ্করিণীসমূহ খনন করাইলেন। ঐ সকল পুষ্করিণী চারি প্রকার ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল– স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়, এই চারি প্রকার। আনন্দ, ঐ সকল পুষ্করিণীর চারি প্রকারের চারিটি করিয়া সোপান ছিল– একটি সোপান সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদুর্যময় এবং একটি স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ; রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ; বৈদুর্যময় সোপানের বৈদুর্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদুর্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল। আনন্দ, ঐ পুষ্করিণীসমূহ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল; রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল।'

২৩। 'অতঃপর আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি এই সকল পুষ্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্বজনদুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীকসমূহ রোপণ করিব।" আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ঐ সকল পুষ্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্বজন-দুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, এবং পুণ্ডরীক রোপণ করিলেন।'

'তদনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি এই সকল পুষ্করিণীর তীরে্লাপক পুরুষ নিযুক্ত করিব, তাহারা আগতাগত জনগণকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ল্লান করাইবে।” আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই সকল পুষ্করিণীর তীরে্লাপক পুরুষ নিযুক্ত করিলেন, তাহারা আগতাগত জনগণক্লে্লান করাইবে।

‘তৎপরে, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– “আমি এই সকল পুষ্করিণীর তীরে দানের প্রতিষ্ঠা করিব– অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিরণ্যার্থীকে হিরণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।” আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই সকল পুষ্করিণীর তীরে দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন– অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিরণ্যার্থীকে হিরণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।’

২৪। ‘আনন্দ, তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ প্রভূত ধন-সম্পত্তিসহ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন ঃ– “দেব, এই সকল প্রভূত ধন-সম্পত্তি আপনারই জন্য আহৃত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।”

“ক্ষান্ত হউন, আমারও ন্যায় সঙ্গত বলিরূপে সংগৃহীত প্রভূত ধন-সম্পত্তি আছে। আপনারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনাদেরই ভোগ্য হউক, আমার নিকট হইতে আরও গ্রহণ করুন।”

‘তাঁহারা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া একপ্রান্তে গমন করিয়া চিন্তা করিলেন ঃ– “এই সকল ধন-সম্পত্তি পুনরায় স্বগৃহে লইয়া যাওয়া আমাদের উচিত নয়। অতএব, আমরা রাজা মহাসুদর্শনের নিমিত্ত বাসস্থান নির্মাণ করিব।”

‘তাঁহারা রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ঃ– “দেব, আপনার জন্য গৃহনির্মাণ করিব।”

‘তখন, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।’

২৫। ‘অনন্তর, আনন্দ, দেবরাজ ইন্দ্র স্বচিত্তে রাজা মহাসুদর্শনের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া দেবপুত্র বিশ্বকর্মাকে কহিলেন ঃ– “সৌম্য বিশ্বকর্মা! রাজা মহাসুদর্শনের নিমিত্ত ধর্মপ্রাসাদ নামক বাসভবন নির্মাণ কর।”

‘আনন্দ, দেবপুত্র বিশ্বকর্মা ‘তথাস্তু’ বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া রাজা মহাসুদর্শনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরে, আনন্দ, তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ– “দেব, আপনার নিমিত্ত ধর্ম নামক প্রাসাদ নির্মাণ করিব।”

‘আনন্দ, রাজা মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে দেবপুত্র বিশ্বকর্মা রাজার নিমিত্ত ধর্ম-প্রাসাদ নামক বাসভবন নির্মাণ করিলেন।’

২৬। ‘আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘে যোজন পরিমাণ হইল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তারে অর্ধযোজন পরিমাণ হইল।’

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের ত্রিপুরুষোচ্চ ভিত্তি চতুর্বর্ণ ইষ্টকে নির্মিত হইল– সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের চতুর্বর্ণের চতুরশীতি সহস্র স্তম্ভ ছিল– সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ চতুর্বর্ণ বিশিষ্ট আসনে সজ্জিত ছিল– সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের চতুর্বিংশতি সংখ্যক চতুর্বিধ সোপান ছিল– সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ; রজতময় সোপানের রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ; বৈদুর্যময় সোপানের বৈদুর্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদুর্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদে চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল, উহারা চতুর্বিধ– সুবর্ণময়, রৌপ্যময় বৈদুর্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় কূটাগারে রজতময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল; রজতময় কূটাগারে সুবর্ণময় পালঙ্ক, বৈদুর্যময় কূটাগারে গজদন্ত নির্মিত পালঙ্ক, স্ফটিকময় কূটাগারে সারময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল। সুবর্ণময় কূটাগারের দ্বারে রৌপ্যময় তালবৃক্ষ ছিল, উহার রৌপ্যময় স্কন্ধ, সুবর্ণময় পত্র ও ফল; রজতময় কূটাগারের দ্বারে সুবর্ণময় তালবৃক্ষ, উহার সুবর্ণময় স্কন্ধ, রজতময় পত্র ও ফল; বৈদুর্যময় কূটাগারের দ্বারে স্ফটিকময় তালবৃক্ষ, উহার স্ফটিকময় স্কন্ধ, বৈদুর্যময় পত্র ও ফল, স্ফটিকময় কূটাগারের দ্বারে বৈদুর্যময় তালবৃক্ষ, উহার বৈদুর্যময় স্কন্ধ, স্ফটিকময় পত্র ও ফল।'

২৭। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য সর্বসুবর্ণময় তালবন নির্মাণ করিব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবা বিহারের নিমিত্ত সর্বসুবর্ণময় তালবন নির্মাণ করিলেন।'

২৮। 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

২৯। 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুইটি কিঙ্কিণী জালে পরিবেষ্টিত ছিল, একটি জাল সুবর্ণময়, অপর রৌপ্যময়; সুবর্ণজালের রৌপ্যকিঙ্কিণী এবং রৌপ্যজালের সুবর্ণকিঙ্কিণী ছিল। আনন্দ, বাতালোড়িত ঐ কিঙ্কিণী জাল হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্যতাল নিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই, আনন্দ, ঐ সকল কিঙ্কিণী জাল বাতালোড়িত হইলে উহা হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, ঐ সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই কিঙ্কিণী জালের শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩০। 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য হইল, উহা চক্ষু অন্ধকর হইল। আনন্দ, যেরূপ বর্ষার শেষমাসে শারদ সময়ে নির্মল মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে উদীয়মান আদিত্য দুর্নিরীক্ষ্য হয়, অন্ধকার হয়, এইরূপই, আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুর্দর্শ ও অন্ধকর হইল।'

৩১। 'অনন্তর আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি ধর্ম-প্রাসাদের সম্মুখে ধর্মনামক পুষ্করিণী খনন করাইব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ধর্ম-প্রাসাদের সম্মুখে ধর্ম নামক পুষ্করিণী খনন করাইলেন।

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী পূর্বে ও পশ্চিমে দৈর্ঘে যোজন পরিমিত ছিল; উত্তর ও দক্ষিণে অর্ধযোজন বিস্তারসম্পন্ন ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী চতুর্বিধ ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল, একপ্রকার সুবর্ণময়, একপ্রকার রৌপ্যময়, একপ্রকার বৈদুর্যময়, একপ্রকার স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণীর চতুর্দিকে চতুর্বিংশতি সোপান ছিল, এক সুবর্ণময়, এক রৌপ্যময়, এক বৈদুর্যময়, এক স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; বৈদুর্যময় সোপানের বৈদুর্যময় স্তম্ভ এবং স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ এবং বৈদুর্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়। সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; রৌপ্যময় বেদিকার রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

৩২। 'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদুর্যময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রৌপ্যময় পত্র ও ফল ছিল। রৌপ্যময় তালের রৌপ্যময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদুর্যময় তালের বৈদুর্যময় স্কন্ধ এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল; স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদুর্যময় পত্র ও ফল; লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মরকতময় পত্র ও ফল; মরকতময় তালের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মরকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল; সর্বরত্নময় তালের সর্বরত্নময় স্কন্ধ এবং সর্বরত্নময় পত্র ও ফল ছিল। আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য তাল-নিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, ঐ সময় রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালপংক্তির শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩৩। 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের নির্মাণকার্য এবং ধর্ম-পুষ্করিণীর খনন কার্য সম্পন্ন হইলে রাজা মহাসুদর্শন ঐ সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানিত ছিলেন তাঁহাদের সর্বকামনা পূর্ণ করিয়া ধর্ম প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।'

(প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। 'অতঃপর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ মহাপরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা কোন্ কর্মের ফল, কোন্ কর্মের বিপাক?"

'তখন, আনন্দ, রাজা সুদর্শনের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ পরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা তিন কর্মের ফল, তিন কর্মের বিপাক– দান, দম এবং সংযম।"

২। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে গমনপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মুখ হইতে উদান নির্গত হইল ঃ– "কাম-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, ব্যাপাদ-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, বিহিংসা-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও। কাম-বিতর্ক আর নয়! ব্যাপাদ-বিতর্ক আর নয়! বিহিংসা বিতর্ক আর নয়!"

৩। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে প্রবেশপূর্বক সুবর্ণময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন এবং কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহারপূর্বক তিনি কায়ে সুখ অনুভব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ কহিয়া থাকেন “উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী,” এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমনে না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিলেন।’

৪। ‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুবর্ণময় কূটাগারে প্রবেশপূর্বক রজতময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক, দুইদিক– এইরূপে যথাক্রমে চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিলেন। তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ, সর্বলোক সর্বদিক নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রীসহগত চিত্তের দ্বারা– বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয় অবৈর এবং অহিংসা দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন ..... করুণাসহগত চিত্তের দ্বারা ..... মুদিতাসহগত চিত্তের দ্বারা ..... উপেক্ষাসহগত চিত্তের দ্বারা এক, দুই– যথাক্রমে চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন।’

৫। ‘আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর ছিল।’

‘ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ ছিল।’

‘মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল।’

‘চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক ছিল– কদলীমৃগ-প্রত্যস্তরণসম্পন্ন গোণক এবং পটলিকাস্তৃত চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট।’

‘উপোসখ নাগরাজা প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী ছিল– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘বলাহক অশ্বরাজপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব ছিল– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ ছিল– সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।’

‘মণিরত্নপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র মণি ছিল।’

‘সুভদ্রা দেবীপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী ছিল।’

‘গৃহপতি রত্নপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি ছিল।’

‘পরিণায়ক রত্নপ্রমুখ চতুরশীতি ক্ষুদ্র রাজা ছিল।’

‘দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু ছিল।’

‘চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র ছিল।’

‘চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক ছিল, উহাতে সায়ংকালে ও প্রাতে অন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবেশিত হইত।'

৬। 'আনন্দ, ঐ সময় রাজা মহাসুদর্শনের চতুরশীতি সহস্র হস্তী সায়াহ্নে ও প্রাতে তাঁহার সেবায় আসিত। রাজা চিন্তা করিলেন ঃ– "এই সকল চতুরশীতি সহস্র হস্তী সন্ধ্যায় ও প্রাতে আমার সেবায় আগমন করে। এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বি-চত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবায় আগমন করুক।"

'অনন্তর, আনন্দ, রাজা পরিণায়করত্নকে কহিলেন ঃ– "সৌম্য পরিণায়করত্ন! এই সকল চতুরশীতি সহস্র হস্তী সায়াহ্নে ও প্রাতে আমার সেবায় আগমন করে, এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বিচত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবায় আগমন করুক।"

'আনন্দ, পরিণায়করত্ন "দেব, তথাস্তু" কহিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর, আনন্দ, পরবর্তীকালে প্রতি শত বর্ষের অবসানে দ্বিচত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক এক একবার মহাসুদর্শনের সেবায় আসিতে লাগিল।'

৭। 'তদনন্তর, আনন্দ, বহু শত, বহু সহস্র, বহু শত সহস্র বৎসরের অবসানে সুভদ্রা দেবীর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল ঃ– "আমি বহুদিন রাজা মহাসুদর্শনের দর্শন লাভ করি নাই, অতএব আমি তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গমন করিব।"

'তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অন্তঃপুরচারিনীগণকে কহিলেন ঃ– "তোমরা স্নান করিয়া পীতবস্ত্র পরিধান কর, আমি বহুকাল রাজা মহাসুদর্শনকে দেখি নাই, আমরা রাজা মহাসুদর্শনের দর্শনার্থে গমন করিব।"

"আর্যে, তথাস্তু" বলিয়া অন্তঃপুরনারীগণ সুভদ্রা দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্নান সমাপনান্তে পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সুভদ্রাদেবীর নিকট গমন করিল।'

'তখন, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী পরিণায়করত্নকে কহিলেন ঃ– "সৌম্য পরিণায়করত্ন! চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত কর। আমরা রাজা মহাসুদর্শনকে বহু দিন দেখি নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিব।"

'আনন্দ, "দেবি, তথাস্তু" বলিয়া পরিণায়করত্ন সুভদ্রাদেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করিয়া সুভদ্রাদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন ঃ– "দেবি, চতুরঙ্গিনী সেনা প্রস্তুত, এখন দেবীর ইচ্ছা।"

৮। 'তখন, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী চতুরঙ্গিনী সেনাসহ পুরনারীগণের সহিত ধর্ম-প্রাসাদে গমন করিলেন, এবং প্রাসাদে আরোহণপূর্বক মহাব্যূহ কূটাগারে গমন করিয়া উহার দ্বারবাহু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।'

'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ– "বৃহৎ জনতার শব্দ, ইহার অর্থ কি?" তৎপরে তিনি মহাব্যূহ কূটাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুভদ্রাদেবীকে দ্বারবাহু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান দেখিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন ঃ– “দেবি, এই স্থানেই অবস্থান কর, প্রবেশ করিও না।”

৯। ‘অতঃপর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন জনৈক কর্মচারীকে কহিলেন ঃ– “তুমি মহাব্যূহ কূটাগার হইতে সুবর্ণময় পালঙ্ক বাহির করিয়া সর্বসুবর্ণময় তালবনে স্থাপন কর।”

‘আনন্দ, কর্মচারী ‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক মহাব্যূহ কূটাগার হইতে সুবর্ণময় পালঙ্ক বহিষ্কৃত করিয়া সর্বসুবর্ণময় তালবনে স্থাপন করিলেন।’

‘তৎপরে, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন পাদোপরি পাদ স্থাপনপূর্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া সিংহ-শয্যায় শয়ন করিলেন।’

১০। আনন্দ, তখন সুভদ্রাদেবী চিন্তা করিলেন ঃ– “রাজা মহাসুদর্শনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শান্ত! ছবিবর্ণ পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত! রাজা মহাসুদর্শনের যেন মৃত্যু না হয়!”

‘তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ– “দেব, রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।”

“ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি প্রাসাদ, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।”

“মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।”

“আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক– সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ প্রত্যস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।”

“উপোসখ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।’

“দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।”

“বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ– সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কামনা করুন।"

"মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"স্ত্রীরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, আপনার দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

১১। 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে রাজা মহাসুদর্শন সুভদ্রাদেবীকে কহিলেন ঃ– "দেবি, তুমি দীর্ঘকাল আমার সহিত ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ আচরণ করিয়াছ, অথচ আমার অন্তিমকালে তুমি যে আচরণ করিতেছ তাহা অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ।"

"দেব, তবে আমি কিরূপ আচরণ করিব?"

"দেবি, তুমি বল ঃ– দেব! যাহা কিছু আমাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ তৎসমুদয় হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে সে নিন্দিত হয়।'

"দেব, কুশাবতী রাজধানী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক– সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগপ্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চন্দ্রাতপশোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, উপোসখ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ– সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল-নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

১২। 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে সুভদ্রাদেবী রোদন ও অশ্রুমোচন করিলেন। অতঃপর, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী অশ্রু মুছিয়া রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ– 'সর্ববিধ প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইতে বিভিন্নতা, বিচ্ছেদ ও পার্থক্য হয়। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে সে নিন্দিত হয়।'

"দেব, কুশাবতী রাজধানী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর; ইহাতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক– সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগপ্রত্যাস্তরণ সম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, উপোসথ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব– সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ– সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল-নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।”

১৩। ‘আনন্দ, তৎপরে রাজা মহাসুদর্শন অনতিবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিলেন। আনন্দ, যেরূপ উত্তম আহারান্তে গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়া থাকেন, রাজা মহাসুদর্শনের অন্তিমকালের বেদনাও সেইরূপ হইয়াছিল। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মৃত্যুর পর সুখময় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজকুমারের জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর গৃহী হইয়া ধর্ম-প্রাসাদে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি চারি ব্রহ্মবিহারের ভাবনা করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

১৪। ‘আনন্দ, তোমার মনে হইতে পারে, “অপর কেহ ঐ সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলেন, কিন্তু, আনন্দ, তাহা নয়। আমি ঐ সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলাম।’

‘রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর আমারই ছিল;

‘ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ আমারই ছিল;

‘মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার আমারই ছিল;

‘ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক– সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ-প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট– আমারই ছিল;

‘উপোসখ নামক নাগরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী– সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত– আমারই ছিল;

‘বলাহক নামক অশ্বরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত– আমারই ছিল;

‘বৈজয়ন্ত নামক রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ– সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত– আমারই ছিল;

‘মণিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রত্ন আমারই ছিল;

‘সুভদ্রাদেবী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী আমারই ছিল;

‘গৃহপতিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি আমারই ছিল;

‘পরিণায়করত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা আমারই ছিল;

‘দুকূল-বন্ধন ও কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু আমারই ছিল;

‘চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র– আমারই ছিল;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক– আমারই ছিল;

১৫। 'আনন্দ, ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র নগরের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি বাস করিতাম, উহা রাজধানী কুশাবতী।'

'চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা ধর্ম-প্রাসাদ।'

'চতুরশীতি সহস্র কূটাগারের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা মহাব্যূহ কূটাগার।'

'চতুরশীতি সহস্র পালঙ্কের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি উপবেশন করিতাম, উহা সুবর্ণময়, রজতময়, দন্তময় অথবা সারময়।

'চতুরশীতি সহস্র নাগের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা উপোসথ নাগরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র অশ্বের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বলাহক অশ্বরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র রথের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বৈজয়ন্ত রথ।'

'চতুরশীতি সহস্র স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল যে ঐ সময় আমার সেবায় রত থাকিত– ক্ষত্রিয়ানী অথবা বেলামিকানী।'

'ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র কোটি বস্ত্রের মধ্যে একটি ছিল– সূক্ষ্ম, ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় অথবা কম্বল নির্মিত– যাহা আমি পরিধান করিতাম।'

'চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাকের মধ্যে একটি ছিল যাহা হইতে আমি নালি পরিমিত উৎকৃষ্ট অন্ন অনুরূপ ব্যঞ্জনসহ গ্রহণ করিতাম।'

১৬। 'আনন্দ, দেখ, ঐ সকল বস্তু, অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত। এইরূপই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অনিত্য, এতই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অধ্রুব, এতই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অবিশ্বাস্য। অতএব, আনন্দ, সর্বসংস্কারে বিরাগোৎপাদনই উচিত, উহা হইতে বিবিক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত।'

১৭। 'আনন্দ, আমি স্মরণ করিতেছি যে, এইস্থানে আমি ছয়বার দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যখন আমি এই স্থানে ধর্মপরায়ণ রাজচক্রবর্তী, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমার সপ্তম দেহ নিক্ষেপ হইয়াছিল। আনন্দ, দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মার লোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যের মধ্যে আমি এমন কোন স্থানই দেখিতেছি না যেখানে আমি অষ্টমবার দেহ নিক্ষেপ করিব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান এইরূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ–

সংস্কারসমূহ অনিত্য, তাহারা উৎপত্তি
ও ধ্বংসশীল, উৎপন্ন হইয়া তাহারা
নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।'

(মহাসুদর্শন সূত্রান্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮। জনবসভ সুত্তন্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান নাদিকে ইষ্টক নির্মিত ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ভগবান চতুর্দিকস্থ জনপদসমূহে– কাশী ও কোশলে, বজ্জী ও মল্লে, চেতি ও বংসে, কুরু ও পঞ্চালে, মৎস্য ও সুরসেনে– বুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা মৃত তাঁহাদের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি করতেন ঃ– "অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। নাদিকের পঞ্চাশাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। নাদিকের পঞ্চশতাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই, এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।"

২। নাদিকের বুদ্ধ ভক্তগণ উহা শুনিল এবং ভগবান তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের সমাধান করিলে তাহারা হৃষ্ট, প্রমুদিত প্রীতি ও সৌমনস্যজাত হইল।

৩। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আয়ুষ্মান আনন্দের কর্ণগোচর হইল।

৪। তখন তিনি চিন্তা করিলেন ঃ– 'মগধেরও বহু অভিজ্ঞ বুদ্ধভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, লোকে মনে করিতে পারে অঙ্গ ও মগধ পরলোকগত বুদ্ধভক্ত শূন্য। তাহারাও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবান ছিল, পরিপূর্ণ শীলাচারসম্পন্ন ছিল। ভগবান তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ধার্মিক, ধর্মরাজ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, নগর ও জনপদবাসীগণের হিতসাধক ছিলেন। জনসাধারণও ঘোষণা করিতেছে, "সেই ধার্মিক ধর্মরাজ আমাদিগের এত সুখের বিধান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! সেই ধার্মিক ধর্মরাজের রাজ্যে আমরা কত সুখে বাস করিয়াছি।" তিনিও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবান ছিলেন, পরিপূর্ণ শীলাচারসম্পন্ন ছিলেন। জনগণ ইহাও ঘোষণা করিয়াছে ঃ– মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ভগবানের যশ কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।" তাঁহার মৃত্যুর পরেও ভগবান তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধালাভপূর্বক সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, ভগবান মগধে সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন মগধে ভগবানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধি লাভ হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত ভগবান সেই স্থানের মৃত বুদ্ধভক্তগণের সম্বন্ধে কোন ঘোষণা করিবেন না? উহাতে মগধের বুদ্ধভক্তগণ হৃদয়ে আঘাত পাইবেন। সে ক্ষেত্রে কেন ভগবান কোন ঘোষণা করিবেন না?'

৫। ৬। আয়ুষ্মান আনন্দ একাকী নির্জনে মগধের বুদ্ধ ভক্তগণের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন। বিবৃতি সমাপনান্তে তিনি আসন হইতে উত্থান এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৭। অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের অল্পকাল পরে পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবরসহ নাদিকে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে ভ্রমণান্তে আহার সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন। "তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব," তিনি এইরূপ সংকল্প করিলেন। ভগবান মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি দর্শন করিলেন। তৎপরে ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান সমাপনান্তে ইষ্টকাবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহার ছায়ায় স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন।

৮। অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ– 'ভগবান শান্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা হেতু ভগবানের মুখবর্ণ দীপ্ত। নিঃসন্দেহ অদ্য ভগবান শান্তিতে বিরাজ করিয়াছেন।'

৯। 'আনন্দ, যখন তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে কহিয়া প্রস্থান করিলে, তখনই আমি নাদিকে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করিলাম। পরে মগধের বুদ্ধ ভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া আসন গ্রহণান্তে সংকল্প করিলাম ঃ– "তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি নিয়তি নির্ণয় করিব।" আনন্দ, আমি মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি দর্শন করিলাম। আনন্দ, তখন এক অদৃশ্য দেবতার ঘোষণা শ্রবণ করিলাম ঃ– "ভগবন! আমি জনবসভ, সুগত! আমি জনবসভ।" আনন্দ, জনবসভ নামধেয় কাহারও কথা তুমি ইতিপূর্বে শুনিয়াছ কি?'

'দেব, জনবসভ নামক কাহারও কথা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। অধিকন্তু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"জনবসভ" নাম শ্রবণে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। আমার মনে হয় যাহার নাম জনবসভ সে কখনও নিকৃ শ্রেণীর দেবতা হইবে না।'

১০। 'আনন্দ, ঐ ঘোষণার পর কান্তিময় বর্ণবিশিষ্ট সেই যক্ষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তখন সে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিল ঃ– "ভগবান, আমি বিম্বিসার, সুগত! আমি বিম্বিসার। দেব, মহারাজ বৈশ্রবণের সহিত ইহাই আমার সপ্তম মিলন। মনুষ্য লোকে রাজারূপে চ্যুত হইবার পর আমি দেবলোকে রাজারূপে জন্মিয়াছি।

এইস্থান হইতে সাত এবং ঐস্থান হইতে সাত,
এই চতুর্দশ পূর্বজন্ম আমি স্মরণ করিতে পারি।

"দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং ঐ নিয়তি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত, আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।"

'আশ্চর্য, অদ্ভুত, আয়ুষ্মান জনবসভ যক্ষের এই উক্তি! "দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং ঐ নিয়তি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত" তিনি ইহাও বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, "আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।" আয়ুষ্মান জনবসভ যক্ষ কিরূপে জানিলেন যে তিনি এই মহান্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন?'

১১। "হে ভগবান, হে সুগত! একমাত্র আপনারই শাসনের আনুকুল্যে। দেব, যে মুহূর্তে আমি ভগবানে একাগ্রচিত্ত এবং অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই আমি জানিয়াছিলাম দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং দীর্ঘকাল ঐ নিয়তি আমার জ্ঞাত ছিল, এক্ষণে আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি। দেব, এক্ষণে মহারাজ বৈশ্রবণ কর্তৃক কোন কার্যোপলক্ষে মহারাজ বিরূঢ়কের নিকট প্রেরিত হইয়াছি; পথিমধ্যে দেখিলাম ভগবান ইষ্টকাবাসে প্রবেশপূর্বক মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তায় ব্যাপৃত এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট ঃ– তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব।" দেব, আশ্চর্য নয়, যখন মহারাজা বৈশ্রবণ তাঁহার সভাকে সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং মহারাজের মুখ হইতে আমি শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি "ঐ সকল ভক্তগণের মরণান্তে কি গতি এবং কি নিয়তি।" তখন আমি চিন্তা করিলাম, 'ভগবানকেও দর্শন করিব এবং এই বিষয়ও ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।' দেব, ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত আমার আসিবার এই দুই কারণ।

১২। দেব, পূর্বে, বহু পূর্বে বর্ষাবাসের প্রারম্ভে উপোসথ দিবসে পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বৃহৎদিব্য পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্বদিকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূপাক্ষ পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এইরূপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত। দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সম্প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণে ও যশে অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" কহিয়া হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্য-যুক্ত হইলেন।

১৩। দেব, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায় স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন ঃ–

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতিসৌমনস্যযুক্ত হইলেন ঃ– "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।"

১৪। অতঃপর দেব যে অর্থে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্মা সভায় উপবিষ্ট এবং একত্রিত হইয়াছিলেন, ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা চারি মহারাজকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনুশাসন প্রদান করিলেন, চারি মহারাজ তখন স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান ছিলেন।

আমন্ত্রিত রাজগণ অনুশাসন গ্রহণপূর্বক বিপ্রসন্নচিত্তে
স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১৫। অনন্তর, দেব, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী বিপুল আলোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তর দিক হইতে উত্থিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিল। অতঃপর, দেব, দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ– "হে দেবগণ! যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উত্থিত হইয়া দীপ্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে, আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তির প্রাদুর্ভাব– এই সকল ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্ব নিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে;
বিপুল মহান দীপ্তি– ইহা ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ।

১৬। দেব, তখন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ এবং দর্শন করিয়া গমন করিব" এইরূপ স্থির করিয়া আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

চারি মহারাজও উক্ত প্রকার সংকল্প করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা শুনিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রে মনঃস্থ করিলেন ঃ– এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ ও দর্শন করিয়া গমন করিব।"

১৭। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন তখন তিনি স্থূলদেহে আত্মপ্রকাশ করেন। দেব, যাহা ব্রহ্মার প্রকৃত রূপ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শনের বহির্ভূত। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বর্ণ ও যশে অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করেন। দেব, যেরূপ সুবর্ণবিগ্রহ মনুষ্যবিগ্রহকে প্রভায় পরাজিত করে, সেইরূপ যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন হইতে উত্থানও করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। দেব, নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৮। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নির্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। দেব, যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যাস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া এই সকল গাথা দ্বারা স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন ঃ–

'ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।'

১৯। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, এইরূপ ভাষণকালে ব্রহ্মা সনৎকুমারের স্বর অষ্টাঙ্গসমন্বিত হইয়াছিল,– সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর, এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। দেব, যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গসমন্বিত হয় তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

২০। তৎপরে, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার তেত্রিশটি আত্মভাব নির্মাণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের প্রত্যেকের পালঙ্কে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! আপনাদের অভিমত কি? ভগবান জগতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত, বহুজনের হিত ও সুখ সাধনার্থ সর্বতোভাবে নিযুক্ত। যাঁহারাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইয়া শীলপালনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহের ধ্বংসে মরণান্তে কেহ কেহ পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ যাম দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ ..... চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। যাঁহারা সর্বাপেক্ষা হীনদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

২১। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, 'যিনি আমার পালঙ্কে উপবিষ্ট তিনিই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিয়াছেন।'

একজন কথা কহিলে সর্বমূর্তিই ঐরূপ করিলেন,
একজন মৌন রহিলে সকলেই ঐরূপ রহিলেন।
ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ মনে করিলেন 'যিনি আমার
পালঙ্কে, মাত্র তিনিই কহিতেছেন।'

২২। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার একপ্রান্তে আগমপূর্বক দেবরাজ শক্রের পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! আপনারা কি মনে করেন? ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে চারি ঋদ্ধিপাদ কতই সর্বাঙ্গসম্পন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে! চারি ঋদ্ধিপাদ কি কি? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীর্য-সমাধি ..... চিত্ত-সমাধি ..... মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এই চারি ঋদ্ধিপাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অতীতকালে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই চারি ঋদ্ধিপাদের বিকাশ এবং অনুশীলন হেতুই উহা লাভ করিয়াছেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধিপাদের বিকাশ সাধন এবং অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিবেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এক্ষণে বহুবিধ ঋদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনা ও অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিয়াছেন। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! আমারও ঐরূপ ঋদ্ধিবল আপনারা দেখিতেছেন?

'ব্রহ্মা, আমরা দেখিতেছি।'

'দেবগণ! আমিও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনা ও অনুশীলন হেতু এইরূপ মহানুভাব এবং গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছি।

২৩। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ত্রিবিধ পথ সুনির্ণীত হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? ত্রিবিধ পথ কি কি?

'দেবগণ! কেহ কাম এবং অকুশলধর্মে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন। তিনি পরবর্তী কালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আর্যধর্ম শ্রবণ করিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করিয়া, কাম ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপে তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেরূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ যিনি কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হন, তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত প্রথম পথ।'

২৪। 'পুনশ্চ, দেবগণ, কাহারও স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পরবর্তীকালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। আর্যধর্ম শ্রবণ করিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হয়। ঐরূপে তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেরূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইরূপই স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হইলে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত দ্বিতীয় পথ।'

২৫। 'পুনশ্চ, দেবগণ, কেহ 'ইহা কুশল', 'ইহা অকুশল', ইহা সাবদ্য', ইহা অনবদ্য', 'ইহা সেবিতব্য', 'ইহা অসেবিতব্য', 'ইহা হীন', 'ইহা প্রণীত', 'ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত'– ইহা, যথার্থরূপে জানেন না। তিনি পরবর্তীকালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। ঐরূপ করিয়া তিনি 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল', 'ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য', ইহা সেবিতব্য' ইহা অসেবিতব্য,' ইহা হীন, ইহা প্রণীত', ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত',– ইহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন। এইরূপ জানিয়া ও দেখিয়া তাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হয়, বিদ্যার উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিদ্যার উৎপত্তি হইলে তাঁহার সুখ-প্রাপ্তি হয়, এবং উহা হইতে পুনরায় সৌমনস্য প্রাপ্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত তৃতীয় পথ।'

'দেবগণ, এই সকলই ভগবান, সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত ত্রিবিধ পথ।'

২৬। দেব, এইরূপ কহিয়া ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চারি স্মৃতি-প্রস্থান সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনে করেন? চারি স্মৃতি-প্রস্থান কি কি? ভিক্ষু উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তুজনিত অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যত্ম-নিবিষ্ট ও কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন। ঐরূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্মল হইলে তিনি অন্তবহির্ভূত পর-কায়ে পূর্ণ জ্ঞানলব্ধ হন। তিনি উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তুজনিত অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যত্ম-নিবিষ্ট ও বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া ..... চিত্তে চিত্তানুপশ্যী ..... ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন। ঐরূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত সুনির্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত ও সুনির্মল হইলে তিনি অন্তবহির্ভূত পরবেদনা, পরচিত্ত ও পরধর্মে পূর্ণজ্ঞান লব্ধ হন।

'দেবগণ! ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই চারি স্মৃতি-প্রস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।'

২৭। দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্তৃক সম্যক-সমাধির ভাবনা ও পূর্ণতার জন্য যে সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? ঐ সকল কি কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি। এই সপ্ত অঙ্গের দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, উহাই উপনিশ্রয় এবং পরিষ্কার সহ আর্য সম্যক-সমাধি কথিত হয়। সম্যক সংকল্প দ্বারা সম্যক দৃষ্টি রক্ষিত হয়, সম্যক বাক্ দ্বারা সম্যক সংকল্প রক্ষিত হয়, সম্যক কর্মান্ত কর্তৃক সম্যক বাক্ রক্ষিত হয়, সম্যক আজীব কর্তৃক সম্যক কর্মান্ত রক্ষিত হয়, সম্যক ব্যায়াম কর্তৃক সম্যক আজীব রক্ষিত হয়, সম্যক স্মৃতি কর্তৃক সম্যক ব্যায়াম রক্ষিত হয়, সম্যক সমাধি কর্তৃক সম্যক স্মৃতি রক্ষিত হয়, সম্যক জ্ঞান কর্তৃক সম্যক সমাধি রক্ষিত হয়, সম্যক বিমুক্তি কর্তৃক সম্যক জ্ঞান রক্ষিত হয়।

'দেবগণ! যদি কোন সম্যক বাক্যের কথনকারী কহেন ঃ– "ভগবান কর্তৃক স্বাখ্যাত ধর্ম সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্বজগতকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য; নির্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!" তাহা হইলে তাঁহার বাক্য সত্যই হইবে। কারণ ভগবান কর্তৃক ঘোষিত ধর্ম সত্যই উক্ত প্রকার এবং নির্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!

'দেবগণ! যাঁহারা বুদ্ধে, ধর্মে ও সঙ্ঘে অচলশ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্য কান্তশীল সমন্বিত; এবং চতুর্বিংশতি-শত সহস্রাধিক ধর্মবিনীত দেবতা– মগধের মৃত বুদ্ধ ভক্তগণ– সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদের আর দুঃখময় পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই, সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি। এই স্থানে সকৃদাগামীও আছেন,

অপরাপর পুণ্যবান প্রাণীও আছেন,
কিন্তু আমি তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করণে
অক্ষম, কারণ আমার গণনা ভ্রান্ত
হইতে পারে।

২৮। দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। তিনি এইরূপ কহিলে মহারাজ বৈশ্রবণের চিত্তে বিতর্কের উদয় হইল ঃ– 'আশ্চর্য, অদ্ভুত যে এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।'

দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে বৈশ্রবণ মহারাজের চিত্ত-বিতর্ক অবগত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

'মহারাজ বৈশ্রবণ! আপনি কি মনে করেন? অতীতকালেও এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইবে।'

২৯। ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ কহিলেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে কথিত বাক্য মহারাজ বৈশ্রবণ স্বয়ং তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পরিষদকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। বৈশ্রবণ মহারাজ যখন তাঁহার পরিষদকে উহা জ্ঞাপন করিতেছিলেন তখন জনবসভ যক্ষ তাঁহার মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ভগবানকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান জনবসভ যক্ষের মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া এবং স্বয়ং উহা অভিজ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উহা জ্ঞাপন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণকে, ভিক্ষুণীগণকে উপাসক ও উপাসিকাগণকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে এই ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশাল হইয়া মনুষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইল।

(জনবসভ সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯। মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় পরম সৌন্দর্যশালী গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ রাত্রির অবসানে সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব! ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের মুখ হইতে আমি যাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি তাহা ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।'

ভগবান কহিলেন, 'পঞ্চশিখ, তুমি নিবেদন কর।'

২। দেব, পূর্বে বহু পূর্বে পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে প্রবারণা উৎসবে পূর্ণিমা রাত্রিতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া সুধর্মা সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য-পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্বদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূপাক্ষ পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য-পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এইরূপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত। দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সম্প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণে ও যশে অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" কহিয়া হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্য-যুক্ত হইলেন।

৩। দেব তখন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায় স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন ঃ–

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন ঃ– "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।"

৪। দেব, তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের সন্তুষ্টি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

"দেবগণ! আপনার সেই ভগবানের যথার্থ আটটি গুণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?"

"দেব, আমরা উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি" তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন।"

৫। "ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ! আপনারা কি মনে করেন? ভগবান জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের হিত ও মঙ্গল সাধনে, বহু জনের সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য বিধানে কতই নিরত! এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও না।"

৬। "ভগবানের ধর্ম স্বাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্বজগতকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তিপ্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য। এরূপ মুক্তিপ্রদায়ী উপদেষ্টা, এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৭। "ইহা কুশল, ইহা অকুশল"– ইহা ভগবান কর্তৃক উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা নিন্দনীয়, ইহা অনিন্দ্য– ইহা অনুসরণের যোগ্য, ইহা যোগ্য নহে; ইহা হীন, ইহা প্রণীত; ইহা সমাংশযুক্ত অমঙ্গল ও মঙ্গলের মিশ্রণ– ভগবান ইহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুসমূহের গুণের এতাদৃশ প্রকাশক শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৮। "ভগবান শ্রাবকদিগের নিকট নির্বাণগামী মার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ মার্গ ও নির্বাণ সহগামী। যেরূপ গঙ্গাজল ও যমুনাজল একত্রে প্রবাহিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপই ভগবান কর্তৃক শ্রাবকগণের নিকট প্রকাশিত নির্বাণগামী মার্গ, নির্বাণ এবং উহার মার্গ সহগামী। নির্বাণগামী মার্গের এরূপ প্রকাশক শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৯। "ভগবান সহায়সম্পন্ন, মার্গে ভ্রাম্যমান শিক্ষার্থী এবং উদ্‌যাপিত ব্রহ্মচর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষীণাস্রব উভয়ই তাঁহার সহচর। ভগবান তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন না হইয়া একত্রবাসে আনন্দলাভ করিয়া অবস্থান করেন। এরূপ সহবাসানন্দরত শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১০। "ভগবানের লাভ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত যে, মনে হয়, ক্ষত্রিয়গণের সকলেই তাঁহার অনুরাগী, মদহীন হইয়া ভগবান আহার গ্রহণ করেন। এরূপ বিগত মদ হইয়া আহার গ্রহণশীল শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১১। "ভগবান বাক্যানুরূপ কর্মের কারক, কর্মানুরূপ বাক্যের কথনকারী, এরূপ যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১২। "ভগবান বিচিকিৎসোত্তীর্ণ, নিঃশঙ্ক, আদি-ব্রহ্মচর্যের উদ্‌যাপনরূপ সংকল্পে সিদ্ধি প্রাপ্ত। এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা– একমাত্র ভগবান ব্যতীত– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

দেব! দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের এই আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ ভগবানের আটটি যথার্থ গুণের এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অধিকতর আনন্দিত প্রমুদিত, প্রীতি ও সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।

১৩। দেব! তৎপরে কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন ঃ–

"অহো দেবগণ! যদি চারিজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন! তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন ঃ–

'দেবগণ! চারি সম্যকসম্বুদ্ধের ত কথাই নাই, যদি তিনজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন, তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন ঃ–

"দেবগণ! তিন জন সম্যকসম্বুদ্ধের ত কথাই নাই। যদি দুইজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন; তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। দেব! এইরূপ উক্ত হইলে দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

"দেবগণ! একই লোকধাতুতে যে দুইজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ একই সময়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব, এরূপ পরিস্থিতির অবকাশ নাই। ইহা সম্ভব নহে। দেবগণ! ভগবান নীরোগ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হইয়া অবস্থান করুন! উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইবে, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইবে, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইবে।"

অতঃপর, দেব, যে বিষয়ের নিমিত্ত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ঐ বিষয়ে চিন্তা ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সম্পর্কে যাহা কথিত ও উপদিষ্ট হইল, চারি মহারাজ, স্বীয় স্বীয় আসনে স্থিত হইয়া– স্থানান্তরে গমন না করিয়া– উহা গ্রহণ করিলেন।

কথিত বাক্য ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজগণ
প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় স্বীয় আসনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১৫। অনন্তর, দেব, উত্তর দিকে বিশাল আলোক উৎপন্ন হইল, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

"দেবগণ! যখন নিমিত্ত সমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে, দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে। আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তির প্রাদুভাব ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্বনিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব
হইবে, বিপুল মহান দীপ্তি ব্রহ্মার আবির্ভাবের লক্ষণ।

দেব! তখন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন ঃ– "এই দীপ্তির পরিণতি জ্ঞাত হইব, উহা হইতে প্রসূত ফল দর্শন করিয়া যাইব।" চারি মহারাজও আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইয়া উক্তরূপ সংকল্প করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলেই সম্মত হইয়া অনুরূপ সংকল্প গ্রহণ করিলেন।"

১৬। দেব! যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হন, তখন তিনি তদুদ্দেশ্যে নির্মিত স্থূল দেহে আত্মপ্রকাশ করেন। যাহা ব্রহ্মার স্বাভাবিক রূপ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চক্ষুপথের অতীত। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব! যেরূপ সুবর্ণ বিগ্রহ মনুষ্য দেহকে ঔজ্জ্বল্যে পরাভূত করে, সেই রূপেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইবার কালে ব্রহ্মা সনৎকুমার অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। যখন ব্রহ্মা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' ব্রহ্মা সনৎকমুার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। দেব! নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৭। দেব! অতঃপর ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া অদৃশ্য থাকিয়া এই সকল গাথার দ্বারা অনুমোদন করিলেন ঃ–

ইন্দ্র সহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

১৮। দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। এইরূপ ভাষণকালে তাঁহার স্বর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত হইয়াছিল,– সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

১৯। দেব! অতঃপর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

"হে ব্রহ্মা, সাধু! আমরা ইহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্রও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও চিন্তা করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।"

দেব! তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার দেবরাজ ইন্দ্রকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

"দেবরাজ, সাধু! আমরাও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ শ্রবণ করিব।"

"মহাব্রহ্মা! তথাস্তু" বলিয়া দেবরাজ শক্র ব্রহ্মা সনৎকুমারের নিকট ভগবানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিলেন।”

২০-২৭। “মহাব্রহ্মা কি মনে করেন?” [এইরূপ কহিয়া শক্র পুনরায় ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা করিলেন– পদচ্ছেদ সং ২১-২৭][১] ব্রহ্মা সনৎকুমার ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।”

২৮। দেব! তৎপরে ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল স্বভাব নির্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমিভাগে উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

২৯। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ কি মনে করেন? ভগবান কতকাল ধরিয়া মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন?

অতীতে দিসম্পতি নামে রাজা ছিলেন। রাজা দিসম্পতির গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল। রাজা দিসম্পতির রেণু নামে পুত্র ছিল, ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র ছিল। রাজকুমার রেণু, তরুণ জোতিপাল এবং অন্য ছয়জন ক্ষত্রিয় পুত্র– এই আটজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে রাজা দিসম্পতি বিলাপ পরায়ণ হইলেন ঃ–

‘যে সময়ে আমরা ব্রাহ্মণ গোবিন্দের হস্তে সমস্ত কর্তব্য সমর্পণ করিয়া ভোগসুখ নিরত ছিলাম, ঐ সময়েই ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল!’

তখন রাজপুত্র রেণু রাজা দিসম্পতিকে কহিলেন ঃ–

‘দেব! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যুর জন্য আপনি অত্যধিক বিলাপ করিবেন না! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র আছে, ঐ পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত ও অর্থদর্শী। যে সকল কর্ম তাহার পিতার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ঐ সকল জোতিপালের উপর সমর্পিত হউক।’

‘কুমার! তুমি কি তাহাই উচিত মনে কর?’

‘আমি সেইরূপই মনে করি।’

৩০। অতঃপর রাজা দিসম্পতি জনৈক কর্মচারীকে কহিলেন ঃ–

‘তুমি ব্রাহ্মণ জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল ঃ– ব্রাহ্মণ জোতিপালের মঙ্গল হউক, রাজা দিসম্পতি ব্রাহ্মণ জোতিপালকে আহ্বান

---

[১]। ৫ সং পদচ্ছেদ হইতে ১২ সং পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতেছেন, রাজা ব্রাহ্মণ জোতিপালের দর্শনকামী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া কর্মচারী জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

জোতিপাল সম্মত হইয়া রাজা দিসম্পতির নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত শিষ্টাচার সঙ্গত বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা জোতিপালকে কহিলেন ঃ–

'জোতিপাল আমাদের অনুশাসক হউন। তিনি যেন ঐ কার্য করিতে অসম্মত না হন। তাঁহার পৈতৃক স্থানে তাঁহাকে স্থাপিত করিব, তাঁহাকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিব।'

জোতিপাল সম্মত হইলেন।

৩১। অতঃপর রাজা দিসম্পতি জোতিপালকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক স্থানে স্থাপিত করিলেন। অভিষিক্ত ও পৈতৃক স্থানে স্থাপিত হইয়া জোতিপাল যে সকল বিষয় পিতার অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল', ঐ সকলের অনুশাসন করিতে লাগিলেন; যাহা পিতার অনুশাসনের বহির্ভূত ছিল, তাহার অনুশাসন করিলেন না। যে সকল কর্ম তাঁহার পিতা সম্পাদন করিতেন, তিনিও ঐ সকল কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যাহা তাঁহার পিতা করিতেন না, তিনিও উহা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। মনুষ্যগণ কহিতে লাগিল ঃ–

'এই ব্রাহ্মণ গোবিন্দ, মহাগোবিন্দ।' এইরূপে জোতিপালের মহাগোবিন্দ নামের উৎপত্তি হইল।

৩২। অনন্তর মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ছয়জন ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ–

'রাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতায় উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কর্তৃপক্ষগণ রাজপুত্র রেণুকেই তাঁহার স্থলে সম্ভবতঃ অভিষিক্ত করিবেন। ক্ষত্রিয়গণ, আপনারা রাজপুত্র রেণুর নিকট গমনপূর্বক এইরূপ নিবেদন করুন ঃ– "আমরা কুমারের প্রিয়, মনোজ্ঞ ও অপ্রতিকুল মিত্র, যাহাতে কুমারের সুখ তাহাতে আমাদের সুখ, যাহাতে কুমারের দুঃখ তাহাতে আমাদের দুঃখ। রাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতায় উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কর্তৃপক্ষগণ সম্ভবতঃ রাজকুমার রেণুকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। যদি কুমার রাজ্য লাভ করেন, তাহা হইলে আমরাও যেন উহার অংশ প্রাপ্ত হই।"'

৩৩। ক্ষত্রিয়গণ সম্মত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্বক পূর্বোক্তরূপে তাঁহার নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমার রাজ্যে যদি তোমরা সমৃদ্ধ না হইবে, তবে আর কে হইবে? যদি আমি রাজ্য লাভ করি, তোমরা তাহার অংশ পাইবে।'

৩৪। সময়ক্রমে রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইল। কর্তৃপক্ষগণ রাজপুত্র রেণুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রেণু সর্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত হইলেন। তদনন্তর মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ছয় ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ–

'ভদ্রগণ, রাজা দিসম্পতি লোকান্তরিত, রাজ্যে অভিষিক্ত রেণু সর্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত। কে জানে? ভোগানন্দের উন্মাদনা আছে। আপনারা রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলুন ঃ– "রাজা দিসম্পতি মৃত, রেণু রাজ্যে অভিষিক্ত, দেব স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ করেন?"

ক্ষত্রিয়গণ মহাগোবিন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'দেব, রাজা দিসম্পতি মৃত, আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত, আপনার পূর্ব অঙ্গীকার স্মরণ করুন?'

'আমি স্মরণ করি। উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী[১] সমান সাত ভাগে বিভক্ত করিতে কে সমর্থ?'

'একমাত্র মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে উহা করিতে পারে?'

৩৫। অতঃপর রাজা রেণু একজন পুরুষকে আদেশ করিলেন ঃ–

'তুমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বল ঃ– "রাজা রেণু আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।"'

"দেব, তথাস্তু" বলিয়া সেই পুরুষটি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক উক্ত বার্তা তাঁহাকে প্রদান করিল।

মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত যথারীতি বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা রেণু তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'গোবিন্দ, উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত কর।'

'তথাস্তু' কহিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রত্যেক ভাগ শকটমুখাকৃতিসম্পন্ন হইল।

৩৬। ঐ বিভাগে রাজা রেণুর জনপদ মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল।

কলিঙ্গদিগের দন্তপুর, অস্‌সকগণের পোতন,

---

[১]। ভারতবর্ষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবন্তীগণের মহিস্সতী; সোবীরগণের রোরুক,
বিদেহদিগের মিথিলা, অঙ্গে চম্পা,
কাশীর বারাণসী, এইসকল মহাগোবিন্দ কৃত

ঐ ছয়জন ক্ষত্রিয় আপন আপন লাভে আনন্দিত ও পরিপূর্ণ সংকল্প হইলেন ঃ– 'যাহা আমাদিগের ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত এবং প্রার্থিত ছিল, তাহা আমরা লাভ করিয়াছি।'

সত্তভু, ব্রহ্মদত্ত, বেস্সভূ, ভরত,
রেণু এবং দুই ধৃতরাষ্ট্র– এই
সাতজন রাজা ঐ সময়ে ছিলেন।

(প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।)

৩৭। অনন্তর সেই ছয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'ব্রাহ্মণ গোবিন্দ যেরূপ রাজা রেণুর প্রিয়, আদৃত এবং অপ্রতিকূল সহায়, আমাদিগেরও ঐরূপ সহায়। গোবিন্দ আমাদের অনুশাসন করুন, উহাতে অস্বীকৃত হইবেন না।'

ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সম্মত হইলেন। তিনি ঐ সাতজন মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার অনুশাসন কার্য করিতে লাগিলেন, সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাতশত াতককে মন্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৮। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের এইরূপ খ্যাতি ঘোষিত হইল ঃ– 'ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করেন, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন।' তখন ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন ঃ– 'আমি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দর্শন করি, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করি, এইরূপ প্রীতিকর খ্যাতি আমার সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমি কিন্তু ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি ঃ–

"যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানানুযুক্ত থাকেন, করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন।" অতএব আমি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিব।'

৩৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ রাজা রেণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ– 'আমার সম্বন্ধে প্রীতিকর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ এবং মন্ত্রণা করি। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন। আমি বর্ষার চারিমাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

'গোবিন্দ, তোমার যাহা ইচ্ছা।'

৪০। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ছয়জন ক্ষত্রিয়ের নিকট গিয়া রাজা রেণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কহিলেন এবং তাঁহাদের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৪১। পরে মহাগোবিন্দ সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাতশত স্নাতকের নিকট গমন করিয়া আপনার সম্বন্ধে ঘোষিত প্রীতিকর খ্যাতির কথা এবং ব্রহ্মার সহিত দর্শন, বাক্যালাপ ও মন্ত্রণার উপায় বিবৃত করিলেন। এই সমস্ত বিবৃত হইলে তিনি কহিলেন ঃ– 'আপনারা যাহা শিক্ষা এবং হৃদয়স্থ করিয়াছেন, উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করুন এবং পরস্পরকে মন্ত্রশিক্ষা দিন। আমি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

'আপনার যাহা ইচ্ছা।'

৪২। অতঃপর মহাগোবিন্দ তাঁহার সমমর্যাদা-সম্পন্ন চত্বারিংশ পত্নীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত জনরব এবং নির্জনে ধ্যাননিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত আপনার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৪৩। তৎপরে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নগরের পূর্বদিকে নূতন বিশ্রামাগার নির্মাণ করাইয়া বর্ষার চারিমাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিলেন, একমাত্র খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিল না। চারিমাস অতীত হইবার পর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক উদ্বেগ হইল ঃ– 'আমি বৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষার চারিমাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দেখিলাম না, এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ অথবা মন্ত্রণা করিলাম না।'

৪৪। তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ঐ অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখিয়া মহাগোবিন্দ ভীত, স্তম্ভিত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোমহর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি সভয়ে, সোদ্বেগে ও রোমাঞ্চকলেবরে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন ঃ–

'দেব! সুন্দর, যশস্বী, শ্রীমান আপনি কে?
আমরা জানিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি
কি প্রকারে আপনাকে জানিব?'
'ব্রহ্মালোকে আমি সনৎকুমার নামে
জ্ঞাত, সর্বদেবতার নিকট আমি
পরিচিত, গোবিন্দ! তুমিও আমাকে
সেই রূপেই জানিবে।'
'ব্রহ্মার নিমিত্ত আসন, জল, পাদ্য,
মধু-পাক ইত্যাদি প্রস্তুত,
আপনাকে অর্ঘ
গ্রহণে অনুরোধ করিতেছি, উহা
গ্রহণ করুন।'
'গোবিন্দ, তোমার দত্ত অর্ঘ গ্রহণ করিতেছি।
ঐহিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক সুখের
জন্য তুমি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে
পার, আমি অনুমতি দিতেছি।'

৪৫। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন ঃ– 'আমি ব্রহ্মা সনৎকুমারের অনুমতি প্রাপ্ত। আমি তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করিব? ঐহিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গল?'

তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন ঃ– 'এই জগতে যাহা কাম্য তাহা আমার সুবিদিত। অপরেও আমাকে ইহজগতের কাম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। অতএব আমি তাঁহার নিকট পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন ঃ–

'আমি সংশয়পূর্ণ হইয়া সংশয়োত্তীর্ণ
ব্রহ্মা সনৎকুমারকে অপরের জ্ঞাতব্য
বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি,– কি প্রকার
অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং কিরূপ
শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'হে ব্রাহ্মণ! মনুষ্যলোকে মমত্বের
বর্জন, একাগ্রচিত্তে করুণার ধ্যানে
রতি, সর্বপ্রকার অপবিত্রতা এবং
মৈথুন হইতে বিরতি,– এইরূপ
অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং এইরূপ
শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।'

৪৬। 'মমত্বের বর্জন সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। কেহ অল্প কিংবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন। ইহাকেই আমি দেব কথিত মমত্বের বর্জনরূপ গ্রহণ করি।

'একাগ্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। কেহ নির্জন বাসস্থান আশ্রয় করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান, পলাল পুঞ্জ আশ্রয় করেন। ইহাকেই আমি দেব-কথিত একাগ্র অবস্থা রূপে গ্রহণ করি।

'দেব কথিত করুণার ধ্যানে রতি– ইহাও আমি বুঝিয়াছি। কেহ করুণাসহগত চিত্তে একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, সর্বদিকে, সর্বত্র, সর্বব্যাপী করণাসহগতচিত্তে বিপুল, মহদ্গাত, অপ্রমেয় অবৈর এবং মৈত্রী দ্বারা সর্বজগতকে স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। ইহাকেই আমি দেবকথিত করুণার ধ্যানে রতিরূপে গ্রহণ করি।

'অপবিত্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন, আমি তাহা বুঝিলাম না।'

হে ব্রহ্মা! মনুষ্যলোকে অপবিত্রতা
কি কি? ইহা আমার অজ্ঞাত। হে
ধীর ব্যক্ত কর। কিসের দ্বারা আচ্ছন্ন
হইয়া ক্রুরকর্মা মনুষ্য নিরয়গামী
হয়? ব্রহ্মলোকের দ্বার তাহার
নিকট রুদ্ধ হয়?'

'ক্রোধ, মৃষাবাদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা,
কৃপণতা, অভিমান, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা,
পরপীড়ন, লোভ, দ্বেষ, মদ, মোহ– এই
সকলে যুক্ত অপবিত্র মনুষ্য নিরয়গামী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, ব্রহ্মলোকের দ্বার তাহাদের
নিকট রুদ্ধ হয়।’

‘দেব কথিত অপবিত্রতা সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিলাম তাহাতে ঐ সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীর পক্ষে দূরীভূত করা দুঃসাধ্য, আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।”

‘গোবিন্দ, তোমার যেরূপ অভিরুচি।’

৪৭। অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ– আপনার রাজ্যের অনুশাসনের নিমিত্ত আপনি অন্য পুরোহিতের অন্বেষণ করুন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতাসমূহ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছি যে ঐ সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীর পক্ষে দূরীভূত করা দুঃসাধ্য। আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।’

‘ভূমিপতি রাজা রেণু! আপনাকে কহিতেছি
–রাজ্যের অনুশাসনের চিন্তা আপনিই
করুন, পৌরহিত্য করিতে আর আমার
রুচি নাই।’
‘যদি আপনার ভোগ পর্যাপ্ত
না হয়, আমি উহা পূর্ণ করিব,
যদি কেহ আপনার অনিষ্ট সাধন
করে, আমি উহার নিবারণ করিব–
আমি ভূমিপতি ও সেনাপতি–
আপনি পিতা আমি পুত্র, গোবিন্দ!
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।’
‘আমার ভোগের অভাব নাই,
আমাকে কেহ হিংসাও করে না,
আমি অমনুষ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়াছি,
তজ্জন্য গৃহবাসে আমার রতি নাই।’
‘কি প্রকার অমনুষ্য? উহা আপনাকে
কি কহিয়াছে যাহা শুনিয়া আপনি
আপনার গৃহ এবং আমাদের
সকলকে পরিত্যাগ করিতেছেন?’
‘উপবসথের পূর্বে আমি যজ্ঞকরণেচ্ছু
হইয়াছিলাম, আমার অগ্নি প্রজ্বলিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও কুশ তৃণ বিক্ষিপ্ত ছিল। ঐ সময়
ব্রহ্মালোক হইতে ব্রহ্মা সনৎকুমার
আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন।
তিনি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।
উহা শুনিয়া গৃহে আমার রতি হইতেছে না।'

'গোবিন্দ আপনি যাহা কহিলেন তাহা আমি বিশ্বাস করি, অপার্থিব বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি কি প্রকারে উহার অন্যথা করিবেন? আমরা আপনার অনুগামী হইব, শান্ত হউন। বৈদুর্যমণি যেরূপ স্বচ্ছ, বিমল, শুভ্র হয়, সেইরূপ আমরা শুদ্ধ হইয়া গোবিন্দের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইব।'

'যদি, গোবিন্দ, আপনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, আমিও উহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি।'

৪৮। তৎপরে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত ছয় ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ– 'আপনারা এক্ষণে আপনাদের রাজ্যের অনুশাসনের নিমিত্ত অন্য পুরোহিতের অনুসন্ধান করুন। আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

তখন ক্ষত্রিয়গণ একপ্রান্তে গমনপূর্বক একত্রে চিন্তা করিলেন ঃ– 'এই সকল ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে ধনলোভ প্রদর্শন করিব।'

তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ঃ– এই সকল সাতটি রাজ্যে প্রভূত ধন-সম্পত্তি বিদ্যমান, উহা হইতে আপনার যত ইচ্ছা গ্রহণ করুন।'

'ক্ষান্ত হউন! আমারও প্রভূত সম্পত্তি আছে, উহা আপনাদেরই কল্যাণে লব্ধ, ঐ সমস্ত বর্জন করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৪৯। তখন ঐ ছয়জন ক্ষত্রিয় একপ্রান্তে গমনপূর্বক একত্রে চিন্তা করিলেন ঃ– 'ঐ সকল ব্রাহ্মণ স্ত্রী-লুব্ধ, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে স্ত্রী-লোভ প্রদর্শন করিব।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ঃ– 'এই সপ্তরাজ্যে বহুসংখ্যক নারী বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে আপনার যত ইচ্ছা লইতে পারেন।'

'ক্ষান্ত হউন! আমার চত্বারিংশ সমমর্যাদা-সম্পন্ন ভার্যা আছে। উহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫০। 'যদি গোবিন্দ গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'যদি সাংসারিক সেবিত কাম বর্জন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উদ্যোগসম্পন্ন ও দৃঢ় হও, ক্ষান্তিবল-সমাহিত হও, ইহা ঋজুমার্গ, অনুত্তর মার্গ, ব্রহ্মালোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধুজন-রক্ষিত সদ্ধর্ম।'

৫১। 'তাহা হইলে গোবিন্দ সাত বৎসর অপেক্ষা করুন, সাত বৎসর অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তৎপরে আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'সাত বৎসর অতি দীর্ঘকাল আমি সাত বৎসর আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫২। তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় বৎসর অপেক্ষা করুন ..... পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করুন ..... চারি বৎসর অপেক্ষা করুন ..... তিন বৎসর ..... দুই বৎসর ..... এক বৎসর অপেক্ষা করুন। এক বৎসর অবসানে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৩। 'এক বৎসর অতি দীর্ঘকাল। আমি আপনাদের জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সাত মাস অপেক্ষা করুন। সাত মাস অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৪। 'সাতমাস অতি দীর্ঘকাল। আমি সাত মাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় মাস ..... পাঁচ মাস ..... চারি মাস ..... তিন মাস ..... দুই মাস ..... এক মাস ..... অর্ধমাস অপেক্ষা করুন। অর্ধমাস অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৫। 'অর্ধমাস অতি দীর্ঘকাল। আমি অর্ধমাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, ঐ সময়ের মধ্যে আমরা পুত্র-ভ্রাতৃগণকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিব। সপ্তাহ হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।"

'সপ্তাহ দীর্ঘকাল নহে, আমি আপনাদিগের জন্য সপ্তাহ অপেক্ষা করিব।'

৫৬। অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত সাত ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শতস্নাতকের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

'আপনাদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য আপনারা এক্ষণে অন্য আচার্যের অনুসন্ধান করুন। আমি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন না। প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।'

'আপনারা এরূপ কহিবেন না ঃ– "প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।" আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী অথবা অধিকতর লাভবান কে আছে? আমি এক্ষণে রাজগণের রাজা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা এবং গৃহপতিগণের দেবতা, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, আমরাও তাহাই করিব, তখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৭। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সমমর্যাদা-সম্পন্না চত্বারিংশ ভার্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ– 'নারীগণ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব জ্ঞাতিকুলে গমন করিতে পারেন, অথবা অন্য পতির অন্বেষণ করিতে পারেন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজ সাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত জ্ঞাতি, আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত ভর্তা। যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সে গতি হইবে।'

৫৮। তদনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সপ্তাহ অতীত হইলে কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি এইরূপ করিলে সপ্ত মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, সপ্ত ব্রাহ্মণ মহাশাল, সপ্তশতস্নাতক, চত্বারিংশ সম-মর্যাদাসম্পন্না ভার্যা, অনেক সহস্র ক্ষত্রিয়, অনেক সহস্র ব্রাহ্মণ, অনেক সহস্র গৃহপতি, অন্তঃপুরবাসিনী বহুসংখ্যক নারী কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেই পরিষদ পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ গ্রাম, নগর, রাজধানীসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ যে গ্রাম অথবা নগরে গমন করিলেন, তথায় রাজার রাজা হইলেন, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা হইলেন, গৃহপতিগণের দেবতা হইলেন। ঐ সময়ে কেহ জৃম্ভণ করিলে অথবা কাহারও পদস্খলন হইলে তাহারা এইরূপ কহিত ঃ– 'ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে নমস্কার, সপ্ত পুরোহিতকে নমস্কার।'

৫৯। ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক দিক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, সর্বদিক, সর্বত্র, সর্বলোক মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল মহদ্গত অপ্রমেয় বৈর ও বিদ্বেষহীনতা দ্বারা স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। করুণাসহগত চিত্তে ..... মুদিতাসহগত চিত্তে ..... উপেক্ষাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক দিক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ সর্বদিক, সর্বত্র, সর্বলোক উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল মহদ্গত অপ্রমেয় অবৈর এবং মৈত্রী দ্বারা স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং শ্রাবকগণকে ব্রহ্মলোকের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৬০। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের যে সকল শ্রাবক শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন, তাঁহারা মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ মরণান্তে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন, কেহ কেহ নির্মানরতি দেবলোকে, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে, কেহ কেহ যাম দেবলোকে, কেহ কেহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে, কেহ কেহ চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা হীনতম দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে ঐ সকল কুলপুত্রের প্রব্রজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হইল না, উহা সফল ও সার্থক হইল।

৬১। 'ভগবানের স্মরণ হয়?'

'পঞ্চশিখ, আমার স্মরণ হয়। ঐ সময়ে আমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি ঐ সকল শ্রাবকদিগকে ব্রহ্মালোক গমনের মার্গ উপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু পঞ্চশিখ, ঐ ব্রহ্মচর্য নির্বেদের অনুকূল ছিল না, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অনুকূল ছিল না, উহা কেবলমাত্র ব্রহ্মালোক প্রাপ্তির অনুকূল ছিল। পঞ্চশিখ, আমার এই ব্রহ্মচর্য একান্ত, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল। উহা আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ, যথা– সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। পঞ্চশিখ, এই ব্রহ্মচর্য একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল।

৬২। 'পঞ্চশিখ, আমার যে সকল শ্রাবক শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তৃষ্ণার ক্ষয় হেতু অনাস্রব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, উপলব্ধি করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। যাঁহারা শাসনে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের কেহ কেহ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক থাকেন, এবং উহা হইতে অচ্যুত হইয়া ঐ অবস্থাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা প্রাপ্তির ফলে সকৃদাগামী হইয়া থাকেন, একবার মাত্র এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হন; কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ববিধ দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিয়তি। এইরূপে, পঞ্চশিখ, এই সকল কুল পুত্রের প্রব্রজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হয় নাই, উহা সফল ও সার্থক হইয়াছে।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ আনন্দিত হইয়া ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

(মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০। মহাসময় সুত্তন্ত

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি– একসময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ স্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

২। তখন শুদ্ধাবাস দেবলোকের চারিজন দেবতার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

'ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ঐস্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছেন। অতএব আমারও ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সমীপে প্রত্যেকে এক একটি গাথা উচ্চারণ করিব।'

৩। অতঃপর ঐ দেবগণ যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ শুদ্ধাবাস দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ সকল দেবতা ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে একজন দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ–

'প্রবনে মহা সম্মিলন হইয়াছে, দেবগণ সমাগত হইয়াছেন,
অপরাজিত সঙ্ঘের দর্শনার্থ আমরা আগমন করিয়াছি।'

অতঃপর অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ–

'ঐ স্থানে ভিক্ষুগণ চিত্তের একাগ্রতা ও ঋজুতা সম্পাদন
করিয়াছেন, রশ্মিগ্রাহক সারথির ন্যায় পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়
সমূহকে রক্ষা করেন।'

তখন অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ–

'রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চিত্ত-গ্লানি ও পরিঘ ছিন্ন করিয়া,
ইন্দ্রকীলের[১] উৎখাত সাধন করিয়া, শান্তচিত্তগণ শুদ্ধ বিমল,
চক্ষুষ্মান হইয়া সুদান্ত শিশুনাগের ন্যায় বিচরণ করেন।'

পরে অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ–

'যাঁহারা বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্গতি নাই,

---

[১]। লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা দেবলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৪। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসজ্ঘকে কহিলেন ঃ–

'ভিক্ষুগণ, দশ লোক-ধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগত এবং ভিক্ষুসজ্ঘের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইয়াছিল, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইবে, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, আমি দেবদেহধারীগণের নাম প্রকাশ করিব, কীর্তন করিব, শিক্ষা দিব। শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মত হইলেন। ভগবান কহিলেন ঃ–

৫। 'পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং পর্বতকন্দরে
যে সকল সংযমী এবং সমাহিত দেবগণ অবস্থান
করিতেছেন, আমি তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি।

সিংহসম দৃঢ়তাসম্পন্ন, ভয়হীন, রোমাঞ্চহীন,
পবিত্রচিত্তসম্পন্ন, শুদ্ধ, প্রসন্ন, নির্মল, শাসনরত
পঞ্চশতাধিক শ্রাবকগণকে কপিলবস্তুর বনে
দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন ঃ
"দেবদেহধারীগণ অগ্রসর হইতেছেন, ভিক্ষুগণ,
তাঁহাদিগকে দর্শন কর।" ভিক্ষুগণ বুদ্ধের
বচন শ্রবণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ
প্রয়াস করিলেন।

৬। তাঁহাদিগের দেবদর্শনের জ্ঞান উৎপন্ন হইল।
কেহ কেহ শত, কেহ কেহ সহস্র, কেহ কেহ
সপ্ততি সহস্র, কেহ কেহ শত সহস্র দেবগণের
দর্শন লাভ করিলেন। কেহ কেহ দেখিলেন
সর্বদিক অসংখ্য দেবগণে পূর্ণ। তখন চক্ষুষ্মান
শাস্তা ঐ সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া
শাসনরত শ্রাবকগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ
'ভিক্ষুগণ, দেবগণ সমাগত, তাঁহাদের বিষয় জ্ঞানলাভ কর,
আমি ক্রমানুসারে দেবগণেরবর্ণনা করিতেছি।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। কপিলবস্তুর সপ্ত সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী ভূম্য দেবতা আনন্দিত চিত্তে
অরণ্যদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

হিমালয়ের নানাবর্ণবিশষ্ট ছয় সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিতচিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

সাতাগিরি পর্বতের নানাবর্ণবিশিষ্ট ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী তিন সহস্র দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

এইরূপে ষোড়শ সহস্র নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৮। নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান, দ্যুতিমান, বর্ণবান,
যশস্বী বেস্‌সমিত্তের পঞ্চশত দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

রাজগৃহের বেপুল্ল পর্বতবাসী কুম্ভীর, যিনি
শতসহস্রাধিক যক্ষ কর্তৃক পূজিত, তিনিও
বনদেশের ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৯। পূর্বদিক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ গন্ধর্বগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী, তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

দক্ষিণ দিক রাজা বিরূঢ়ের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পশ্চিমদিক রাজা বিরুপক্ষের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ নাগদিগের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

উত্তরদিক রাজা কুবেরের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ যক্ষদিগের অধিপতি। তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।
পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে
বিরুপক্ষ, উত্তরে কুবের,– এই চারি মহারাজ
কপিলবস্তুর বনের চতুর্দিকে জাজ্বল্যমান
হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

১০। তাঁহাদের মায়াবী, বঞ্চক, শঠ দাসগণ আগত,
তাহাদের নাম– মায়া, কুটেণ্ডু, বেটেণ্ডু, বিটু,
বিটুচ্চ; চন্দন, কামসেট্‌ঠ, কিন্নুঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্‌ঞ এবং দেবসারথি মাতলি,
চিত্তসেন, গন্ধর্ব নলরাজা, জনেষভ,
পঞ্চশিখ এবং তিম্বরুকন্যা সূর্যবর্চসা আগত হইয়াছেন।
ইহাদের সহিত অন্যান্য রাজা এবং গন্ধর্বগণও আনন্দিত
চিত্তে বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১১। নভোবাসী ও বৈশালিবাসী নাগগণ তচ্ছক-
দিগের সহিত আগত; কম্বল, অস্‌সতর,
এবং জ্ঞাতিবর্গ সহ প্রয়াগবাসীগণও আগত;
যশস্বী যমুনাবাসী এবং ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগগণ আগত;
মহানাগ এরাবণও বনদেশে সম্মিলনীতে
আগত হইয়াছেন। যে সকল দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষু
দ্বিজপক্ষী বল প্রয়োগে নাগরাজগণকে হরণ করে,
আকাশ হইতে তাহারা বনপ্রদেশে উপনীত,
তাহাদের নাম চিত্র এবং সুপর্ণ। ঐ সময় নাগরাজগণ
বুদ্ধ কর্তৃক সুপর্ণ ভীতি হইতে মুক্ত হইয়াছিল।
পরস্পরের সহিত মৃদুবাক্যের আলাপনে নাগ ও
সুপর্ণগণ বুদ্ধের শরণাগত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। বজ্রপাণি কর্তৃক পরাজিত সমুদ্রে শায়িত
বাসবের ঋদ্ধিমান ও যশস্বী ভ্রাতৃগণ,
ভয়ঙ্করাকৃতি কালকঞ্জ অসুরগণ, দানবেঘসগণ,
নমুচি সহ বেপাচিত্তি, সুচিত্তি, এবং পহারদ,
বেরোচ নামধারী বলির শতপুত্র, বলশালী
সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাহুভদ্রের নিকট গমন
পূর্বক কহিলঃ 'আপনার মঙ্গল হউক,
বনদেশে ভিক্ষুগণের সম্মিলনী হইতেছে।'

১৩। অপ্, ক্ষিতি, তেজ এবং বায়ু দেবগণ আসিয়াছেন,
বরণ ও বারণ দেবগণ, সোম, যশ, মৈত্রী ও করুণার
মূর্ত্তিরূপ যশস্বী দেবগণ আগত হইয়াছেন।
এই দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৪। বিষ্ণু ও সহলি দেবগণ, অসম, দেবগণ, যমদ্বয়,
এবং চন্দ্রকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া
চন্দ্রলোকস্থ দেবগণ সমাগত হইয়াছেন;
সূর্যকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া সূর্যালোকের
দেবগণ আগত; নক্ষত্রগণকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া
মন্দবলাহকগণ আগত; বসুদেবগণের শ্রেষ্ঠ
বাসব শক্র পুরন্দর আগত।
এই দশ দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১৫। অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল সহভূ দেবগণ আসিয়াছেন;
উমা পুষ্পাভ অরিট্ঠক ও রোজগণ, বরুণ,
সহধর্ম, অচ্চুত, অনেকজ, সুলেয্য, রুচির এবং
বাসবনেসি দেবগণ আগমন করিয়াছেন।
এই দশ দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১৬। সমান, মহা-সমান, মানুষ, মানুষোত্তম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্রীড়া প্রদোষিক, মন-প্রদোষিক দেবগণ,
হরি দেবগণ, লোহিত-বাসধারী দেবগণ,
এবং যশস্বী পারগা ও মহাপারগা দেবগণ
সমাগত।
এই দশ দশবিধদেহধারী, নানাবর্ণী, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৭। সুক্ক, করুম্হ, অরুণ, বেঘনস দেবগণ,
ওদাতিগহ্য প্রমুখ বিচক্ষণ দেবগণ,
যশস্বী সদামত্ত, হারগজ, মিস্সক দেবগণ,
দিগন্ত প্লাবনকারী সবজ্রগর্জন পজ্জুন্ন আগমন করিয়াছেন।
এই দশ দশবিধ দেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৮। যশস্বী খেমিয়, তুষিত, যাম, কট্ঠক দেবগণ,
লম্বিতক, লামসেট্ঠ জ্যোতি এবং আসব
দেবগণ, নির্মাণরতি এবং পরিনির্মিত
দেবগণ আগত।
এই দশ দশবিধ দেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৯। এই নানাবর্ণী ষষ্ঠী সংখ্যক দেবতা নামান্বয়ে
অন্যান্য প্রতিরূপ দেবগণসহ আগমন
করিয়াছেন। 'জন্ম-জয়ী, অখিল,
প্লাবনোত্তীর্ণ, অনাস্রব, ওঘ-তারণ,
তমোনাশী চন্দ্রের ন্যায় নাগকে দেখিব।'

২০। সনৎকুমারসহ ঋদ্ধিমানের পুত্রদ্বয় সুব্রহ্মা
এবং পরমত্ত এবং তিস্স বন সম্মিলনীতে
আসিয়াছেন। সহস্র ব্রহ্মলোকাধিপতি
মহাব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন, তিনি
যশস্বী, ভীষণাকার, দ্যুতিমানরূপে
পুনরুৎপন্ন। তাঁহার অধীনস্থ দশ
সংখ্যক দেবতা– প্রত্যেকে এক এক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মলোকের শাসক– আসিয়াছেন,
তাঁহাদিগের মধ্যে পারিষদ পরিবেষ্টিত হারিত
আগমন করিয়াছেন।

২১। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসহ সর্বদেবের আগমন
হইলে মারসেনা অগ্রসর হইল,–
মারের ধৃষ্টতা অবলোকন কর!
'এস, ধৃত কর, বন্দী কর, সকলে
রাগবদ্ধ হউক, চতুর্দিক হইতে বেষ্টন
কর, কাহাকেও মুক্তি দিও না।'
এইরূপে মহাযোদ্ধা হস্ত দ্বারা ভূমি-
তল আঘাতপূর্বক ভৈরব নাদ করিয়া
কৃষ্ণ-সেনা দল প্রেরণ করিল। সে বজ্র
ধ্বনি ও বিদ্যুৎ-যুক্ত বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়
ক্রোধ প্রকাশ করিল, কিন্তু নিরুপায় হইয়া
প্রত্যাবর্তন করিল।

২২। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ঐ সমুদয় জ্ঞাত এবং বাক্য
কথনেচ্ছু হইয়া শাস্তা শাসনরত শ্রাবকগণকে
সম্বোধন করিলেন ঃ ভিক্ষুগণ, সাবধান!
মারসেনা আগত।' তাঁহারা বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সচেতন হইলেন। মারসেনা বীতরাগগণ
কর্তৃক বিতাড়িত হইল, তাঁহাদের একটি লোমও
কম্পিত হইল না। যশস্বী, সংগ্রামজয়ী, ভয়াতীত,
প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রাবকগণের সকলেই সর্বপ্রাণীর
সহিত আনন্দিত হইলেন?

(মহাসময় সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১। সক্কপঞ্হ সুত্তন্ত

[শক্রপ্রশ্ন সূত্রান্ত]

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

এক সময় ভগবান মগধ দেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র (সক্ক) ভগবানের দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তখন দেবরাজ শক্রের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– 'ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন?' দেবরাজ শক্র দেখিলেন যে, ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'দেবগণ। ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ড নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। যদি আমরা সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করি, তাহা হইলে কিরূপ হয়?'

'উত্তম প্রস্তাব' কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ দেবরাজ শক্রের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২। তখন দেবরাজ শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধনপূর্বক তাঁহার নিকটও পূর্বোক্ত প্রস্তাব করিলেন, এবং পঞ্চশিখও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বেলুব-পণ্ডু বীণা হস্তে দেবরাজ শক্রের অনুগামী হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখসহ যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে প্রকাশিত হইলেন।

৩। ঐ সময় বেদিয়ক পর্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণগ্রাম দেবতাদিগের দেবানুভাব হেতু অতীব জ্যোতির্ময় হইল। এমন কি চতুর্দিকে গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ এইরূপ কহিতে লাগিল ঃ

'অদ্য বেদিয়ক পর্বত আদীপ্ত, বেদিয়ক পর্বত অগ্নিময়, বেদিয়ক পর্বত প্রজ্জ্বলিত। কি নিমিত্ত অদ্য বেদিয়ক পর্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণগ্রাম জ্যোতির্ময় হইল?' এইরূপ কহিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। তৎপরে দেবরাজ শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'প্রিয় পঞ্চশিখ, যাঁহারা তথাগত তাঁহাদের নিকট মৎস্যদৃশের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সুসাধ্য নহে, তাঁহারা অনুক্ষণ ধ্যান ও নির্জনরত, যদি তুমি প্রথমে ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবার পর আমরা ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করিতে পারি।'

'উত্তম, আপনি সাফল্য লাভ করুন', ইহা কহিয়া গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ দেবরাজ শক্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বীণা হস্তে ইন্দসাল গুহায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 'এইস্থানে আমি ভগবান হইতে অতিদূরেও হইব না, অতি নিকটেও হইব না, তিনি আমার স্বর শুনিতে পাইবেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি বীণা বাদন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম, অরহত এবং ভোগসম্বন্ধীয় এই গাথা গুলিও উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ঃ–

৫। 'ভদ্রে সূর্যবর্চসে! আমি তোমার পিতা তিম্বরুর
বন্দনা করিতেছি, যিনি, হে কল্যাণি! তোমার-
আমার আনন্দদায়িনীর– জন্মদাতা। বায়ু যেরূপ
ঘর্মাক্তের নিকট মধুর, পানীয় পিপাসিতের
নিকট মধুর, ধর্ম অরহতের নিকট মধুর, সেইরূপ
জ্যোতির্ময়ি! তুমি আমার প্রিয়। যেরূপ রোগার্তের
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুরের আহার, সেইরূপ তুমি প্রেমবারি
সিঞ্চনে আমার বাসনাগ্নি নির্বাপিত কর। পদ্মরেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্মসন্তপ্ত নাগের ন্যায়
আমি তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগের ন্যায় তোত্র-তোমার জয়ী,
তোমার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হইয়া আমার অসংযত
চিত্ত মৎকৃত কর্মের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম।
আমার পথভ্রষ্টচিত্ত তোমাতেই বন্ধ, বঙ্কগ্রাসী মৎস্যের
ন্যায় আমি আপনাকে মুক্ত করিতে অক্ষম! সুন্দরি!
ভদ্রে! মন্দলোচনে! আমাকে আলিঙ্গন কর;
কল্যাণি! আমাকে আলিঙ্গন কর, ইহাই আমার
প্রার্থনা। কুঞ্চিতকেশি! আমার অল্পপরিমিত
বাসনা এক্ষণে, অহতগণকে প্রদত্ত দক্ষিণার ন্যায়,
বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। অরহতগণের
সেবায় আমি যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল,
সর্বাঙ্গ কল্যাণি! যেন তোমার সহিত একত্রে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল, সর্বাঙ্গকল্যাণি!
যেন তোমার সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই। ধ্যানলীন,
বিজ্ঞ, স্মৃতিসংযুক্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মুনির
ন্যায় সূর্যবর্চসে! আমি তোমার অন্বেষী।
মুনি যেরূপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
করেন, সেইরূপ কল্যাণি! আমি তোমার
সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিব।
ত্রয়স্ত্রিংশ দেবাধিপতি শক্র যদি আমাকে বর দান
করেন, তাহা হইলে, ভদ্রে! আমি তোমাকেই
প্রার্থনা করিব, আমার প্রেম এতই গভীর।
সুমেধে! সদ্য ফুল্ল সালসম তোমার পিতাকে
বন্দনাসহ নমস্কার করিতেছি– যে পিতার এতাদৃশী
সন্তান।'

৬। পঞ্চশিখের গীত শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে কহিলেন ঃ–

'পঞ্চশিখ! তোমার তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরের সহিত এবং গীতস্বর তন্ত্রীস্বরের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না, গীতস্বরও তন্ত্রীস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না। পঞ্চশিখ, বুদ্ধ, ধর্ম, অরহত এবং কাম-সম্বন্ধীয় এই গাথাসমূহ তুমি কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছ?'

'ভন্তে, ভগবান প্রথম সম্বুদ্ধ হইবার কালে একদিন উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নামক ন্যাগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলেন। ভন্তে, ঐ সময় আমি তিম্বরু নামক গন্ধর্বরাজের কন্যা ভদ্রা সূর্যবর্চসার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভগিনী অপরের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তিনি সারথি মাতলির পুত্র শিখণ্ডীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। যেহেতু আমি কোন উপায়েই সেই ভগিনীকে পাইলাম না, সেই হেতু আমি বেলুপণ্ড বীণা হস্তে গন্ধর্বরাজ তিম্বরুর বাসস্থানে গিয়া বীণার ঝঙ্কারের সহিত এই গাথাগুলি গাহিলাম ঃ–

৭। 'ভদ্রে সূর্যবর্চসে! আমি তোমার পিতা তিম্বরুর
বন্দনা করিতেছি, যিনি, হে কল্যাণি! তোমার-
আমার আনন্দদায়িনীর– জন্মদাতা। বায়ু যেরূপ
ঘর্মাক্তের নিকট মধুর, পানীয় পিপাসিতের
নিকট মধুর, ধর্ম অরহতের নিকট মধুর, সেইরূপ
জ্যোতির্ময়ি! তুমি আমার প্রিয়। যেরূপ রোগার্তের
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুরের আহার, সেইরূপ তুমি প্রেমবারি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সিঞ্চনে আমার বাসনাগ্নি নির্বাপিত কর। পদ্মরেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্মসন্তপ্ত নাগের ন্যায়
আমি তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগের ন্যায় তোত্র-তোমার জয়ী,
তোমার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হইয়া আমার অসংযত
চিত্ত মৎকৃত কর্মের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম।
আমার পথভ্রষ্টচিত্ত তোমাতেই বন্ধ, বঙ্কগ্রাসী মৎস্যের
ন্যায় আমি আপনাকে মুক্ত করিতে অক্ষম! সুন্দরি!
ভদ্রে! মন্দলোচনে! আমাকে আলিঙ্গন কর;
কল্যাণি! আমাকে আলিঙ্গন কর, ইহাই আমার
প্রার্থনা। কুঞ্চিতকেশি! আমার অল্পপরিমিত
বাসনা এক্ষণে, অরহতগণকে প্রদত্ত দক্ষিণার ন্যায়,
বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। অর্হৎগণের
সেবায় আমি যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল,
সর্বাঙ্গ কল্যাণি! যেন তোমার সহিত একত্রে
প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল, সর্বাঙ্গকল্যাণি!
যেন তোমার সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই। ধ্যানলীন,
বিজ্ঞ, স্মৃতিসংযুক্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মুনির
ন্যায় সূর্যবর্চসে! আমি তোমার অন্বেষী।
মুনি যেরূপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
করেন, সেইরূপ কল্যাণি! আমি তোমার
সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিব।
ত্রায়স্ত্রিংশ দেবাধিপতি শক্র যদি আমাকে বর দান
করেন, তাহা হইলে, ভদ্রে! আমি তোমাকেই
প্রার্থনা করিব, আমার প্রেম এতই গভীর।
সুমেধে! সদ্য ফুল্ল সালসম তোমার পিতাকে
বন্দনাসহ নমস্কার করিতেছি– যে পিতার এতাদৃশী
সন্তান।'

'ভন্তে, তৎপরে ভদ্রা সূর্যবচ্চসা আমাকে কহিলেন ঃ–

"ভদ্র! আমি সেই ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করি নাই, তথাপি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সুধর্মা সভায় নৃত্যপ্রদর্শনার্থ গমনকালে ভগবানের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যখন ভগবানের যশোকীর্তন করিলে, তখন আজ আমাদের মিলন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হউক।”

‘উহাই সেই’ ভগিনীর সহিত আমার মিলন, তাহার পর আর কখনও আমরা মিলিত হই নাই।’

৮। অতঃপর দেবরাজ শক্র এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ–

‘গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ এবং ভগবান উভয়ে মিত্রভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন।’

তখন দেবেন্দ্র শক্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

‘প্রিয় পঞ্চশিখ, তুমি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট এইরূপ নিবেদন কর ঃ– ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ নত মস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।’

‘উত্তম, কহিয়া পঞ্চশিখ শক্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন ঃ–

‘ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ নত মস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।’

‘পঞ্চশিখ, দেবরাজ শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ সুখী হউন, দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সর্ব প্রাণী সুখকামী।’

যাঁহারা তথাগত তাঁহারা মহাশক্তিশালীগণকে এইরূপে আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানের ইন্দসাল গুহায় প্রবেশপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এবং গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখও সেইরূপই করিলেন।

৯। ঐ সময় ইন্দসাল গুহার যে সকল স্থান বিষম ছিল সেই সকল স্থান সমতল হইল, সঙ্কীর্ণ স্থানসমূহ বিস্তৃত হইল, অন্ধকার গুহায় আলোক প্রকাশিত হইল, দেবগণের দেবানুভাবই ইহার কারণ। তখন ভগবান দেবরাজ শক্রকে কহিলেন ঃ–

‘ইহা আশ্চর্য, অদ্ভুত যে আয়ুষ্মান কৌশিক বহু কার্যে, বহু করণীয়ে ব্যাপৃত হইয়াও এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন!’

‘ভন্তে, আমি বহু দিন হইতে ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে অভিলাষী ছিলাম, কিন্তু ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের কোন না কোন কার্যে ব্যাপৃত হইয়া আমি ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে পারি নাই। ভন্তে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে সললাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আমি ভগবানের দর্শনার্থ শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়াছিলাম।

১০। ‘ভন্তে, ঐ সময় ভগবান সমাধিস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং বৈশ্রবণের পরিচারিকা ভুঞ্জতি কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানকে নমস্কার করিতে রত ছিল। তখন, ভন্তে, আমি ভুঞ্জতিকে এইরূপ কহিয়াছিলাম ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভগিনী, তুমি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক নিবেদন কর যে, দেবরাজ শক্র অমাত্য ও পরিজনবর্গ সহকারে নতমস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।"

'আমি এইরূপ কহিলে ভুঞ্জতি কহিলেন ঃ–

"দেব, ভগবানের দর্শনার্থ এখন সময় নয়, তিনি এখন সমাধিস্থ।"

'"তাহা হইলে, ভগিনী, ভগবান সমাধি হইতে উত্থিত হইলে আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক আমার উক্ত অভিপ্রায়ানুরূপ তাঁহাকে কহিবে।" ভন্তে, সেই ভগিনী, কি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন করিয়াছিলেন? তাঁহার বাক্য কি ভগবানের স্মরণ আছে?'

"দেবেন্দ্র, তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য আমার স্মরণে আছে। অধিকন্তু আয়ুষ্মানের রথচক্রের শব্দে আমার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল।'

১১। ভন্তে, যে সকল দেবতা আমার পূর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, "যখন অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগতগণ জগতে আবির্ভূত হন, তখন দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।" ভন্তে, আমিও ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যেহেতু অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, তথাগত জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই হেতু দেবগণের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভন্তে, এই কপিলবস্তু নগরেই গোপিকা নাম্নী এক শাক্যকন্যা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবতী এবং শীলসমন্বিতা ছিলেন। তিনি নারীসুলভ চিত্ত বর্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনাপূর্বক মরণান্তে সুগতিসম্পন্ন ও স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহবাস লাভ করিয়া আমাদিগের পুত্র স্থানীয় হইয়াছেন। ঐ স্থানেও তিনি 'গোপক দেবপুত্র'রূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভন্তে, অপর তিনজন ভিক্ষুও ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া হীন গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া আমাদিগের সেবা ও পরিচর্যা করিতে আসিয়া থাকেন। এইরূপে আমাদের সেবা পরিচর্যায় আগতকালে তাঁহারা গোপক দেবপুত্র কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন ঃ– "ভদ্রগণ, আপনাদের মুখ কোন্ দিকে ছিল যে আপনারা ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করেন নাই? আমি নারী হইয়াও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবতী হইয়া, শীলপালনকারিনী হইয়া নারীসুলভ চিত্ত বর্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনাপূর্বক মরণান্তে সুগতিসম্পন্ন ও স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহবাস লাভ করিয়া দেবেন্দ্র শক্রের পুত্রস্থানীয় হইয়াছি। এই স্থানেও আমি 'গোপক দেবপুত্র'রূপে অভিহিত হইয়াছি। আপনারা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াও হীন গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার সহধর্মীগণ যে হীন গন্ধর্ব দেহ ধারণ করিয়াছেন, এ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃশ্য সত্যই অশোভন।" ভন্তে, গোপক কর্তৃক তিরস্কৃত দেবগণের দুইজন সেই জন্মেই স্মৃতি লাভপূর্বক ব্রহ্মপুরোহিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু এক জন দেব ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া রহিলেন।'

১২। 'আমি চক্ষুষ্মানের উপাসিকা ছিলাম, আমার
নাম ছিল গোপিকা,
বুদ্ধ ও ধর্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া আমি প্রসন্নচিত্তে সঙ্ঘের
সেবানিরতা ছিলাম।
সেই বুদ্ধেরই ধর্মবলে আমি শক্রের মহানুভাব পুত্র
হইয়াছি,
মহাতেজস্বী হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, এইস্থানে
আমি গোপক নামে অভিহিত।
অতঃপর দেখিলাম আমার পূর্বপরিচিত ভিক্ষুগণ
গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।
পূর্বে মনুষ্যজন্মে অন্নপান এবং পাদপরিচর্যাদ্বারা
আমরা স্বকীয় নিবাসে যাহার সেবা করিয়াছিলাম,
ইঁহারা সেই গৌতমের শ্রাবক।
ইঁহাদের মুখ কোন্ দিকে ছিল যে ইঁহারা বুদ্ধের
ধর্ম শ্রবণ করেন নাই?
সর্বদর্শী কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত এবং সুপ্রচারিত ধর্ম
প্রত্যেককে স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।
আমি আপনাদের সেবারতা হইয়া আর্যগণের
সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া
শক্রের মহানুভাব পুত্র হইয়াছি, মহাতেজস্বী হইয়া
স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।
কিন্তু আপনারা শ্রেষ্ঠের পূজা করিয়া, অনুত্তর
ব্রহ্মচর্যের পালন করিয়া,
হীন কায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অযোগ্য আপনাদের
এই উৎপত্তি।
সহধর্মীর হীনদেহ ধারণ অপ্রীতিকর দৃশ্য,
আপনারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়া
দেবগণের পরিচর্যারত।
আমি পূর্বে গৃহবাসী হইলেও আমার বর্তমান
বৈশিষ্ট্য অবলোকন করুন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বে স্ত্রী হইয়াও আজ আমি দেবপুরুষ,
দিব্যকামভোগী।
গৌতম শ্রাবক গোপক কর্তৃক তিরষ্কৃত হইয়া
তাঁহাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইলঃ
"এইস্থান ত্যাগ করিতে হইবে, বীর্যবান হইতে হইবে,
আমাদের যেন আর অপরের দাসত্ব
করিতে না হয়!"
গৌতমশাসন অনুস্মরণপূর্বক তাঁহাদের দুইজন
উদ্যোগসম্পন্ন হইলেন।
এই স্থানেই চিত্তের বিশুদ্ধি সাধনপূর্বক তাঁহারা
ভোগের বিপত্তি দর্শন করিলেন।
তাঁহারা কামসংযোজন বন্ধনরূপ দুরতিক্রম্য মারের
বন্ধনসমূহ, বন্ধনী ও রজ্জু ভেদকারী নাগের ন্যায়,
ছিন্ন করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে অতিক্রম করিলেন।

ইন্দ্র এবং প্রজাপতিসহ সর্বদেবগণ সুধর্মা সভায়
উপবিষ্ট ছিলেন।
বৈরাগ্য-বিশুদ্ধ বীরদ্বয় উপবিষ্ট দেবগণকে অতিক্রম
করিলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবগণমধ্যে দেবাধিপতি
বাসব উদ্বিগ্ন হইলেন ঃ
"হীনদেহধারী এই দুইজন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে
অতিক্রম করিয়াছে।"
ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপক বাসবকে
সম্বোধন করিলেন ঃ
'হে ইন্দ্র! মনুষ্যলোকে কামবিজয়ী
শাক্যমুনি নামে জ্ঞাত বুদ্ধ বিদ্যমান,
এই দুইজন তাঁহারই পুত্র, তাঁহারা স্মৃতিচ্যুত
হইয়াছিলেন, আমারই কারণে তাঁহারা
পুনরায় স্মৃতি লাভ করিয়াছেন।
তাঁহাদের তিনজনের একজন এখনও গন্ধর্বদেহ
ধারণ করিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুইজন সম্বোধিপথানুসারী ও শান্তেন্দ্রিয় হইয়া
দেবগণকেও উপেক্ষা করেন।
এরূপ ধর্মোপদেশ কোন শিষ্যের কোন প্রকার
সংশয় থাকে না।
প্লাবনোত্তীর্ণ ছিন্ন-সংশয় বিজয়ী জনেন্দ্র বুদ্ধকে
নমস্কার!"
তাঁহারা এইস্থানেই ধর্মের জ্ঞান লাভ করিয়া
শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দুইজনেই
ব্রহ্মপুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
দেব, আমরাও সেই ধর্মেরই প্রাপ্তির জন্য আসিয়াছি,
ভগবানের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

১৩। তখন ভগবান চিন্তা করিলেন ঃ– 'শক্র বহুদিন হইতে শুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি আমাকে যে প্রশ্নই করিবেন, তাহা সার্থকই হইবে নিরর্থক হইবে না, জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাঁহাকে যে উত্তর দিব তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিবেন।'

অনন্তর ভগবান দেবরাজ শক্রকে গাথায় সম্বোধন করিলেন ঃ–
'হে বাসব! তোমার যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন কর,
আমি সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিব।'
(প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানকে এইরূপ প্রথম প্রশ্ন করিলেন ঃ–

'ভগবান্! দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্বগণ এবং অপরাপর প্রাণীগণ বৈরহীন, দণ্ডহীন, শক্রতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবার ইচ্ছা করিয়াও কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস করে?'

দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে এই প্রথম প্রশ্ন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ–

'হে দেবেন্দ্র! দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব এবং অপরাপর প্রাণীগণ ঈর্ষা ও মাৎসর্যরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বৈরহীন, দণ্ডহীন, শক্রতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবার ইচ্ছা করিয়াও ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস করে।'

ভগবান দেবরাজ শক্রের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন ঃ– 'হে ভগবন্, ইহা সত্য, হে সুগত! ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান প্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় ও বিচিকিৎসা দূর হইয়াছে।'

২। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া পুনরায় ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন ঃ–

'দেব! ঈর্ষা ও মাৎসর্যের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসের বর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয়? কিসের অবর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র! প্রিয়-অপ্রিয় ঈর্ষা ও মাৎসর্যের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি ও মূল। প্রিয়-অপ্রিয় বর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয়, প্রিয়-অপ্রিয় অবর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয় না।'

'দেব! প্রিয়-অপ্রিয়ের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসের বর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়? কিসের অবর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র! তৃষ্ণা প্রিয়-অপ্রিয়ের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। তৃষ্ণা বর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়, তৃষ্ণা অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না।'

'দেব! তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসের বর্তমানে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়? কিসের অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র! বিতর্ক তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। বিতর্ক বর্তমানে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়, বিতর্ক অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না।'

'দেব! বিতর্কের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসের বর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয়? কিসের অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র! অলীক দর্শনরূপ চিত্ত-গ্লানি বিতর্কের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। ঐ চিত্ত-গ্লানি বর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয়, উহা অবর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয় না।'

৩। 'দেব! কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ, চিত্তগ্লানির নিরোধ প্রদায়ী মার্গে আরূঢ় হন?'

'হে দেবেন্দ্র! সৌমনস্য দুই প্রকার–, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। দৌর্মনস্যও দুই প্রকার– সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। উপেক্ষাও দুই প্রকার– সেবিতব্য ও অসেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য। এবং যে সৌমনস্য সবিতর্ক এবং সবিচার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং যাহা অবিতর্ক এবং অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত সৌমনস্য শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র! দৌর্মনস্যও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে কোন দৌর্মনস্য হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ দৌর্মনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন দৌর্মনস্য হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ দৌর্মনস্য সেবিতব্য। এবং যে দৌর্মনস্য সবিতর্ক সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত দৌর্মনস্য শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দৌর্মনস্য দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষাও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য। এবং যে উপেক্ষা সবিতর্ক সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত উপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র! এই প্রকার আচরণসম্পন্ন ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ চিত্ত-গ্লানির নিরোধ প্রদায়ী মার্গে আরূঢ় হন।'

দেবেন্দ্র শক্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভগবান এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন ঃ– 'হে ভগবান, ইহা সত্য! হে সুগত, ইহা সত্য! প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৪। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ–

'দেব! কি প্রকারে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযমসম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র! কায় সম্পর্কিত এবং বাক্ সম্পর্কিত আচরণ এবং পর্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

'হে দেবেন্দ্র! সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায়সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায়-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র বাক্-সম্পর্কিত আচরণও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে বাক্-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র! পর্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে পর্যেষণা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র! এইরূপ আচরণসম্পন্ন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযমসম্পন্ন হন।'

ভগবান দেবরাজ শক্রের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন ঃ–

'হে ভগবান, ইহা সত্য; হে সুগত! ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৫। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ–

'দেব! কি প্রকারে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়-সংযমসম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র! চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দও দুই প্রকার। ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, মন-বিজ্ঞেয় ধর্ম– এই সকলই সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

এইরূপ কথিত হইলে দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে কহিলেন ঃ–

'দেব! ভগবান কর্তৃক সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, আমি তাহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়াছি। চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে রূপ সেবিতব্য নহে; চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্ধিত হয়, সেই রূপ সেবিতব্য। ইন্দ্রিয়ানুভূত যে সকল বস্তু হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত ঐ সকল সেবিতব্য নহে; যে সকল বস্তু হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্ধিত হয়, ঐ সকল সেবিতব্য। ভগবান সংক্ষেপে যাহা কহিয়াছেন তাহার বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া, প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক মীমাংসিত অর্থ শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৬। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদনপূর্বক ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ–

'দেব! সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয় বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী?'

'হে দেবেন্দ্র! তাহা নয়।'

'দেব! কেন নয়?

'হে দেবেন্দ্র! পৃথিবীর মনুষ্যগণ একাধিক এবং নানাবিধ প্রকৃতিসম্পন্ন। সেই কারণে যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি বিশিষ্ট সে সেই প্রকৃতিকেই দৃঢ়তার সহিত আশ্রয় করিয়া তাহাতেই লগ্ন হইয়া স্থির করে ঃ– "ইহাই সত্য, আর সকল মিথ্যা।" এই নিমিত্ত সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয় বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী নহে।'

'দেব! সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত?'

'হে দেবেন্দ্র! তাহা নয়।'

'দেব! কেন নয়?'

'হে দেবেন্দ্র! যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত তাঁহারাই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত। সেইজন্য সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত নহে।'

এইরূপে ভগবান দেবেন্দ্র শক্রের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। দেবেন্দ্র শক্র আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন ঃ– 'হে ভগবান, ইহা সত্য; হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৭। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়া ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দেব! তৃষ্ণা রোগ, গণ্ড, শল্য; তৃষ্ণাই পুরুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই কারণে পুরুষ কখনও উচ্চাবস্থায় কখনও হীনাবস্থায় নীত হয়। দেব, অন্যান্য শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহারা ভগবানের অনুবর্তী নহে, তাহাদের যে সকল প্রশ্ন করিবার সুযোগ মাত্র আমি লাভ করি নাই, ভগবান দীর্ঘকাল সংশয়াভিভূত আমার নিকট সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, আমার বিচিকিৎসা এবং সংশয় রূপ শল্য ভগবান কর্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে।'

'হে দেবেন্দ্র! এই সকল প্রশ্ন তুমি অপর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি?'

'দেব! জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

'হে দেবেন্দ্র! যদি তোমার পক্ষে ক্লেশজনক না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিয়াছেন প্রকাশ কর।'

হে দেব! যে স্থানে ভগবান অথবা তৎসদৃশগণ উপবিষ্ট সে স্থানে ইহা আমার পক্ষে ক্লেশজনক নহে।'

'তাহা হইলে, হে দেবেন্দ্র! প্রকাশ কর।

'দেব! যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি নির্জন অরণ্যবাসী বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই, অসমর্থ হইয়া তাঁহারা আমাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ– "আয়ুষ্মানের নাম কি?" আমি উত্তর করিয়াছিলাম ঃ– "মহাশয়, আমি দেবেন্দ্র শক্র।" তাঁহারা পুনরায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ– "আয়ুষ্মান দেবেন্দ্র! কোন্ কর্মের ফলে আপনি এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন?" আমি ধর্ম যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং আয়ত্ত করিয়াছি তাঁহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম। তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন ঃ– "আমরা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিলাম, তিনি আমাদিগের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা আমারই শ্রাবক হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের শ্রাবক হই নাই, আমি ভগবানের শ্রাবক, স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত-ধর্ম, নিশ্চিতরূপে সম্বোধিপরায়ণ।'

'হে দেবেন্দ্র! তুমি ইতিপূর্বে কখনও এরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য অনুভব করিয়াছ কি?'

'দেব! করিয়াছি।'

'কিরূপে তুমি এইরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য ইতিপূর্বে অনুভব করিয়াছ?"

'দেব? অতীতে দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, অসুরগণের পরাজয় হইয়াছিল। সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল ঃ– "দেবভোগ্য অমৃত এবং অসুরভোগ্য অমৃত উভয় অমৃতই দেবগণ পান করিবেন।" কিন্তু, দেব, দণ্ড ও শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ আমার এই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল নহে। কিন্তু, ভগবানের নিকট হইতে ধর্ম শ্রবণ করিয়া আমার যে সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ হইয়াছে– যাহা দণ্ড ও শস্ত্র দ্বারা অর্জিত নয়– সেই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য একান্তরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল।'

৮। 'হে দেবেন্দ্র! কিরূপ অনুভূতির দ্বারা তুমি এই প্রকার সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছ?'

'দেব! ছয় প্রকার অনুভূতির দ্বারা আমি এই প্রকার সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি ঃ–

'দেবরূপে এইস্থানেই স্থিতিকালে আমি পুনরায়
আয়ুলব্ধ[১]– দেব, এইরূপ অবগত হউন।

'দেব! ইহাই প্রথম অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'দেব-কায় হইতে চ্যুত হইয়া অ-মনুষ্য জীবন
পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ গর্ভে
প্রবেশ করিব।

'দেব! ইহাই দ্বিতীয় অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'আমার প্রশ্নসমূহ মীমাংসিত; আমি শাসনে
রত হইয়া অবস্থানপূর্বক স্মৃতি ও
সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া আর্যমার্গের অনুসরণ করিব।

'দেব! ইহাই তৃতীয় অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'আর্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে
আমি জ্ঞাতা হইয়া বিহার করিব, উহাই চরম
পরিণতি।

'দেব! ইহাই চতুর্থ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'মনুষ্য দেহ হইতে চ্যুত হইয়া, মনুষ্য জীবন

১। [মৎকৃত অন্য কর্মের বিপাকবশতঃ]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিত্যাগ করিয়া আমি উত্তম দেবলোকে
দেবরূপে উৎপন্ন হইব।

'দেব! ইহাই পঞ্চম অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'ঐ সকল অকনিষ্ঠ দেবগণ অপরাপর দেবতা
হইতে শ্রেষ্ঠ; যখন আমার অন্তিম জন্ম হইবে,
তখন ঐ দেবলোকেই আমার বাসস্থান হইবে।

'দেব! ইহাই ষষ্ঠ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

৯। সংশয় বিহ্বলচিত্তে তথাগতের অন্বেষণে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছি, আমার সংকল্প পূর্ণ হয় নাই।

যে সকল শ্রমণকে নির্জনবাসী মনে করিয়াছিলাম,
তাঁহারা সম্বুদ্ধ এইরূপ স্থির করিয়া আমি
তাঁহাদের উপাসনায় যাইতাম।
"কিসে সিদ্ধিলাভ হয়? কিসেই বা ব্যর্থতা হয়?"
ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা মার্গ অথবা
প্রতিপদা কোন বিষয়েই আমাকে শিক্ষাদানে
সমর্থ হন নাই।
যখন তাঁহারা জানিতে পাইতেন আমি দেবরাজ শক্র,
তখন তাঁহারা আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন
কিরূপ কর্মের ফলে আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত
হইয়াছি।
আমি তাঁহাদিগকে যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং
যেরূপ সকলেই শ্রবণ করিতে পারে,
সেইরূপ ধর্মের উপদেশ দান করিতাম।
তাঁহারা আনন্দিত হইয়া কহিতেন, "আমরা বাসবের
দর্শন লাভ করিলাম।"
কিন্তু সংশয়-তারণ বুদ্ধকে দেখিয়া, সম্বুদ্ধের
পূজা করিয়া আজ আমি নির্ভয়।
তৃষ্ণারূপ শল্যের উৎপাটক অতুলনীয় মহাবীর
আদিত্যবন্ধু-বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছি। ভগবন্!
দেবগণ সহ যে নমস্কার ব্রহ্মাকে করিতাম,
আজ হইতে সেই নমস্কার আপনাকে করিব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনিই সম্বুদ্ধ, আপনিই সর্বোত্তম শাস্তা, দেবগণসহ
সর্বলোকে আপনার ন্যায় পুরুষ নাই।'

১০। অতঃপর দেবেন্দ্র শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন ঃ–

'প্রিয় পঞ্চশিখ! ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিয়া তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ। তুমি ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিবার পর আমরা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমনে সক্ষম হইয়াছিলাম। তোমাকে তোমার পৈতৃক স্থানে রক্ষা করিব, তুমি গন্ধর্বরাজ হইবে, তোমার প্রার্থিত ভদ্রা সূর্যবর্চসাকে তোমায় দান করিতেছি।'

অনন্তর দেবরাজ শক্র হস্ত দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া বারত্রয় উচ্চৈঃস্বরে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন ঃ–

'ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!
ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!
ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!'

এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইবার কালে দেবরাজ শক্রের বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ– 'উৎপত্তিশীল সর্ববস্তুই বিনাশশীল।' অপরাপর অশীতি সহস্র দেবগণেরও এইরূপই হইল। এইরূপ দেবরাজ শক্র কর্তৃক তাঁহার বাঞ্ছিত প্রশ্ন সমুদয় জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান ঐ সকলের উত্তর দিলেন। এই কারণে এই প্রশ্নোত্তরের নাম 'সক্ক-পঞ্‌হ' (শক্র-প্রশ্ন) হইয়াছে।

(সক্ক-পঞ্‌হ সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২। মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত

[মহাস্মৃতিপ্রস্থান সূত্রান্ত]

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে ভগবান কুরুরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কম্মাসধম্ম নামে কুরুদেশে একটি নগর আছে। সেইস্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন– "ভিক্ষুগণ!" ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন "ভন্তে!" তখন ভগবান কহিলেন ঃ–

ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের বিনাশের জন্য, দুঃখ ও দৌর্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্বাণের সাক্ষাতকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতিপ্রস্থান একমাত্র মার্গ।

ঐ চারিটি কি কি? ভিক্ষুগণ? এই শাসনে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন– বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন– চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন– ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন।

২। কিরূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অরণ্য, বৃক্ষমূল অথবা শূন্যাগারে গমন করিয়া পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া শ্বাস ত্যাগ করেন, স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া উহা গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন; হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। 'সর্বদেহের অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন; সর্বদেহের অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন। 'কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন; কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

ভিক্ষুগণ! যেরূপ কোন দক্ষ ভ্রমকার অথবা তাহার শিক্ষার্থী দীর্ঘ (সূত্র) আকর্ষণ করিলে 'দীর্ঘ আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে; অথবা হ্রস্ব আকর্ষণ করিলে 'হ্রস্ব আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে, সেইরূপই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগকালে ..... 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি ..... প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; কায়ে উৎপত্তি ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে বিনাশ ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৩। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনকালে "গমন করিতেছি" ইহা উত্তমরূপে জানেন; দণ্ডায়মান থাকিলে 'দণ্ডায়মান রহিয়াছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন, 'উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন; শায়িত থাকিলে 'শয়ন করিয়া আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন। এইরূপে যখন তাঁহার দেহ যেরূপে অবস্থিত হয় তখন তিনি তাহা সেইরূপেই দেখেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে, অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৪। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমনে প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানানুশীলনকারী হন; অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, আহারে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, শরীরকৃত্য সম্পাদনে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীম্ভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তিধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এই রূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পদতল হইতে উর্ধ্বে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বকপরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ– 'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ! শালি, বৃহি, মুগ, মাষ, তিল, তণ্ডুলাদি নানাবিধ শস্যপূর্ণ দ্বিমুখ বিশিষ্ট গোণী অনাবৃত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ– 'ইহা শালি, ইহা বৃহি, ইহা মুগ, ইহা মাষ, ইহা তিল, ইহা তণ্ডুল'– সেইরূপই ভিক্ষু পদতল হইতে উর্ধ্বে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ– 'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ– 'এই দেহে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ! দক্ষ গো-ঘাতক অথবা তাহার সহকারী গাভী বধ করিয়া উহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্মহাপথে উপবিষ্ট থাকে, সেইরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ– 'এই দেহে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ এবং বায়ুধাতু আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্মশানে পরিত্যক্ত একদিনের মৃত, দুই দিনের অথবা তিন দিনের মৃত, স্ফীত, বিনীল, পূযপূর্ণ দেহ দেখেন, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ– 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এই রূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৮। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহকে কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিতেছে, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ– 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এই রূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৯। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি-শৃঙ্খল, রক্তমাংসযুক্তস্নায়ুবদ্ধ ..... অস্থিশৃঙ্খল মাংসহীন রক্তমক্ষিতস্নায়ুবদ্ধ ..... অস্থিশৃঙ্খল রক্তমাংসহীনস্নায়ুসম্বন্ধ ..... চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, একস্থানে হস্তাস্থি, একস্থানে পাদাস্থি, একস্থানে জঙ্ঘা-অস্থি, একস্থানে উরু-অস্থি, একস্থানে কটি-অস্থি, এক স্থানে পৃষ্ঠাস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ– 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১০। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ, উহা শ্বেত শঙ্খবর্ণনিভ ..... উহার বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত গলিত চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ– 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এই রূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১১। ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সুখবেদনা অনুভবকালে 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ (পার্থিব) সুখ-বেদনা অনুভবকালে 'সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি, ইহা জানেন, নিরামিষ সুখবেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ দুঃখবেদনা অনুভবকালে 'সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; বেদনায় উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'বেদনা বিদ্যমান,' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হইলে উহা সরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত বিরাগ হইলে উহা বিরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত দ্বেষযুক্ত হইলে উহা দ্বেষযুক্ত তাহা অবগত হন, দ্বেষহীন হইলে উহা দ্বেষহীন তাহা অবগত হন, মোহযুক্ত হইলে উহা মোহযুক্ত তাহা অবগত হন, মোহমুক্ত হইলে উহা মোহমুক্ত তাহা অবগত হন, একাগ্র হইলে উহা একাগ্র তাহা অবগত হন, বিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিক্ষিপ্ত তাহা অবগত হন, উন্নত (মহদ্গত) হইলে উহা উন্নত তাহা অবগত হন, অনুন্নত হইলে উহা অনুন্নত তাহা অবগত হন, আদর্শের নিম্নে অবস্থিত হইলে উহা ঐ অবস্থাসম্পন্ন তাহা অবগত হন, আদর্শে উপনীত হইলে উহা আদর্শ তাহা অবগত হন, সমাহিত হইলে উহা সমাহিত তাহা অবগত হন, অসমাহিত হইলে উহা অসমাহিত তাহা অবগত হন, বিমুক্ত হইলে উহা বিমুক্ত তাহা অবগত হন, অবিমুক্ত হইলে উহা অবিমুক্ত তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'চিত্ত বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্বন্ধে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ বর্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন কামচ্ছন্দের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্ম ব্যাপাদ বর্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্ম ব্যাপাদ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্ম ব্যাপাদ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্ম ব্যাপাদ নাই' ইহা অবগত হন। যেরূপে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন ব্যাপাদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন ব্যাপাদের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্ম স্ত্যান-মিদ্ধ বর্তমান থাকিলে, অধ্যাত্ম স্ত্যানমিদ্ধ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্ম স্ত্যানমিদ্ধ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্ম স্ত্যানমিদ্ধ নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন স্ত্যানমিদ্ধের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্ম ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য বর্তমান থাকিলে অধ্যত্ম ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

অধ্যাত্ম বিচিকিৎসা বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তিধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্বন্ধে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৪। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্পর্কে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি জানিতে পান 'ইহা রূপ, ইহা রূপের উৎপত্তি, ইহা রূপের নিরোধ (ধ্বংস)– ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উৎপত্তি, ইহা বেদনার নিরোধ– ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উৎপত্তি, ইহা সংজ্ঞার নিরোধ– ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উৎপত্তি, ইহা সংস্কারের নিরোধ– ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উৎপত্তি, ইহা বিজ্ঞানের নিরোধ।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিতি হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্বন্ধে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহির আয়তন সম্পর্কে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

ভিক্ষু চক্ষু কি তাহা জানেন, রূপ কি তাহা জানেন, উভয়ের কারণে যে সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, যেরূপে অনুৎপন্ন সংযোগের উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, যেরূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, যেরূপে প্রহীন সংযোজনের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন ..... শ্রোত এবং শব্দ ..... ঘ্রাণ এবং গন্ধ ..... জিহ্বা এবং রস ..... কায় এবং স্পর্শ ..... মন এবং ধর্ম কি তাহা জানেন, উভয়ের কারণে যে সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, যেরূপে অনুৎপন্ন সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, যেরূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, যেরূপে প্রহীন সংযোজনের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহির আয়তন সম্পর্কে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

অধ্যাত্ম স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

..... অধ্যাত্ম উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ বর্তমান থাকিলে 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বর্তমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চারি আর্যসত্য ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখের উৎপত্তি' যথার্থরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবগত হন, 'ইহা দুঃখের নিরোধ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখ নিরোধের মার্গ' যথার্থরূপে অবগত হন।

১৮। ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য কি?

জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ, ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।

ভিক্ষুগণ! জাতি কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের প্রকাশ, আয়তন লাভ; ভিক্ষুগণ ইহাই জাতি কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! জরা কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা দন্তহীনতা, কেশের শুভ্রতা, ত্বকের কুঞ্চন, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিকৃতি; ভিক্ষুগণ! ইহাই জরা কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! মরণ কি? প্রাণীগণের আপন আপন যোনি হইতে চ্যুতি, চ্যবন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধসমূহের ভেদ, কলেবরের নিক্ষেপ; ভিক্ষুগণ! ইহাই মরণ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! শোক কি? ভিক্ষুগণ! বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্মস্পৃষ্টের শোক, শোচনা, মর্মপীড়া, প্রিয়বিয়োগদ্ভূত চিত্তসন্তাপ ও বিহ্বলতা; ভিক্ষুগণ! ইহাই শোক কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! বিলাপ কি? বিবিধ ব্যসনাপন্ন বিবিধ দুঃখধর্মস্পৃষ্টের আদেব, পরিদেব, আবেদনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ত, পরিদেবিতত্ত; ভিক্ষুগণ! ইহাই বিলাপ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দুঃখ কি? দৈহিক ক্লেশ, দৈহিক বেদনা, অ-সাত অনুভব রূপ কায়সংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দৌর্মনস্য কি? মানসিক ক্লেশ, মানসিক বেদনা, অ-সাত অনুভবরূপ চিত্তসংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ! ইহাই দৌর্মনস্য কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! উপায়াস কি? বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্মস্পৃষ্টের ক্লান্তি, শরীর দৌর্বল্য, অশান্তি, অস্থৈর্য; ভিক্ষুগণ! ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ কি? ভিক্ষুগণ! জাতিধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ঃ– 'হায়! যদি আমরা জাতিধর্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমরা জাতি হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাই ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ঃ– 'যদি আমরা জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতাম, যদি আমরা ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাও ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

ভিক্ষুগণ! 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ, ইহা কি? যথা ঃ– রূপ-উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ; ভিক্ষুগণ! ইহাই 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।' ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ আর্যসত্য কথিত হয়।

১৯। ভিক্ষুগণ! দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য কি?

ইহা সেই তৃষ্ণা, যাহা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে, যাহা ভোগানন্দরাগযুক্ত, যাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে, যথা ঃ– কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, কোথায় স্থিত হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ, সেই তৃষ্ণা তাহাতেই উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিত হয়।

জগতে কোন্ বস্তু প্রিয়, কোন্ বস্তু আনন্দপ্রদ? জগতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনো-সংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম-সঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রূপ-বিতর্ক, শব্দ-বিতর্ক, গন্ধ-বিতর্ক, রস-বিতর্ক, স্পর্শ-বিতর্ক, ধর্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-বিচার, শব্দ-বিচার, গন্ধ-বিচার, রস-বিচার, স্পর্শ-বিচার, ধর্ম-বিচার জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য।

২০। ভিক্ষুগণ! দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য কি?

উহা সেই তৃষ্ণায় সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিরোধ, ত্যাগ, বর্জন উহা হইতে মুক্তি, উহাতে অপ্রবৃত্তি।

ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণা কোথায় পরিত্যক্ত হয়, কোথায় নিরুদ্ধ হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ তাহাতেই উহা পরিত্যক্ত হয়, তাহাতেই নিরুদ্ধ হয়।

জগতে প্রিয় এবং আনন্দপ্রদ কি? জগতে চক্ষু প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত, এইস্থানেই নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ ..... মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, ইহাতেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা ..... মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-সংজ্ঞা ..... ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা ..... ধর্ম-সঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-তৃষ্ণা ..... ধর্ম-তৃষ্ণা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-বিতর্ক ..... শব্দ-বিতর্ক ..... গন্ধ-বিতর্ক ..... রস-বিতর্ক, স্পর্শ-বিতর্ক ..... ধর্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-বিচার ..... শব্দ-বিচার ..... গন্ধ-বিচার ..... রস-বিচার ..... স্পর্শ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিচার ..... ধর্ম-বিচার জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

২১। ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য কি?

ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা ঃ– সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক্‌বাক্‌, সম্যককর্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি এবং সম্যকসমাধি।

ভিক্ষুগণ! সম্যকদৃষ্টি কি?

ভিক্ষুগণ! ইহা দুঃখের জ্ঞান, দুঃখের উৎপত্তি জ্ঞান, দুঃখের নিরোধের জ্ঞান, এবং দুঃখের নিরোধের মার্গের জ্ঞান; ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

ভিক্ষুগণ! সম্যকসংকল্প কি?

ইহা নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অ-ব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প; ইহাই, ভিক্ষুগণ! সম্যকসংকল্প।

ভিক্ষুগণ! সম্যকবাক্‌ কি?

মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, পিশুনবাক্য হইতে বিরতি, পরুষবাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছপ্রলাপ হইতে বিরতি; ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যকবাক্‌।

ভিক্ষুগণ! সম্যককর্মান্ত কি?

প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি; ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যককর্মান্ত।

ভিক্ষুগণ! সম্যকআজীব কি?

ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক মিথ্যাজীবিকা পরিহারপূর্বক সম্যকজীবিকা দ্বারা জীবন-যাপন করেন; ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যকআজীব।

ভিক্ষুগণ! সম্যকব্যায়াম কি?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহের দূরীকরণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপত্তির নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির নিমিত্ত, রক্ষার নিমিত্ত, বৃদ্ধির নিমিত্ত, বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনার পূর্ণতার নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যকব্যায়াম।

ভিক্ষুগণ! সম্যকস্মৃতি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া, লোক সুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন, বেদনায় ..... চিত্তে ..... ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যকস্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সম্যকসমাধি কি?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্কবিচারের উপশমে তিনি অধ্যত্নসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখরূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যকসমাধি।

ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য।

এইরূপে ভিক্ষু অধ্যাত্ম, বাহিরে অথবা অধ্যাত্ম ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই ভিক্ষু চারি আর্যসত্যে ধর্মে ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন।

২২। ভিক্ষুগণ! যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এইরূপ সপ্তবর্ষকাল ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য ঃ– এই জগতেই অরহত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ! সপ্তবর্ষের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান ছয় বৎসরকাল, এইরূপে ভাবনা করিবেন, অথবা পাঁচ বৎসর, অথবা চারি বৎসর, অথবা তিন বৎসর, অথবা দুই বৎসর, অথবা এক বৎসর, এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য ঃ– এই জগতেই অরহত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ! এক বৎসরের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান সাতমাস, অথবা ছয়মাস,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা পাঁচমাস, অথবা চারিমাস, অথবা তিনমাস, অথবা দুইমাস, অথবা একমাস, অথবা অর্ধমাস এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য ঃ– এই জগতেই অরহত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ! অর্ধমাসের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান একসপ্তাহ এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য ঃ– এই জগতেই অরহত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, 'ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের জন্য, দুঃখ ও দৌর্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্বাণের সাক্ষাতকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতিপ্রস্থান একমাত্র মার্গ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

(মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩। পাযাসি সুত্তন্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে আয়ুষ্মান কুমারকস্‌সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য সেতব্যা নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেতব্যার উত্তরে স্থিত সিংসপা বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজন্য পায়াসি রাজভোগ্য রাজদায়, ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ পসেনদি কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন সেতব্যাতে বাস করিতেছিলেন।

২। ঐ সময় রাজন্য পায়াসির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকর্ম ও কুকর্মের ফল নাই। সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ শুনিলেন ঃ– 'গৌতমের শ্রাবক শ্রমণ কুমারকস্‌সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঙ্ঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেতব্যায় উপনীত হইয়া উহার উত্তরস্থ সিংসপ বনে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজনীয় কুমারকস্‌সপের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে ঃ– "তিনি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, সুবক্তা, সুপ্রতিভ, সম্মানার্হ এবং অরহত। তথারূপ অরহতের দর্শন কল্যাণজনক।" অনন্তর সেতব্যায় ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে সিংসপা বনাভিমুখে গমন করিলেন।

৩। ঐ সময় রাজন্য পায়াসী দিবা বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তরে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন ঃ–

'মন্ত্রী! সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ কি নিমিত্ত এইরূপে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন'? উত্তরে মন্ত্রী তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তখন তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, 'তুমি সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বল ঃ– "রাজন্য পায়াসী এইরূপ কহিয়াছেন ঃ– আপনারা অপেক্ষা করুন, রাজন্য পায়াসি শ্রমণ কুমারকস্‌সপকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিবেন।" শ্রমণ কুমারকস্‌সপ সেতব্যার অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে পূর্ব হইতেই উপদেশ দিতেছেন ঃ– "পরলোকের অস্তিত্ব আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।" কিন্তু, মন্ত্রী! পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'তথাস্তু' বলিয়া মন্ত্রী রাজন্য পায়াসির আজ্ঞা পালন করিলেন।

৪। তদনন্তর রাজন্য পায়াসি সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ পরিবৃত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সিংসপা বনে আয়ুষ্মান কুমার কস্‌সপের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপূর্বক ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ তাঁহার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পূর্বোক্তরূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নামগোত্র প্রকাশপূর্বক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিলেন।

৫। আসন গ্রহণান্তে রাজন্য পায়াসি আয়ুষ্মান কুমারকস্‌সপকে কহিলেন ঃ–

'হে কস্‌সপ! আমি এইরূপ মত এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করি ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজন্য! এরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন কাহাকেও আমি দেখি নাই, এরূপ কাহারও কথা শুনিও নাই। কিরূপে ইহা বলা সম্ভব; পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই? রাজন্য! এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিন। রাজন্য! আপনি কি মনে করেন? এই যে চন্দ্র ও সূর্য– ইহারা কি ইহলোকে অথবা পরলোকে? ইহারা দেব অথবা মনুষ্য?'

'হে কস্‌সপ! চন্দ্র ও সূর্য পরলোকে, ইহলোকে নহে, তাহারা দেব, মনুষ্য নহে।'

'হে রাজন্য! ইহা হইতেই আপনার সিদ্ধান্ত করা উচিত ঃ– পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

৬। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজপুত্র! কিরূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণ বধ করিতেন, অদত্তের গ্রহণ করিতেন, ব্যভিচার করিতেন, যাঁহারা মিথ্যাভাষী ছিলেন, যাঁহারা পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতেন, তুচ্ছপ্রলাপে রত হইতেন, যাঁহারা লোভযুক্ত, যাঁহারা দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছি ঃ– "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ– যাঁহারা প্রাণবধ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদত্তের গ্রহণ করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কহে, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করে, তুচ্ছপ্রলাপে রত হয়, যাহারা লোভযুক্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা দেহের বিনাশে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। আপনারা প্রাণবধ করিয়াছেন, অদত্তের গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যভিচার করিয়াছেন, মিথ্যা কহিয়াছেন, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, লোভানুযুক্ত হইয়াছেন, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাত সম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে যদি আপনারা ঐরূপ দশাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেন ঃ– পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। "আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসার্হ, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

৭। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র; আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। রাজপুত্র! আপনি কি মনে করেন? মনে করুন আপনার কর্মচারীগণ কোন কুক্রিয়াসক্ত চোরকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়া কহিল ঃ– "দেব! এই পুরুষ কুক্রিয়াসক্ত চোর, আপনি ইচ্ছানুরূপ ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এরূপ ক্ষেত্রে ইহার বাহুদ্বয় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদ্দিকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া, শির মুণ্ডিত করিয়া, উচ্চ ঢক্কা নিনাদসহ রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, সিংঘাটক হইতে সিংঘাটকে লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরের দক্ষিণে বধ্যভূমিতে ইহার শিরচ্ছেদন কর।" তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া আপনার আদেশ পালনে রত হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে উপবেশন করাইল। সেই পুরুষটি কি ঘাতকগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে ঃ– "ঘাতক মহাশয়গণ! অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আমার বন্ধু-বান্ধব ও রক্তের সম্পর্ক বিশিষ্ট জ্ঞাতিগণ আছে, আমি তাহাদিগকে দেখা দিয়া না আসা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?" পুরুষটি এইরূপ কহিতে কহিতেই কি ঘাতকগণ উহার শিরচ্ছেদ করিবে না?'

'পূজ্য কস্সপ! সে ঐরূপ অনুমতি পাইবে না, এবং ঘাতকগণ তাহার শিরচ্ছেদ করিবে।'

'হে রাজপুত্র! সেই চোর মনুষ্য হইয়াও যদি মনুষ্য-ভূত ঘাতকগণের নিকট ঐরূপ অনুমতি লাভ না করে, তাহা হইলে কিরূপে আপনার পূর্বোক্তরূপ মিত্র ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া নরক-পালগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে ঃ– "ঘাতক মহাশয়গণ! আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে এই কথা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া না আসা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?"'

৮। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'হে রাজপুত্র! কি রূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ করিতেন না, অদত্তের গ্রহণ করিতেন না, ব্যভিচার করিতেন না, যাঁহারা মিথ্যাভাষী ছিলেন না, যাঁহারা পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতেন না, তুচ্ছপ্রলাপে রত হইতেন না, যাঁহারা লোভযুক্ত ছিলেন না, যাঁহারা দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। কোন সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছি ঃ– "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ– যাহারা প্রাণবধ করে না, অদত্তের গ্রহণ করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যা কহে না, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করে না, তুচ্ছপ্রলাপে রত হয় না, যাহারা লোভযুক্ত নহে, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন নহে, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। আপনারা প্রাণবধ করেন নাই, অদত্তের গ্রহণ করেন নাই, ব্যভিচার করেন নাই, মিথ্যা কহেন নাই, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, লোভানুযুক্ত হন নাই, দ্বেষ-দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হন নাই। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে যদি আপনারা ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেন ঃ– পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসার্হ, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

৯। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র, কোন পুরুষ মলকূপে আশীর্ষ নিমগ্ন। আপনি কর্মচারীগণকে আদেশ করিলেন ঃ– "তোমরা পুরুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধার কর।" তাহারা "তথাস্তু" বলিয়া পুরুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধার করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে বংশপেষিকাদ্বারা ঐ ব্যক্তির দেহ মার্জিত করিয়া উহা হইতে মল দূরীভূত কর।" তাহারা "তথাস্তু" কহিয়া আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে পাণ্ডুমৃত্তিকা দ্বারা ঐ ব্যক্তির দেহ তিনবার মর্দিত কর।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে পুরুষটিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ সহযোগে উত্তমরূপে তিনবার ্লাত কর।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে ঐ ব্যক্তির কেশ ও শ্মশ্রুর বিন্যাস সাধন কর।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে পুরুষটিকে মহার্ঘ মাল্য, বিলেপন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত কর।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ– "এক্ষণে পুরুষটিকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা উহার সেবা কর।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। রাজপুত্র! আপনি কি মনে করেন? সেই স্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মাল্যাভরণভূষিত, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, প্রাসাদস্থিত, পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্যদ্রব্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত পুরুষটি কি পুনরায় সেই মলকূপে নিমগ্ন হইতে চাহিবে?"

'মাননীয় কস্‌সপ! সে চাহিবে না।'

'কি কারণে?'

'মাননীয় কস্‌সপ! মলকূপ অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময়, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ঐরূপে জ্ঞাত।' 'হে রাজপুত্র! এইরূপেই মনুষ্যগণ দেবগণের নিকট অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময়, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ঐরূপে জ্ঞাত। হে রাজন্য, শত যোজন দূর হইতে মনুষ্যগন্ধ দেবগণ কর্তৃক অনুভূত হয়। ঐ সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ যাঁহারা প্রাণবধে বিরত হইয়া, অদত্তের গ্রহণে বিরত হইয়া, ব্যভিচারে বিরত হইয়া, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইয়া, পিশুন ও পরুষবাক্য হইতে বিরত হইয়া, তুচ্ছপ্রলাপে বিরত হইয়া, লোভহীন অব্যাপন্ন চিত্ত ও সম্যক্‌দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মৃত্যুর পর, দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা কি আসিয়া কহিবেন ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে?" হে রাজপুত্র! এই যুক্তির দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১০। শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই?'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য! কিরূপ প্রমাণ।?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ এবং রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা-মেরয়-মদ্য পানরূপ প্রমাদে বিরত ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই, তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছি ঃ– "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন– যাহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা-মেরয়-মদ্যপানরূপ প্রমাদে বিরত, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য লাভ করে। আপনারা ঐ সকল কর্মে বিরত। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য লাভ করিবেন। যদি মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে আপনাদের উক্তরূপ সুগতি লাভ হয়, আপনারা আসিয়া আমাকে কহিবেন– পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসার্হ, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেরণ করেন নাই, । এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।"

১১। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। হে রাজন্য! যাহা মানুষের একশত বৎসর, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের তাহা একরাত্রি ও একদিন। ঐরূপ ত্রিংশতি দিবা-রাত্রিতে এক মাস, ঐরূপ মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর, ঐরূপ বৎসরের দিব্য সহস্র বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। আপনার যে সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ, প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুরাপান হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সন্নিধানে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের মনে হয় ঃ– "আমরা দুই অথবা তিন রাত্রি-দিবা দিব্য পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত ও লীন হইয়া বিহার করিয়া লই, পরে আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া জ্ঞাপন করিব ঃ– পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে," তাঁহারা কি আসিয়া কহিবেন ঃ– পরলোক, ঔপপাতিক সত্ত্ব, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে?'

'অবশ্যই নহে। তাহার বহুপূর্বেই আমাদের মরিয়া যাইবার কথা। কিন্তু পূজ্য কস্‌সপকে কে কহিল ঃ– "ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবলোক আছে" অথবা "ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?" আমরা কস্‌সপের ঐরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।'

'হে রাজন্য! যেরূপ জাত্যন্ধ পুরুষ কৃষ্ণ ও শুক্র পদার্থ, নীল, পীত, লোহিত মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সম ও বিষম দেখিতে পায় না, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দেখিতে পায় না। সে যদি এইরূপ কহে ঃ– "কৃষ্ণ ও শুক্র পদার্থ নাই, কেহ উহা দেখিতে পায় না; নীল, পীত, লোহিত, মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পায় না; সম ও বিষম নাই, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পায় না; আমি উহা জানিনা ও দেখিতে পাইনা, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই।" রাজন্য! পুরুষটি ঐরূপ কহিলে কি তাহার বাক্য যথার্থ হইবে?"

'হে কস্‌সপ! তাহা হইবে না। আপনি যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদের দর্শকও আছে। "আমি উহা জানি না ও দেখি না, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই" এরূপ কহিলে উহা যথার্থ উক্তি হইবে না।'

'হে রাজন্য! সেইরূপই আপনি জাত্যন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, যেহেতু আপনি কহিতেছেন ঃ– পূজ্য কস্‌সপকে কে কহিল ঃ– 'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক আছে' অথবা 'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?' আমরা কস্‌সপের ঐরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।"

'হে রাজন্য! আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা পরলোকের দর্শন সম্ভব নয়। হে রাজন্য! সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অরণ্যে শব্দহীন সুদূর বনপ্রস্থে বাস করেন, তাঁহারা তথায় অপ্রমত্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ করেন, তাঁহারা অমানুষী বিশুদ্ধ বিদ্যচক্ষুদ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং ঔপপাতিক সত্ত্ব দর্শন করেন। হে রাজন্য! এইরূপেই পরলোক দর্শন করিতে হয়, আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা নহে। হে রাজন্য! এই যুক্তির দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১২। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য! কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ! আমি দেখিতে পাই, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আছেন যাঁহারা শীলসম্পন্ন, সদ্‌গুণান্বিত, জীবনধারণার্থী, মরণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখপরিহারী; তখন, হে কস্‌সপ! আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় ঃ– যদি এই সকল শ্রদ্ধেয় শীলসম্পন্ন, সদ্‌গুণান্বিত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জ্ঞাত হইয়া থাকেন ঃ– "আমরা মরণের পর শ্রেয়ঃ লাভ করিব," তাহা হইলে তাঁহারা বিষপান করিবেন, অথবা স্বদেহে অস্ত্রাঘাত করিবেন, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন, অথবা উত্তুঙ্গ স্থল হইতে পতিত হইবেন। যেহেতু ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ মরণের পর শ্রেয়ঃ লাভ করিবেন এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, সেই হেতু তাঁহারা মরণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখপরিহারী। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৩। 'তাহা হইলে হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজন্য! অতীতকালে জনৈক ব্রাহ্মণের দুই পত্নী ছিল, এক পত্নীর দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র, অপরা আসন্ন প্রসবা গর্ভিণী, এই সময়ে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তদনন্তর ব্রাহ্মণের পুত্র মাতার সপত্নীকে কহিল ঃ– "ভবতি! ধন, ধান্য, রজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমার। ইহাতে আপনার কিছুই নাই, আমার পিতার উত্তরাধিকার আমায় অর্পণ করুন।" এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকুমারকে কহিল ঃ– "বৎস, আমার প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহারও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয় সে তোমার পরিচারিকা হইবে।"

'দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে কহিল ঃ– "ভবতি" ধন, ধান্য, রজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমার। ইহাতে আপনার কিছুই নাই, আমার পিতার উত্তরাধিকার আমায় অর্পণ করুন।" দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণী কুমারকে কহিল ঃ– "বৎস, আমার প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহারও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয় সে তোমার পরিচারিকা হইবে।"

'তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে পূর্বোক্তরূপ কহিলে ব্রাহ্মণী গর্ভে পুত্র অথবা কন্যা আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিল। এইরূপে সেই মূঢ়া জ্ঞানহীনা নারী অনবহিত হইয়া দায়াদ্যের অন্বেষণে স্বীয় জীবন, গর্ভ ও ধন সমস্তই নষ্ট করিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপেই, হে রাজন্য, আপনি অনবহিত হইয়া পরলোকের অন্বেষণে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানহীনতার জন্য বিনষ্ট হইবেন। হে রাজন্য! শীলবান, ধার্মিক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহা অপরিপক্ক তাহার পরিপক্কতা সাধনের প্রয়াসী হন না, তাঁহারা জ্ঞানী এবং পরিপাকের প্রতীক্ষায় থাকেন। শীলবান, ধার্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের জীবনের প্রয়োজন আছে। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের আয়ু যতই দীর্ঘ হয় ততই উহা অধিকতররূপে পুণ্যপ্রসূ হয়, বহু জনের হিত ও সুখসাধক হয়, সর্বজগতের এবং একাধারে দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখে পর্যবসিত হয়। হে রাজন্য! এই যুক্তির দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৪। 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এবিষয়ে আমার এই মত ঃ পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্সপ! মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল ঃ– "দেব! এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "ইহাকে জীবিতাবস্থায় কটাহে নিক্ষেপপূর্বক কটাহের মুখ বন্ধ করিয়া উহা আর্দ্র চর্মে আবৃত করণান্তর আর্দ্র মৃত্তিকার অবলেপনপূর্বক উদ্ধ্মানোপরি রক্ষা করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। যখন আমরা জানিলাম যে, মানুষটি মৃত, তখন কটাহটি নামাইয়া বন্ধন মোচনপূর্বক উহার মুখ বিবরিত করিয়া উহা হইতে মানুষটির আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয় কিনা দেখিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উহার আত্মাকে বহির্গত হইতে দেখিলাম না। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।"

১৫। 'তাহা হইলে, হে রাজন্য! আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। রাজন্য! আপনি কি মধ্যাহ্নে নিদ্রাকালে স্বপ্নে রমণীয় আবাস, বন, ভূমি এবং পুষ্করিণী দেখেন নাই?'

শ্রদ্ধেয় কস্সপ! আমি দেখিয়াছি।'

'ঐ সময়ে কি অতি তরুণ শিশুস্বভাবসম্পন্ন কুমারীগণ আপনার সেবায় রত থাকে?'

'হে কস্সপ তাহা সত্য।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'তাহারা কি আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে?'

'তাহারা দেখে না।'

'হে রাজন্য! তাহারা জীবন্ত হইয়াও আপনার জীবিতাবস্থায় আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে না। আপনি মৃত হইলে কি তাহারা আপনার আত্মার প্রবেশ অথবা বহির্গমন দেখিতে পাইবে? এই যুক্তিদ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৬। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল ঃ– "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "তোমরা তুলাদণ্ডের সাহায্যে জীবিতাবস্থায় এই পুরুষের দেহভার পরীক্ষাপূর্বক ধণুর্গুণের দ্বারা তাহার শ্বাসরোধ ও তাহাকে হত্যা করিয়া পুনরায় তুলাদণ্ডে তাহার ভার পরীক্ষা কর।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। জীবিতাবস্থায় মানুষটি লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর সুস্থই ছিল। মৃতাবস্থায় সে গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইল। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৭। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমাদ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র! মনে করুন কেহ তুলাদণ্ডে সর্বদিন ব্যাপিয়া উত্তাপিত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত আভাযুক্ত লৌহ গোলকের ভার নির্ণয় করিল, পরে ঐ গোলক শীতল ও নির্বাপিত হইলে তুলাদণ্ডে উহার ভার পরীক্ষা করিল। গোলকটি কোন্ সময় লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে? আদীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত, অবস্থায় অথবা শীতল ও নির্বাপিত অবস্থায়?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত ও আভাযুক্ত তখনই লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে। গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত নহে, যখন উহা শীতল ও নির্বাপিত তখনই উহা গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইবে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'রাজপুত্র! এইরূপেই যখন এই দেহ আয়ুযুক্ত, তেজযুক্ত ও বিজ্ঞানযুক্ত থাকে, তখন লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় থাকে। কিন্তু যখন উহা আয়ু, তেজ ও বিজ্ঞানযুক্ত নহে তখন উহা গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইবে। এই প্রমাণের দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৮। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ! মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল ঃ– "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "ইহার শল্ক, চর্ম, মাংস,স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহাকে বধ কর।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। যখন চোর অর্ধমৃত হইল তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "ইহাকে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া শায়িত কর, যাহাতে আমরা উহার আত্মার বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহারা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "উহাকে অধোমুখী হইয়া শায়িত কর ..... পার্শ্বোপরি শায়িত কর ..... অপর পার্শ্বের উপর স্থাপিত কর ..... ঊর্ধ্ব করিয়া স্থাপিত কর ..... অধোশির করিয়া স্থাপিত কর ..... হস্তদ্বারা প্রহার কর ..... মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত কর ..... দণ্ডাঘাত কর ..... অস্ত্রাঘাত কর ..... পার্শ্ব হইতে পার্শ্বোন্তরে সর্বপ্রকারে সঞ্চালিত কর, যাহাতে আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহারা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিলাম না। তাহার সেই চক্ষুই আছে, রূপাদিও রহিয়াছে, কিন্তু ঐ চক্ষু রূপাদি দর্শন করে না; তাহার শ্রোত্র বিদ্যমান শব্দও বিদ্যমান, তথাপি সে শ্রবণ করে না; তাহার নাসিকা রহিয়াছে, গন্ধও রহিয়াছে, কিন্তু সে ঘ্রাণ অনুভব করে না; তাহার জিহ্বা রহিয়াছে, রসও রহিয়াছে, কিন্তু সে রস আস্বাদন করে না; তাহার কায় রহিয়াছে, স্প্রষ্টব্য রহিয়াছে, কিন্তু স্পর্শ নাই। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৯। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজন্য! পূর্বকালে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনৈক শঙ্খনিনাদক শঙ্খ হস্তে সীমান্ত জনপদে গমন করিয়াছিল। সে এক গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার শঙ্খধ্বনি করিয়া শঙ্খভূমিতে নিক্ষেপপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তখন জনপদবাসী মনুষ্যগণ চিন্তা করিল ঃ– "এই রমণীয়, কমণীয়, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকর শব্দ কিসের?" তাহারা একত্রিত হইয়া শঙ্খনিনাদককে জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর করিল, "এই শব্দ– এই রমণীয়, কমনীয়, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকর শব্দ– মনুষ্যগণ যাহাকে শঙ্খ কহে সেই শঙ্খের।" তাহারা শঙ্খটিকে ঊর্ধ্বমুখ করিয়া স্থাপিত করিয়া কহিল, "হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। তাহারা শঙ্খকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিয়া ..... পার্শ্বোপরি শায়িত করিয়া ..... অপর পার্শ্বের উপর স্থাপিত করিয়া ..... ঊর্ধ্ব করিয়া স্থাপিত করিয়া ..... অধোশির করিয়া স্থাপিত করিয়া ..... হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়া ..... মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত করিয়া ..... দণ্ডাঘাত করিয়া ..... অস্ত্রাঘাত করিয়া ..... পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সর্বপ্রকারে সঞ্চালিত করিয়া কহিল, "হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। হে রাজপুত্র! তখন সেই শঙ্খনিনাদক এইরূপ চিন্তা করিল ঃ– "এই সকল সীমান্তবাসী মনুষ্যগণ কি নির্বোধ! তাহারা কেন এইরূপ অবিবেচকের ন্যায় শঙ্খ-শব্দের সন্ধান করিতেছে?" সে তাহাদের সম্মুখেই শঙ্খটি গ্রহণ করিয়া তিন বার উহা বাজাইয়া শঙ্খসহ প্রস্থান করিল। হে রাজন্য! তখন সীমান্তবাসীগণ এইরূপ চিন্তা করিল ঃ– "শঙ্খ যখন মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ু সহগত হয়, তখনই উহা শব্দ করে। কিন্তু যখন ঐ শঙ্খ মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ুসহগত না হয়, তখন উহা শব্দ করে না।" হে রাজন্য! এইরূপেই এই দেহ যখন আয়ু, উষ্মা এবং বিজ্ঞানসহগত হয়, তখনই উহা গমনাগমন করে, দণ্ডায়মান হয়, উপবেশন করে, শয়ন করে, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে, মন দ্বারা ধর্ম অবগত হয়। কিন্তু যখন উহা উক্ত তিন বস্তুর সহিত যুক্ত না হয়, তখন উহা ঐ সকল ক্রিয়ার কোনটিই সম্পাদন করিতে পারে না। এই প্রমাণের দ্বারাও, হে রাজন্য! আপনার গ্রহণ করা উচিত যে পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

২০। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'হে রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'হে কস্‌সপ! মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল ঃ– "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনি যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– ইহা শল্ক উন্মোচন কর, যাহাতে আমরা উহার আত্মাকে দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মাকে দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ– "এখন ইহার চর্ম উন্মোচন কর, ... মাংস,স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন কর, যাহাতে আমরা তাহার আত্মা দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মা দেখিলাম না। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

২১। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র! পূর্বকালে এক অগ্নিপূজক জটিল অরণ্য প্রদেশে পর্ণকুটিরে বাস করিত। এ সময় বণিকগণের এক সার্থ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। ঐ সার্থ অগ্নিপূজক জটিলের আশ্রমের নিকটে একরাত্রি বাস করিয়া চলিয়া গেল।

রাজন্য, তখন অগ্নিপূজক জটিল চিন্তা করিল ঃ– "আমি সার্থ শিবিরে গমন করিব, সেখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করা সম্ভব হইবে।" অতঃপর জটিল প্রত্যূষে উত্থান করিয়া সার্থ শিবিরে গমন করিল এবং তথায় দেখিল একটি ললিত শিশু পরিত্যক্ত অবস্থায় উত্তান হইয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে চিন্তা করিল ঃ– "আমি যদি কোন মনুষ্যকে আমার সম্মুখে মরিয়া যাইতে দিই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে অশোভন হইবে। আমি এই শিশুকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে ইহার পোষণ ও পালনের বিধান করিব।" এইরূপে সেই জটিল শিশুটিকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে তাহাকে পুষ্ট ও প্রতিপালিত করিল। শিশুটি যখন দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন জটিলের কোন কার্যোপলক্ষে জনপদে যাইবার প্রয়োজন হইল। তখন সে শিশুটিকে এইরূপ কহিল ঃ– "বৎস! আমি জনপদে যাইতে ইচ্ছা করি, তুমি অগ্নির পরিচর্যা করিবে, অগ্নি নির্বাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নির্বাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদনপূর্বক উহার পরিচর্যা করিবে।" জটিল বালকটিকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া জনপদে গমন করিল। বালকের ক্রীড়ারত অবস্থায় অগ্নি নির্বাপিত হইল। তখন বালক চিন্তা করিল ঃ– 'পিতা আমাকে কহিয়াছেন, বৎস, অগ্নির পরিচর্যা করিবে, অগ্নি নির্বাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নির্বাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদনপূর্বক উহার পরিচর্যা করিবে। অতএব আমি অগ্নি উৎপাদনপূর্বক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উহার পরিচর্যা করিব।” তৎপরে বালকটি কুঠার দ্বারা অরণি বিদীর্ণ করিতে লাগিল, সে মনে করিয়াছিল ‘এইরূপেই আমি অগ্নি লাভ করিব।’ কিন্তু সে সফল হইল না। অরণিকে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ শতভাগে বিদীর্ণ করিল, খণ্ড খণ্ড করিল, পরে ঐ সকল উদুখলে চূর্ণ করিয়া বায়ুতে উড়াইল, সে মনে করিয়াছিল, ‘আমি এইরূপেই অগ্নি লাভ করিব।’ কিন্তু অগ্নির উৎপত্তি হইল না। তদনন্তর জটিল জনপদে কর্ম সম্পাদনান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বালককে জিজ্ঞাসা করিল ঃ– “বৎস! অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই ত?”

“পিতা, যখন আমি ক্রীড়ারত ছিলাম, তখন অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল। তখন আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা স্মরণ করিয়া আমি নির্দেশানুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম। আমি কুঠার দ্বারা অরণি শতধা বিদীর্ণ করিয়া, খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া উদুখলে চূর্ণ করিয়া বায়ুতে উড়াইয়াছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, ‘এইরূপেই অগ্নি উৎপন্ন হইবে।’ কিন্তু আমি সফল হই নাই।” তখন সেই জটিলের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ– “এই বালক কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন! কেন সে এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় অগ্নির অনুসন্ধান করিবে?” জটিল বালকের সম্মুখেই অরণি লইয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্বক বালককে কহিল ঃ– “বৎস! এইরূপেই অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, তোমার ন্যায় নির্বোধ জ্ঞানহীন যেরূপে অগ্নির অন্বেষণ করে সেরূপে নয়।” হে রাজপুত্র! এইরূপেই আপনি নির্বোধ জ্ঞানহীনের ন্যায় পরলোকের অন্বেষণ করিতেছেন। হে রাজন্য! এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।’

২২। ‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন ঃ– “রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।” হে কস্‌সপ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে, লোকে বলিবে ঃ– “কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।” আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।’

২৩। ‘তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞপুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য! অতীতে সহস্র শকটসমন্বিত এক বিরাট সার্থ পূর্ব জনপদ হইতে পশ্চিম জনপদে গমন করিয়াছিল। সার্থ যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছিল। সেই সার্থের দুইজন নায়ক ছিল, প্রত্যেকেই পাঁচশত শকটের পরিচালক। সেই দুইজনের মনে এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিন্তার উদয় হইল ঃ–

"সহস্র শকট সমন্বিত এই বিরাট সার্থ। আমরা যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছি, সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছে। অতএব আমরা এই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিব, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট থাকিবে।"

'তাহারা সেই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিল, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট রহিল। একজন নায়ক বহু তৃণ, কাষ্ঠ, ও উদক সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। দুই তিন দিন ভ্রমণের পর নায়ক এক কৃষ্ণবর্ণ, লোকিতাক্ষ, তৃণসজ্জিত, কুমুদমালী, আর্দ্রবস্ত্র, আর্দ্রকেশ, পুরুষকে কর্দমমক্ষিতচক্র গর্দভরথে আরোহণ করিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখিল। উহা দেখিয়া নায়ক জিজ্ঞাসা করিল ঃ– "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"অমুক জনপদ হইতে।"

"কোথায় যাইবেন?"

"অমুক জনপদে।"

"সম্মুখে কান্তারে কি মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে?"

"ইহা সত্য সম্মুখস্থ কান্তারে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু, তৃণ, কাষ্ঠ ও জল আছে। আপনারা পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ ও জল পরিত্যাগ করিয়া লঘুভার শকটের সহিত শীঘ্র শীঘ্র গমন করুন, বাহনগুলিকে ক্লান্ত হইতে দিবেন না।"

'তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে পূর্বোক্ত পুরুষ কথিত সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আদেশ করিল ঃ– "পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, উদকাদি পরিত্যাগপূর্বক শকটের সহিত অগ্রসর হও।"

"তথাস্তু" কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালন করিল। তাহারা তাহাদের প্রথম শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, জল কিছুই পাইল না; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম স্থানেও কিছুই পাইল না, সকলেই দুর্গতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইল। সার্থে যত মনুষ্য ও পশু ছিল সকলেই সেই অ-মনুষ্য যক্ষ ভক্ষণ করিল, কেবল মাত্র তাহাদের অস্থি অবশিষ্ট রাখিল।

'অপর নায়ক যখন জানিল যে পূর্বোক্ত সার্থ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে তখন সে প্রভূত তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় লইয়া শকটসহ যাত্রা করিল। দুই তিন দিন চলিবার পর এই সার্থের নায়কও পূর্বের ন্যায় এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতাক্ষ পুরুষকে দেখিয়া তাহার সহিত পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্যালাপ করিল এবং পুরুষটিও তাহাকে পূর্বের ন্যায় আপন দ্রব্যসম্ভার পরিত্যাগ করিতে কহিল।

'অতঃপর সার্থবাহ শকট চালকগণকে কহিল ঃ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'এই পুরুষটি কহিতেছে সম্মুখে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় রহিয়াছে। সে আমাদিগকে পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে কহিতেছে, যাহাতে বাহনাদি ক্লান্ত না হয়। কিন্তু পুরুষটি আমাদের মিত্রও নয়, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিও নয়। কিরূপে আমরা ইহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিব? পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় পরিত্যাগ করা হইবে না, সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সহ অগ্রসর হও, আমরা পুরাতন কিছুই পরিত্যাগ করিব না।"

"তথাস্তু কহিয়া চালকগণ পূর্বাহৃত দ্রব্যসম্ভারের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা ক্রমান্বয়ে সাতটি শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ পানীয় কিছুই পাইল না। পরন্তু তাহারা পূর্বের সার্থকে বিনষ্ট অবস্থায় দেখিল। তাহারা ঐ সার্থের মনুষ্য ও পশুসমূহের রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত দেহের অস্থিসমূহ দর্শন করিল।

'তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে কহিল ঃ—

"ইহা সেই পূর্বগামী সার্থ যাহা তাহার নির্বোধ নায়ক কর্তৃক চালিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সহিত যে অব্যবহার্য পানীয় আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সার্থের উত্তম পানীয় গ্রহণ কর।" "তথাস্তু" কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালনপূর্বক নিরাপদে কান্তার অতিক্রম করিল, যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। এইরূপেই, হে রাজপুত্র! আপনি নির্বোধ জ্ঞানহীনের ন্যায় পরলোকের অন্বেষণ করিয়া পূর্বোক্ত সার্থবাহের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। যাহারা আপনার বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে তাহারাও পূর্বোক্ত শকট চালকগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। হে রাজপুত্র! এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।

২৪। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন ঃ— রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ— পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্‌সপ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে ঃ— "কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এইমত পোষণ করিব।

২৫। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। রাজন্য! পূর্বকালে এক শূকর পালক স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়াছিল। তথায় সে দেখিল প্রভূত শুষ্ক মল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া তাহার মনে হইল ঃ— 'বহু শুষ্ক মল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, উহা আমার শূকরের খাদ্য হইবে। আমি উহা এই স্থান হইতে লইয়া যাইব।" সে বহির্বাস প্রসারিত করিয়া প্রভূত শুষ্ক মল সংগ্রহপূর্বক পুলিন্দাবদ্ধ করিয়া মস্তকে স্থাপনপূর্বক চলিল। পথিমধ্যে অকালে মহামেঘের বর্ষণ হইল। সে মস্তক হইতে প্রবাহিত বিন্দু বিন্দু মলে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার লইয়া চলিতেছিল। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যগণ তাহাকে কহিল ঃ– "তুমি কি উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য? কি নিমিত্ত বিন্দু বিন্দু মলের প্রবাহে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার বহিতেছ?" "তোমরাই উন্মত্ত ও জ্ঞানশূন্য। ইহা আমার শূকরের খাদ্য।" রাজন্য, এইরূপে আপনিও মলবাহীরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। হে রাজপুত্র, এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।'

২৬। 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন ঃ– "রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্সপ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে ঃ– "কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৭। 'তাহা হইলে, রাজন্য! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য! পূর্বকালে দুইজন অক্ষধূর্ত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একজন প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতেছিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে কহিল ঃ– "মিত্র! তুমি একান্ত জয়লাভ করিতেছ, অক্ষ আমায় দাও, আমি উহাতে পূজা করিয়া লই।" "উত্তম" কহিয়া সে অক্ষগুলি প্রদান করিল। তখন ঐ ক্রীড়ক অক্ষগুলিকে বিষমক্ষিত করিয়া অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! এস, অক্ষক্রীড়া করি।" অপর সম্মত হইলে দ্বিতীয়বার ক্রীড়া হইল, এইবারও পূর্বোক্ত দ্যূতকর প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে কহিল ঃ–

"পুরুষ বুঝিতেছে না যে সে দারুণ জ্বালা
লিপ্ত অক্ষ গ্রাস করিতেছে, রে পাপ ধূর্ত!
গ্রাস কর, ইহার তিক্ত ফল ভোগ করিতে
হইবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'এইরূপেই, রাজন্য! আপনি অক্ষধূর্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। ইহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।'

২৮। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন ঃ– "রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্‌সপ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে ঃ– "কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৯। 'তাহা হইলে, রাজন্য! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য! পূর্বকালে কোন জনপদের অধিবাসীগণ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তর আশ্রয় করিয়াছিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি তাহার সহচরকে কহিল ঃ– মিত্র! চল, সেই জনপদে যাই, ঐ স্থানে কিঞ্চিৎ ধনলাভ সম্ভব হইবে।" অপর ব্যক্তি সম্মত হইলে তাহারা সেই জনপদের কোন গ্রামপথে উপনীত হইয়া দেখিল বহু শণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! বহু শণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে, আমরা প্রত্যেকে একটি শণভার বন্ধন করিয়া লইয়া যাই।" অপর সম্মত হইলে উভয়েই শণভার বন্ধন করিল।

'তাহারা উভয়ে শণভার লইয়া অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তথায় তাহারা দেখিল প্রভূত শণসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণের প্রয়োজন সেই শণসূত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে, আমরা উভয়েই শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইয়া যাইব।" "মিত্র! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, আমার পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত। তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইল।

'তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত শণবস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই শণবস্ত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তুমি তোমার শণভার পরিত্যাগ কর, আমি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিব, উভয়ে শণবস্ত্রভার লইয়া যাইব।" "মিত্র! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, ইহাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শণবস্ত্রভার লইল।

'তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত ক্ষৌম পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ক্ষৌমসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ক্ষৌমবস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাস পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাসসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাস বস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত লৌহ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত তাম্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ত্রপু পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত সীসক পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত রৌপ্য পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "মিত্র! যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত সুবর্ণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে কহিল ঃ– "যেজন্য আমাদের শণ, শণসূত্র, শণবস্ত্র, ক্ষৌম, ক্ষৌমসূত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস, কার্পাস সূত্র, কার্পাস বস্ত্র, লৌহ, তাম্র, ত্রপু, সীসক অথবা রৌপ্যের প্রয়োজন, সেই সুবর্ণ প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তুমি শণভার পরিত্যাগ কর, আমি রৌপ্যভার পরিত্যাগ করিব, উভয়ে সুবর্ণভার লইয়া গমন করিব।" "মিত্র! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, আমার পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার। ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি রৌপ্যভার পরিত্যাগপূর্বক সুবর্ণভার লইল।

'তাহারা স্বগ্রামে উপনীত হইল। তথায় শণভারবাহী পুরুষকে তাহার মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহই অভিনন্দিত করিল না, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য লাভ করিল না। কিন্তু স্বর্ণভারবাহী পুরুষ তাহার মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক অভিনন্দিত হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য প্রাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইল।'

'হে রাজন্য! আপনি শণভারবাহীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।'

৩০। 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপের প্রথম উপমা দ্বারাই আমি তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি এই বিচিত্র প্রশ্নোত্তর শ্রবণে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলাম। হে কস্‌সপ! উত্তম, উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দর্শনের নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়,– সেইরূপই শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। হে কস্‌সপ! আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইতেছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। হে কস্‌সপ! আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। পূজ্য কস্‌সপ দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে উপদেশ দান করুন।'

৩১। 'হে রাজন্য! যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয়, হে রাজন্য! ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহার ফল দূরপ্রসারী হয় না। হে রাজন্য, মনে করুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় অকর্ষিত, নিকৃষ্ট, অনুৎপাটিত-স্থাণুবহুল ক্ষেত্রে ভগ্ন, জীর্ণ, বাতাতপাহত, বিকৃত, রোপণের অনুপযুক্ত বীজ বপন করিল, সময়ে সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টিও পড়িল না। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুরিত ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্যাপ্ত ফল লাভ করিবে?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! অবশ্যই নহে।'

'এইরূপেই, হে রাজন্য! যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয়, ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহার ফল দূরপ্রসারী হয় না। হে রাজন্য! যে প্রকার যজ্ঞে গো-বধ হয় না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয় না; ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল দূর প্রসারী হয়। মনে করুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় সুকর্ষিত, উৎকৃষ্ট, উৎপাটিত-স্থাণু ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ, নবীন, বাতাতপ-অনাহত, অবিকৃত, রোপণানুকুল বীজ বপন করিল। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুরিত ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্যাপ্ত ফল লাভ করিবে?'

'করিবে।'

'হে রাজপুত্র! এইরূপেই যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয় না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্, সম্যককর্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধিসম্পন্ন হয়, হে রাজপুত্র! ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার ফল দূর প্রসারী হয়।'

৩২। অতঃপর রাজন্য পায়াসি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত, দীন-দুঃখী-নিরাশ্রয় ভিক্ষুকগণের নিমিত্ত দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দানে বিড়ঙ্গসহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইল, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইল। ঐ দানে উত্তর নামক ব্রাহ্মণযুবক তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দান সমাপনান্তে এইরূপে মনোভাব প্রকাশ করিলেন ঃ–

'এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে।' উত্তরের এই মন্তব্য রাজন্য পায়াসির কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন তিনি উত্তরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ– 'তুমি কি সত্যই এইরূপ কহিয়াছ ঃ– এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে?'

'সত্যই কহিয়াছি।'

'কেন এরূপ কহিয়াছ ঃ– বৎস উত্তর! আমরা কি পুণ্যার্থী এবং দানের ফলাকাঙ্ক্ষী নহি?'

আপনার দানে বিড়ঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না– ভোজনের ত কথাই নাই; স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না– পরিধানের ত কথাই নাই। আপনি আমাদের প্রিয়, প্রীতিপদ। যাহা প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ তাহার সহিত কি প্রকারে আমরা অপ্রিয় ও অপ্রীতিকরের যোজনা করিব?'

'তাহা হইলে, বৎস উত্তর! যেরূপ ভোজন আমি গ্রহণ করি এবং যেরূপ বস্ত্রাদি আমি পরিধান করি, তুমি সেইরূপ ভোজন ও বস্ত্রাদি বিতরণ কর।'

এইরূপে রাজন্য পায়াসি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্বান্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। যিনি তাঁহার দানে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩৩। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান গবম্পতি প্রায়শঃ দিবাবিহারের নিমিত্ত শূন্য সেরীসক বিমানে গমন করিতেন। দেবপুত্র পায়াসি আয়ুষ্মান গবম্পতির[১] নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আয়ুষ্মান গবম্পতি দেবপুত্র পায়াসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ– 'সৌম্য! আপনি কে?'

'দেব, আমি রাজন্য পায়াসি।'

'আপনি কি এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না– পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই?'

'দেব, আমি ঐরূপ দৃষ্টিসম্পন্নই ছিলাম। কিন্তু আমি আর্যকুমার কস্‌সপ কর্তৃক ঐ পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়াছি।'

'আপনার দানে যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই তরুণ ব্রাহ্মণ উত্তর কোথায় উৎপন্ন হইয়াছেন?'

'তিনি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্বান্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব, শ্রদ্ধেয় গবম্পতি! আপনি মনুষ্যলোকে গমন করিয়া এইরূপ ঘোষণা করুন ঃ– "সৎকারপূর্বক দান কর, স্বহস্তে দান কর, সর্বান্তঃকরণে দান কর, অনপবিদ্ধ দান কর। রাজন্য পায়াসি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে দান না করিয়া, অপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের তত্ত্বাবধায়ক তরুণ উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।"'

৩৪। তদনন্তর আয়ুষ্মান গবম্পতি মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া ঐ সমস্ত

---

[১]। ইনি বারাণসীর বণিক ছিলেন এবং বুদ্ধ কর্তৃক সঙ্ঘে গৃহীত হইয়াছিলেন। প্রবাদানুসারে, ইহলোকে স্থিতিকালেই তিনি ধ্যানের নিমিত্ত অধস্তন স্বর্গে গমন করিতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংবাদ প্রচার করিলেন।

(পাযাসি সুত্তন্ত সমাপ্ত।)

মহাবর্গ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com